লাবু এলো শহরে

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

www.allbdbooks.com

১. লাবুর জগৎ

লাবু গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে পাখির বাচ্চাটাকে ডাকলো, "আয়। আমার কাছে আয়।"

পাখির বাচ্চাটা অসম্ভব সুন্দর, মাথাটা টুকটুকে লাল, পেটের নিচে হলদে রংটা প্রায় সোনালির মতো। লাবুকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি-না সেটা নিয়ে যেন খানিকক্ষণ ভাবল, তার পর খুব সাবধানে এক পা এগিয়ে এলো। লাবু পাখির বাচ্চাটাকে সাহস দিয়ে বলল, "তোর কোনো ভয় নেই, এই দেখ আমি তোর জন্যে কতো মজার খাবার এনেছি!"

পাখির বাচ্চাটা লাবুর কথার উত্তরে কিচির মিচির করে একটু শব্দ করল, তারপর আবার ঘাড় বাঁকা করে লাবুকে দেখলো, তারপর আবার সাবধানে এক পা এগিয়ে এলো। লাবু বলল, "গুড বয়!"

পাখিটা আরো একটু এগিয়ে এসে লাবুর হাত থেকে রুটির টুকরোটা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে একটু সরে গিয়ে সেটা ঠুকরে ঠুকরে খেতে শুরু করে। লাবু খুশি হয়ে বলল, "কী? আমি তোকে কিছু করেছি? করেছি কিছু?"

পাখিটা কিছু একটা উত্তর দেবার জন্যে মাথাটা তুলে লাবুর দিকে তাকালো কিন্তু ঠিক তখন গাছের ডালে এমন হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল যে পাখিটা ভয় পেয়ে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লাবু গাছের ডালটির দিকে তাকালো, দেখলো, একটা বানর লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে। মুখটি কুচকুচে কালো এবং সেখানে দুষ্টুমির কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু লাবু জানে এই বানরটি অসম্ভব দুষ্টু। সে মাথা ঝাকিয়ে বলল, "এতো কষ্ট করে পাখির বাচ্চাটার সাথে একটু খাতির করছি আর তুই এসেছিস ডিস্টার্ব করতে?"

বানরটি লাবুর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দিল। লাবু বলল, "খবরদার ফাজলেমি করবে না। একটা থাবড়া দেব কিন্তু—"

বানরটা লাবুর থাবড়াকে খুব ভয় পায় বলে মনে হলো না, সাবধানে কাছে এসে সে লাবুর পাশে বসে হাত দিয়ে তার কনুইটা স্পর্শ করল। লম্বা লম্বা সরু আঙুল, বরফের মতো ঠাণ্ডা। লাবু বলল, "খবরদার খামচি দিবি না।"

বানরটা দাঁত বের করে আবার ভেংচি দিল, লাবুর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় এটা হয়তো ভেংচি নয়, এটা হয়তো বানরের হাসি। বানরটা হয়তো হাসি হাসি মুখ করে লাবুর মন জয় করার চেষ্টা করছে।

বানরটা লাবুকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করল, সে জানে লাবু খাবার জন্যে কিছু আনলে সেটা তার বুক পকেটে রাখে। সেখানে আধখাওয়া একটা পেয়ারা ছিল বানরটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে একটু দূরে সরে গেল। লাবু মাথা নেড়ে বলল, "তোর বাঁদরামো আর শেষ হবে না!"

বানরটা পেয়ারাটা এক কামড় খেয়ে লাবুর দিকে তাকিয়ে আবার একবার মুখ ভেংচি দিল। লাবু বলল, "ভাল হবে না বলছি, এমনিতেই আমার পেয়ারাটা নিয়ে গেছিস আবার মুখ ভ্যাংচাচ্ছিস?"

বানরটা লেজ ঝুলিয়ে বসে পেয়ারাটা কামড়ে কামড়ে খেতে থাকে। দেখতে দেখতে পেয়ারাটা শেষ করে বানরটা আবার লাবুর কাছে এসে তার পকেটে হাত ঢোকালো, লাবু বলল, "আর কিছু নেই।"

বানরটা তার কথা বুঝতে পারল কি-না বোঝা গেল না কিন্তু কিছু না পেয়ে মুখ দিয়ে একটু শব্দ করে লাফ দিয়ে উপরের একটা ডাল ধরে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। লাবু এক ধরনের হিংসা নিয়ে বানরটার দিকে তাকায়, সে চোখের পলকে গাছের ডাল বেয়ে উঠতে পারে কিন্তু সে কী কখনো এই বানরটার মতো এতো তাড়াতাড়ি এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফ দেয়া শিখবে?

খানিকক্ষণ গাছের ডালে চুপচাপ বসে থেকে শেষ পর্যন্ত লাবু গাছ থেকে নেমে আসে। এই সময়টা হচ্ছে তার বনে জঙ্গলে চক্কর দেয়ার সময়। আজকে

পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামবে ঠিক করেছিল, রওনা দিতে গিয়ে সে থেমে গেল—দূর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই এলাকায় অন্য কোনো মানুষজন থাকে না, পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে যে রাস্তাটা উঠে গেছে সেখানে তাদের বাসা, সেই বাসায় লাবু তার আব্বুকে নিয়ে থাকে। কাজেই যে মানুষটার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই তাদের বাসাতেই যাচ্ছে। হয়তো বা তার আব্বুর কাছেই।

লাবুর একটু কৌতূহল হলো, সে বিড় বিড় করে বলল, "কে যায় আব্বুর কাছে?" বেশির ভাগ সময়ে সে জঙ্গলে একা একা থাকে তাই সে গাছের সাথে কথা বলে, পাখির সাথে কথা বলে, বানরের সাথে কথা বলে, যদি আশে পাশে আর কেউ না থাকে তাহলে সে নিজের সাথেও কথা বলে!

লাবু গলা নামিয়ে নিজেকে বলল, "চল লাবু, একটু দেখে আসি কে যায়। বেশি কাছে যাব না। দূর থেকে দেখব!"

জঙ্গলের পথ ঘাট লাবু খুব ভালভাবে চিনে, পাহাড়ি ছাগলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে লাবু একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেল। সামনে সরু পথটা পাহাড় বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে গেছে। তাদের বাসায় যেতে হলে এদিক দিয়েই যেতে হবে।

কিছুক্ষণের মাঝেই গলার আওয়াজটা আরেকটু স্পষ্ট হলো। লাবু ফিস ফিস করে বলল, "একজন পুরুষ একজন মেয়ে। আব্বুর কাছে এর আগে তো কখনো কোনো মেয়ে আসে নাই।" লাবুর কৌতূহলটা এবারে আরেকটু বেড়ে গেল।

লাবুর অনুমান সত্যি, কিছুক্ষণের মাঝে সত্যি সত্যি দেখা গেল দুজন মানুষ আসছে। একজন পুরুষ আরেকজন মহিলা। পুরুষ মানুষটা পাহাড়ি, মনে হয় এই এলাকার মানুষ, মেয়েটা বাঙ্গালি, প্যান্ট ফতুয়া পরে এসেছে, চোখে কালো চশমা পিঠে ব্যাগ। মানুষটা নিশ্চয়ই এই মেয়েটাকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আনছে।

লাবু শুনলো মেয়েটা বলছে, "আর কতো দূর?"

মানুষটা বলল, "এই তো সামনে!"

মেয়েটা বলল, "আপনি তো গত দুই ঘণ্টা থেকে বলছেন—এই তো সামনে। সামনে তো আর শেষ হয় না!।"

মানুষটা হি হি করে হেসে বলল, "পাহাড়ি পথ তো, সেইজন্যে আপনার কষ্ট হচ্ছে!"

"না না, কষ্ট না! আমার কষ্ট হচ্ছে না, বাসাটায় পৌছানোর জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। ঠিক জায়গায় এসেছি কি-না, না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।"

"মনে হয় ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। পাগল কিসিমের এক সাহেবের পাগল কিসিমের এক ছাওয়াল, এই রকম খুব বেশি নেই।"

মেয়েটা মানুষটার সাথে কথা বলতে বলতে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। লাবু পা টিপে টিপে আরো একটু সামনে যাবে কি-না চিন্তা করল। তারপর নিজেই বলল, "ধুর! আর কথা শুনে কী হবে! তার চাইতে লাবু চল নৌকা নিয়ে যাই।"

অনেক দিন হলো লাবু নৌকো নিয়ে পানিতে যায় নি, কয়দিন থেকে পানি কমতে কমতে এখন নিশ্চয়ই অনেকটুকু কমেছে। একটা অনেক পুরানো দালানের ছাদটা ভেসে উঠেছিল, এখন মনে হয় আরো খানিকটা ভেসেছে গিয়ে দেখে আসা দরকার।

লাবু বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, "আব্বু ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারে। একলা একলা নৌকো নিয়ে এতো দূর যাওয়া—"

ছাগলের বাচ্চার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামতে নামতে আবার নিজেই উত্তর দিল, "কিন্তু একলা একলা না গেলে আমাকে কে নিবে? কী বল তুমি?"

"যে মেয়েটা এসেছে সে তো অনেকক্ষণ থাকবে—সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত বাসায় যাওয়া ঠিক হবে না!" লাবু নিজেকেই নিজে বোঝালো, "ততক্ষণ পানির মাঝে ঘুরে আসি। মনে হয় পানির তলা থেকে একটা মন্দির বের হয়ে আসছে। এর ভেতরে নিশ্চয়ই কতো মজার জিনিস আছে!"

কাজেই কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল একটা ঝোপের মাঝে আড়াল করে রাখা ছোটো নৌকোটা বের করে লাবু ওটা থেকে পানি সেচতে শুরু করেছে। বাজার থেকে আলকাতরা এনে নৌকোর ফুটোগুলো ভাল করে বন্ধ করতে হবে তা না হলে দুই-একদিনেই নৌকোর মাঝে পানি উঠে যায়। সমস্যা একটাই, আব্বু বাজার দূরে থাকুক ঘর থেকেই বের হতে চায় না।

নৌকোটার পানি সেচে লাবু নৌকোটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে গভীর পানির দিকে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে সেটাতে ওঠে বসল। বৈঠাটা নিয়ে সে নৌকোটাকে সামনে নিতে থাকে। সামনে একটা চরের মতন ভেসে উঠেছে সেটাকে ঘুরে যেতে হবে। দুটো পাথুরে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু একটা চ্যানেল, লাবু সেখান দিয়ে সাবধানে নৌকোটাকে বৈঠা দিয়ে বেয়ে নিয়ে যায়। সামনে বিশাল খোলা হ্রদ, যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি।

লাবু বৈঠা বাইতে থাকে, নিচে কালো পানি, এর মাঝে না জানি কতো রহস্য লুকিয়ে আছে। "যদি একবার পানির তলায় গিয়ে দেখতে পারতাম

সেখানে কী আছে তাহলে কী মজাই না হতো!" লাবু বিড়বিড় করে বলল, "আকাশেও উড়তে পারিনা, পানির নিচেও যেতে পারি না! কী দুঃখের কথা। মানুষ যে কেন হলাম!"

কিছুক্ষণের মাঝেই লাবুর শরীরটা ঘেমে উঠে, সে তার শার্টটা খুলে মাথায় বেঁধে নিল, হ্রদের ঠাণ্ডা বাতাসে কিছুক্ষণেই তার শরীরটা একটু জুড়িয়ে আসে। সামনে একটা ঝর্ণা রয়েছে, সেই ঝর্ণার নিচে পানির ঝাপটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। সেখানে গেলে শরীরটা নিশ্চয় একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মাঝে একটা ঝিরঝির শব্দ শোনা যায়, তার মানে সে ঝর্ণার কাছে পৌঁছে গেছে। বর্ষার সময় এই ঝর্ণার শব্দ দূর থেকে শোনা যায়, পানি তখন একেবারে গর্জন করে উপর থেকে নিচে নেমে আসে। লাবু বৈঠা চালিয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই ঝর্ণাটার কাছে চলে আসে, পানির ধারাটা খুব ছোট, দেখে তার একটু মন খারাপ হয়ে যায়। লাবু বিড় বিড় করে ঝর্ণাটাকে বলল, "মন খারাপ করো না। বৃষ্টি শুরু হলেই দেখবে তোমার সাইজ কতো বড় হয়!"

লাবু ঝর্ণাটার পাশ দিয়ে ঘুরে গেল আর একটু সামনে গেলেই সেই রহস্যময় দালান। আগের বার দেখেছিল ছাদটা ভেসে উঠেছে। এখন নিশ্চয়ই আরো খানিকটা বের হয়েছে। দালানটার কাছাকাছি এসে লাবু একটা আনন্দের শব্দ করে বলল, "ওরেব্বাস! এই দেখো কতটা বের হয়েছে!"

শ্যাওলায় ঢেকে দালানের দেওয়ালটুকু সবুজ হয়ে আছে কিন্তু তারপরেও বোঝা যায় তার নিচে দেওয়ালে নানারকম কারুকাজ। নৌকোটাকে কাছাকাছি রেখে লাবু খুব সাবধানে দালানের ছাদে উঠে দাঁড়াল। পাথরের দালান তবুও লাবুর ভয় ভয় করে, হঠাৎ করে যদি পায়ের তলা থেকে ভেঙ্গে পড়ে? নৌকোটাকে একটা পাথরের কোণার সাথে বেঁধে লাবু একটু সামনে এগিয়ে গেল এর আগেরবার যখন এসেছিল তখন ছাদটা ভিজে শ্যাওলায় পিছলে হয়েছিল। আজকে বেশ শুকিয়ে গেছে, পায়ের নিচে পাথরের গরমটাও বেশ বোঝা যায়। লাবু মাঝামাঝি জায়গায় এসে ছাদটা পরীক্ষা করল, এক জায়গায় কয়েকটা পাথর খানিকটা আলগা হয়ে আছে। লাবু নিজেকে জিজ্ঞেস করল, "দেখব নাকি পাথরটা তুলে?"

আবার নিজেই উত্তর দিল, "এতো বড় পাথর তুমি নাড়াতে পারবা না।"

"না পারলে নাই, তাই বলে চেষ্টা করবা না?"

"ঠিক আছে লাবু, চল যাই, পাথরে ধাক্কা দেই!"

লাবু গিয়ে আলগা পাথরটা ধাক্কা দিতেই হঠাৎ করে কী একটা কিলবিল করে উঠে, এক লাফে লাবু পিছিয়ে আসে। সামনে একটা সাপ, ফণা তুলে

দাঁড়িয়েছে। লাবু ফিস ফিস করে বলল, "এই যে ভাই সাপের বাচ্চা। তোমাকে আমি দেখি নাই! তুমি যে এখানে আছো সেটা আমি বুঝি নাই।"

সাপটা ফণা তুলে কয়েক মুহূর্ত লাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। লাবু ফিস ফিস করে বলল, "তুমি যাও তোমার কাজে। আমি যাই আমার কাজে! আমি তোমারে ডিস্টার্ব করব না, তুমিও আমারে ডিস্টার্ব করবা না। ঠিক আছে?"

সাপটা তখন ফণা নামিয়ে পাথরের গা ঘেষে আস্তে আস্তে সরে গেল। লাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার পাথরটার কাছে এগিয়ে যায়, সাবধানে ধাক্কা দিতেই পাথরটা একটু সরে গিয়ে নিচে একটা গর্ত বের হয়ে এলো। লাবু বলল, "এই দেখো একটা গোপন কুঠুরী। এর মাঝে নিশ্চয়ই আছে গুপ্তধন!"

লাবু আরেকটু কাছে গিয়ে উঁকি দেয়, গুপ্তধন নয়—ছোট একটা পাথরের মূর্তির খানিকটা দেখা যাচ্ছে। লাবু মূর্তির মাথাটা ধরে একটা টান দেয়, নিচে কোথাও আটকে আছে টেনে নাড়ানো যাচ্ছে না। ধরে আবার একটা হ্যাচকা টান দিতেই সেটা খুলে এলো, লাবু এবারে সেটাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। কালো পাথরের ছোট একটা মূর্তি, উপরের অংশটা মানুষের—নিচের অংশটা জন্তুর! মানুষটার হাতে একটা বাঁশি। মুখটা কেমন জানি ভয়ংকর। লাবু ফিস ফিস করে বলল, "এই যে ভাই! আপনার শরীরের অর্ধেক জন্তুর মতো তার কারণটা কী? আর মুখটা এতো ভয়ংকর কেন? কী নাম আপনার! কী করেন আপনি?"

লাবু মূর্তিটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হতে থাকে মূর্তিটা বুঝি এক্ষুণি তার কথার উত্তর দিয়ে বলবে, "তোমার মুণ্ডু আমি ছিড়ে ফেলব ছেলে!"

লাবু তাড়াতাড়ি মূর্তিটা ঘাড়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার তোমার কোনো দরকার নেই। অনেক হয়েছে আজকে। এখন চল বাসায় যাই।"

ফিরে আসার সময় লাবুর মনে হলো আজকে বুঝি ফিরে আসতে তার অনেক বেশি সময় লেগে গেল। লাবু আগেও দেখেছে কোথাও যাবার সময় মনে হয় খুব বেশি সময় লাগে না কিন্তু ফিরে আসার সময় মনে হয় সারা দিন লেগে যাচ্ছে!

নৌকোটাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ফেলে লাবু কালো পাথরের মূর্তিটা নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিল, পেটে যা খিদে লেগেছে সেটা আর বলার মত না, মনে হচ্ছে একটা আস্ত মুরগি একাই খেয়ে ফেলতে পারবে। বাসায় গিয়ে দেখবে আব্বু হয়তো কিছুই করে নি—তখন তাকে রান্না চড়াতে হবে!

লাবুর তখন মনে পড়লো আজকে দুইজন তাদের বাসায় গিয়েছিল তারা যদি সময় মতো বিদায় নিয়ে না থাকে তাহলে তো আরো বড় ঝামেলা। ঐ মেয়েটাকে নিয়েই তার সন্দেহ বেশি—কথা শুনে মনে হলো তাকে আর তার আব্বুকে খুঁজছে। তাদেরকে কেন খুঁজছে কে জানে। লাবু বিড় বিড় করে নিজেকে বলল, "এখন যদি গিয়ে দেখি ঐ দুইজন এখনো যায় নাই, তাহলে কী হবে?"

"আমি তাহলে এবাউট টার্ন আর দৌড়!"

লাবু বিড় বিড় করে বলল, "কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে যে!"

"সেইটাতো মুশকিল! ইস যদি কারো কখনো খিদে না পেতো তাহলে কী মজাটাই না হতো!"

বাসার কাছাকাছি এসে লাবু পা টিপে টিপে বাইরের ঘরটায় উঁকি দিল। বাইরে থেকে কেউ এলে তারা এখানেই বসে। সেখানে কেউ নেই, লাবুর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে, সে শার্টটা খুলে খালি গা হয়ে ডাকলো, "আব্বু!"

দরজায় একজনের ছায়া পড়ল, মুখ তুলে তাকিয়ে লাবু একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। সকালে যে মেয়েটাকে দেখেছিল সেই মেয়েটাই দুই হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তখন প্যান্ট আর ফতুয়া পরে ছিল, এখন একটা শাড়ি পরেছে তাই অন্য রকম দেখাচ্ছে। মেয়েটা লাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী খবর টারজান?"

২. ঝুম্পা খালা

লাবু প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমার নাম টারজান না।"

"তাই নাকি? খালি গায়ে একটা ন্যাংটি পরে আছিস তো তাই ভাবলাম তুই বুঝি টারজান।"

"আমি ন্যাংটি পরে নাই। আমি প্যান্ট পরে আছি।"

"এইটা প্যান্ট?" মেয়েটা ঠোঁট উল্টে বলল, "ধুয়ে পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে, এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।"

লাবু তার প্যান্টের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, প্যান্টটা একটু ময়লা হয়েছে। গাছের কষ, নৌকোর আলকাতরা, নদীর কাদা, পানি, আর শ্যাওলা সব মিলিয়ে একটু বিদঘুটে হয়ে আছে সত্যি কিন্তু এখানে তাতে কী আসে যায়?

"মেয়েটা বলল, "আয় টারজান। ভেতরে আয়—"

"আমার নাম টারজান না—"

"আমি জানি। তোর নাম হচ্ছে লাবু। তোর জন্মের পর তোর মাকে আমরা সবাই বলেছিলাম যে মানুষের নাম লাবু হয় না। তোর মা আমাদের কথা বিশ্বাস করল না। বলল, রাখলেই হয়। সেই জন্যে তোর নাম হচ্ছে লাবু।"

লাবু একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি আমার মা'কে চিনো?"

"হ্যাঁ চিনি। আমি তোর খালা। ঝুম্পা খালা। তোর মা হচ্ছে আমার বোন। বড় বোন। ফেমিলিতে বড় ভাই বোনেরা একটু বোকা হয়। তোর মাও একটু বোকা ছিল।"

লাবুর মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে মুখ শক্ত করে বলল, "আমার মা কখনোই বোকা ছিল না।"

ঝুম্পা খালা একটু অন্যরকমভাবে লাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বোকা না হলে কী তোর মতোন এমন সুন্দর একটা বাচ্চাকে রেখে কেউ পট করে মরে যায়?"

লাবু কী বলবে বুঝতে পারল না, ঝুম্পা খালা গলা নামিয়ে বলল, "তোর মা আর কী বোকা? তোর বাবা তোর মা'র থেকেও একশ গুণ বেশি বোকা। তা না হলে তোর মা মরে যাবার পর মনের দুঃখে এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে থাকে? তোকে দেখার জন্যে আমার কতো কষ্ট করতে হয়েছে তুই জানিস?"

বলে কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে ঝুম্পা খালা এসে লাবুকে ঝাপটে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো। লাবু এতো অবাক হলো যে বলার নয়, কী করবে বুঝতে না পেরে মুখ হা করে দাঁড়িয়ে রইল।

এরকম সময় আব্বু পেছনে এসে দাঁড়ালেন, ইতস্তত করে বললেন, "এই যে ঝুম্পা তুমি আবার শুরু করে দিলে! এখানে এসে তুমি এ পর্যন্ত কতবার কেঁদেছ জান? আমার ধারণা ছিল তুমি খুব শক্ত মেয়ে।"

ঝুম্পা খালা লাবুকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "জামান ভাই, আমি আসলে খুব শক্ত মেয়ে। আপু মারা যাবার পর এখন পর্যন্ত আমি আর কোনোদিন কাঁদি নি। তুমি একবার দেখো ছেলেটাকে—একেবারে হুবহু আপুর চেহারা! দেখলে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠে না?"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "ঠিক রে।"

লাবু কী করবে বুঝতে না পেরে তার ঘাড়ের ভারী মূর্তিটা অন্য ঘাড়ে নিল। আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "তোর ঘাড়ে ওইটা কী?"

"একটা মূর্তি।"

'দেখি—"

লাবু আব্বুর হাতে মূর্তিটা ধরিয়ে দিল, আব্বু এক নজর দেখে বললেন, "কোথায় পেলি?"

"লেকের মাঝখানে যে বিল্ডিংটা উঠছে—"

আব্বু চোখ কপালে তুলে বললেন, "সর্বনাশ! তুই লেকের মাঝখানে গিয়েছিলি?"

লাবু মাথা নাড়লো।

"এক একা তোকে এতোদূর যেতে না করেছি না?"

লাবু একটু ঘাড় ঝাকালো। বলল, "একা না গেলে কাকে নিয়ে যাব? তুমি তো ঘর থেকেই বের হতে চাও না।"

ঝুম্পা খালা একবার লাবুর দিকে আরেকবার আব্বুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, এবারে দুইজনকে থামিয়ে বলল, "এক সেকেন্ড" এক সেকেন্ড। আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দাও, লাবু লেকের মাঝখানে কেমন করে গেছে?"

লাবু বলল, "আমার একটা নৌকো আছে।"

"সেই নৌকো দিয়ে তুই চলে গেলি? একা? যদি কিছু একটা হতো? কোনো ইমার্জেন্সী—"

ইমার্জেন্সী শব্দটা শুনে লাবুর সাপটার কথা মনে পড়ল, বলল, "যেখানে এই মূর্তিটা ছিল সেখানে ইয়া বড় একটা সাপ ছিল। এই রকম বড় ফণা তুলে বসেছিল—" লাবু হাত দিয়ে ফণাটা দেখানোর চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে ঝুম্পা খালার চোখ গোল আলুর মতো বড় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না তারপর মাথা নেড়ে বলল, "যদি কামড় দিত?"

"না, দিত না।"

"কেন দিত না?"

"আমি তো ডিস্টার্ব করি নাই। কেন কামড় দিবে?"

"সাপ দেখে তুই কী করলি?"

"কিছু করি নাই। আস্তে আস্তে বসেছি—"

"তুই সাপের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

লাবু এবারে হেসে ফেলল, আব্বু এখন তাকে উদ্ধার করলেন, বললেন, "আমাদের লাবু শুধু সাপের সাথে না গাছের সাথে পাখির সাথে আকাশের মেঘের সাথে সবার সাথে কথা বলে!"

"আপনার ধারণা এটা নরমাল?"

আব্বু হাত নাড়লেন, বললেন, "একা একা থাকে। কী করবে? কার সাথে কথা বলবে?"

ঝুম্পা খালা বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে—এই সব নিয়ে পরে কথা হবে। আগে খেয়ে নেয়া যাক। এতোক্ষণে সব নিশ্চয়ই ঠান্ডা বরফ হয়ে গেছে।"

লাবু ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল, মেঝেতে একটা চাদর বিছিয়ে সেখানে অনেক রকম খাবার, দেখে লাবুর চোখ চক চক করে উঠে। সে ঝুম্পা খালার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এই সব রান্না করেছ?"

খা।

"তুমি রান্না করতে পার?"

"উহুঁ! আমি মোটেও রান্না করতে পারি না। কিন্তু তুই আর তোর বাবা যে ঘ্যাট পাকিয়ে খাস তার থেকে ভাল রান্না করতে পারি।"

"আমরা মোটেও ঘ্যাট পাকাই না—"

"ঠিক আছে। সেইটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন খা। তোদেরকে যে সুন্দর করে খেতে দিব সে জন্যে একটা ডাইনিং টেবিল নাই, থালা বাসন নাই, চামুচ নাই! তোর আর তোর আব্বুর পুরা লাইফটা হচ্ছে একটা পিকনিক।"

আব্বু হা হা করে হাসলেন, বললেন, "ভালই বলেছ। আসলেই আমাদের লাইফটা হচ্ছে একটা পিকনিকের মতো।"

সন্ধে বেলা আকাশে অনেক বড় একটা চাঁদ উঠেছে, সেই জোছনার আলোতে চারদিক থৈ থৈ করতে লাগল। একটা বড় পাথরের ওপর আব্বু পা ঝুলিয়ে বসেছেন। লাবু ঝুম্পা খালার কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে চাঁদটাকে দেখছে। জোছনা রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলে লাবুর বুকের ভেতর জানি কেমন কেমন করে।

ঝুম্পা বলল, "জামান ভাই, আমি তোমাদের দুইজনকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"কোথায় নিয়ে যেতে এসেছ?"

"ঢাকায়।"

আব্বু কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না, তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি পারব না ঝুম্পা। আমি ঢাকা যেতে পারব না।"

"কেন পারবে না?"

আব্বু হাত দিয়ে চারদিক দেখিয়ে বললেন, "ঝুম্পা, তুমি এই চারদিকে তাকিয়ে দেখো—

ঝুম্পা না দেখেই বলল, "দেখেছি জামান ভাই।"

"এই জায়গা ছেড়ে কী ঢাকার ঘিঞ্জি ভিড়ে যাওয়া সম্ভব? বিল্ডিংয়ের পর বিল্ডিং। গাড়ির পরে গাড়ি। ট্রাকের পর ট্রাক! হরতাল, খুন, জখম, ক্রাইম-তুমিই বল।"

"কিন্তু জামান ভাই এক সময়ে তো তুমি সেই ঢাকাতেই ছিলে। আপু মারা যাবার পর—"

আব্বু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "হ্যাঁ আসলে তোমার বোন মারা যাবার পর আর থাকতে পারলাম না। যেদিকেই তাকাই সেদিকেই তার কোনো একটা স্মৃতি। একেবারে পাগল হয়ে যাবার অবস্থা।"

টুম্পা বলল, "পাগল হয়ে যাবার অবস্থা না, আসলে তুমি পাগলই হয়ে গিয়েছিলে, তা না হলে এতো ছোট একটা বাচ্চাকে নিয়ে কেউ এভাবে পালিয়ে যায়? আমরা কত খোঁজ করেছি পত্রিকায় কতো বিজ্ঞাপন—"

"যাই হোক, প্রথম প্রথম একটু ঝামেলা হয়েছিল, এখন খুব ভাল আছি।"

ঝুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না, জামান ভাই তুমি কাজটা ভাল কর নাই।"

"কেন?"

"অন্য সবকিছু ছেড়ে দাও, লাবুর কথাটা ভাব। এই বয়সের একটা ছেলে একেবারে একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজটা কী ঠিক হচ্ছে? স্কুলে যাবে না? লেখা পড়া করবে না?"

আব্বু সোজা হয়ে বসে বললেন, "লাবু লেখা পড়া করছে না তোমাকে কে বলেছে? আমি ওকে পড়াচ্ছি। অলরেডি সে ক্যালকুলাস করছে। সেদিন ইবসেনের একটা নাটক পড়েছে—"

ঝুম্পা বলল, "এই দেখ, এই দেখ ব্যাপারটা। লাবুর বয়স হচ্ছে বারো। কেন বার বছরের একটা বাচ্চা ক্যালকুলাস পড়বে? কেন সে ইবসেনের নাটক পড়বে? লাবুর এখন তার বয়সী বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করার কথা, খেলাধুলা করার কথা, ঝগড়াঝাটি করার কথা, মারপিট করার কথা!"

"করছে। লাবু ছোটাছুটি করছে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশুপাখির সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে!"

ঝুম্পা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "না জামান ভাই, দুইটা এক জিনিস না। নিজের বন্ধু-বান্ধবের সাথে খেলাধূলা করে তারপর মাঝে মধ্যে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াক আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু কোন মানুষকে দেখবে না শুধু পশুপাখির সাথে থাকবে, এটা হতে পারে না। এবনরমাল হয়ে বড় হবে। আমি দেখেছি লাবু বিড় বিড় করে নিজের সাথে কথা বলে।" ঝুম্পা লাবুর চুল ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলল, "লাবু, বলিস না তুই কথা?"

লাবু হি হি করে হেসে বলল, "মাঝে মাঝে বলি। সেইটাতো শুধু মজা করার জন্যে।"

"উঁহু। এটা মজা করার জন্যে না—তোর কারো সাথে কথা বলার ইচ্ছে করে, কাউকে পাস না তাই তুই নিজের সাথে কথা বলিস।"

আব্বু একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "সবাই কখনো না কখনো নিজের সাথে কথা বলে—"

"কিন্তু সেটা করে মনে মনে। জোরে জোরে না। যাই হোক—" ঝুম্পা আবার তার আগের বিষয়ে ফিরে গেল, "কাজেই জামান ভাই আমি এসেছি তোমাদের দুইজনকে নিয়ে যেতে। এখন থেকে তোমরা ঢাকায় থাকবে। লাবুকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হবে, স্কুলে পড়বে। এতো ব্রাইট একটা ছেলে বানরের সাথে গাছের ডালে বসে থাকবে এটা হতে পারে না।"

লাবু বলল, "ঝুম্পা খালা বানর কিন্তু খুব ভাল।"

"থাক। আর বানরের পক্ষে ওকালতি করতে হবে না। গাছে বসে থাকতে থাকতে তোর নিশ্চয়ই এখন দুই ইঞ্চি লম্বা একটা লেজ গজিয়ে গেছে। দেখি প্যান্ট খোল দেখি—"

"যাও ঝুম্পা খালা! ঠাট্টা করো না।"

"ঠাট্টা না সিরিয়াসলি বলছি। শুধু যে লেজ গজাবে তা না, দেখিস তোর কাজ কর্ম, হয়ে যাবে বানরের মতো।"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "কখনো হবে না।"

"এর মাঝে হয়ে গেছে। এখন টের পাচ্ছিস না। ঢাকায় গিয়ে যখন স্কুলে যাবি তখন টের পাবি।"

আব্বু বললেন, "সেটা আমি স্বীকার করি, লাবু হয়তো একটু অসামাজিক হবে। আমিও অসামাজিক ছিলাম—"

"না না জামান ভাই, দুটো এক জিনিস না। তুমি সমাজের ভেতর ছিলে, থাকার পরে তুমি ঠিক করলে তুমি অসামাজিক হবে। আর লাবু? সে এখন পর্যন্ত সমাজের মাঝে থাকার সুযোগ পর্যন্ত পেল না। সে জানেই না সত্যিকার মানুষ জনের মাঝে থাকতে কেমন লাগে। তাকে তুমি বাধ্য করছ অসামাজিক হতে।"

আব্বু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ঝুম্পা, তোমার সাথে আমি তর্ক করে পারব না।"

ঝুম্পা বলল, "আমিও তর্ক করতে চাই না জামান ভাই। তর্ক করে কোনো লাভ হয় না। আমি তোমাকে অনুরোধ করতে চাই। অনেকদিন তো এখানে থাকলে এখন ঢাকায় চলো, সবাই মিলে থাকি, দেখবে তোমার ভালই লাগবে।"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "লাগবে না।"

"ঠিক আছে, মেনে নিলাম তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু তুমি তবুও মেনে নাও। লাবুর জন্যে। তার নিশ্চয়ই একটা নরমাল লাইফের অধিকার আছে। আছে না?"

"কোনটা নরমাল, কোনটা এবনরমাল সেটা তুমি কেমন করে ঠিক করবে?" আব্বু গম্ভীর গলায় বললেন, "তুমি যেটাকে নরমাল ভাবছ আমি সেটাকে এবনরমাল ভাবতে পারি।"

ঝুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে। আমি সেটাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু লাবু যেরকম তোমার ছেলে সেরকম তো আমার বোনেরও ছেলে? আমার কী ওর উপরে একটুও দাবি নেই? আমি কী চাইতে পারিনা লাবু একটা স্কুলে পড়বে, পরীক্ষা দিবে, কলেজে পড়বে, ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। পি.এইচ.ডি. করবে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হবে, সায়েন্টিস্ট হবে। নোবেল প্রাইজ পাবে—"

আব্বু হেসে ফেললেন, বললেন, "থাক। থাক এক সাথে এতো স্বপ্ন দেখে কাজ নেই।"

"ঠিক আছে নোবেল প্রাইজটা আপাতত বন্ধ রাখলাম। পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে সেটা ঠিক করব। কী বলিস লাবু?"

লাবু কোনো কথা বলল না, একটু হাসলো। জোছনার আলোতে তার হাসিটা খুব ভাল দেখা গেল না।

ঝুম্পা বলল, "আমি তোমার জন্যে একটা বাসা ঠিক করে এসেছি জামান ভাই। ছোটখাটো কিউট বাসা। নিরিবিলি। ভাড়া একটু বেশি কিন্তু আমি জানি টাকা পয়সা তোমার সমস্যা না।"

আব্বু প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঝুম্পা বাধা দিয়ে বলল, "আজকাল স্কুলে ভর্তি হওয়া মহা হাঙ্গামা। মানুষজন বিয়ে করার সাথে সাথে স্কুলে সিটের জন্যে এপ্লিকেশন করে দেয়। আমি অনেক কষ্ট করে খুব ভাল একটা স্কুলে লাবুর জন্যে একটা সিট জোগার করেছি। জামান ভাই, তুমি না করো না, চলো। এক বছর চেষ্টা করে দেখো, যদি ভাল না লাগে তুমি আবার এখানে চলে এসো।"

আব্বু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললেন, "আমি তোমাকে চট করে কিছু বলতে পারব না—"

আব্বুর কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে ঝুম্পা বলল, "তুমি ভাগ্য বিশ্বাস কর?"

"ভাগ্য?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?"

"একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"আমরা একটা কয়েন দিয়ে লটারি করি। যদি হেড উঠে তাহলে আমরা ঢাকা যাওয়া নিয়ে আর তর্ক বিতর্ক করব না, চলে যাব।"

আব্বু বললেন, "আর যদি টেল উঠে?"

"তাহলে আমরা আলাপ আলোচনা করব।"

আব্বু হেসে ফেললেন, বললেন, "তুমি এখনো ছেলে মানুষ রয়ে গেছ ঝুম্পা। এগুলো কী কেউ লটারি করে ঠিক করে?"

"অসুবিধে কী?" ঝুম্পা একটু চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে তোমাকে একটা এ্যাডভান্টেজ দিই। যদি পরপর দুইবার হেড উঠে তাহলে আর এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করব না, ধরে নেব ঢাকা যাওয়াই আমাদের ফিউচার। আমাদের কপাল। আমাদের ভাগ্য। আমাদের ভবিষ্যৎ।"

আব্বু হেসে ফেললেন, বললেন, "পরপর তিনবার হলে কেমন হয়?"

"পরপর তিনবার হেড পড়লে তুমি কোনো রকম আলাপ আলোচনা চিন্তা ভাবনা না করে ঢাকা যাবে?"

আব্বু হাসলেন, বললেন, "ঠিক আছে।"

ঝুম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পরপর তিনবার হেড পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করে দেখি। কী বলিস লাবু?"

লাবু বলল, "তুমি হেরে যাবে। পরপর তিনবার হেড পড়ার চান্স হচ্ছে হাফ গুণ হাফ গুণ হাফ তার মানে আট ভাগের এক ভাগ!"

"কিন্তু খোদা যদি আমাদের পক্ষে থাকে?" ঝুম্পা বলল, "খোদা যদি মনে করে তোর বানরের সাথে গাছে ঝুলে না থেকে স্কুলে যাওয়া দরকার তাহলে?"

আব্বু বললেন, "খোদা আসলে আরো বড় বড় কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।"

"ব্যস্ত থাকলে থাকবেন, তাই বলে আমরা চেষ্টা করব না।" ঝুম্পা বলল, "দেখি, একটা কয়েন কার কাছে আছে?"

আব্বু হাসলেন, "আমার কাছে নেই।"

ঝুম্পা বলল, "লাবু দৌড় দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়। ব্যাগের ভেতরে মনে হয় কিছু খুচরা পয়সা আছে। সাথে একটা মোমবাতি না হলে বাতি কিছু একটা আনিস। এখানে অন্ধকার, কিছু দেখা যাবে না।"

কিছুক্ষণের মাঝেই লাবু এক হাতে একটা মোমবাতি আরেক হাতে ঝুম্পার ব্যাগটা নিয়ে এলো। ঝুম্পা ব্যাগ খুলে খোঁজাখুঁজি করে এক টাকার একটা কয়েন বের করে মোমবাতির আলোতে দেখে বলল, এর মাঝে হেড আর টেল হচ্ছে শাপলা আর ফেমিলি প্ল্যানিং। তাহলে তিনবার যদি শাপলা উঠে তাহলে আমরা কাল ভোরে ঢাকা চলে যাব। ঠিক আছে?"

আব্বু হাসলেন, বললেন, "তুমি এখনো ছেলে মানুষ আছ, ঝুম্পা।"

"তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি বল, তিনবার শাপলা উঠলেই ঢাকা। ঠিক আছে?"

আব্বু বললেন, ঠিক আছে।"

ঝুম্পা কয়েনটা বুড়ো আঙ্গুলে রেখে ঠোকা দিয়ে অনেক উপরে ছুড়ে দিল, ঘুরতে ঘুরতে সেটা যখন নিচে নেমে আসে তখন ঝুম্পা সেটাকে হাতের তালুতে আটকে ফেলে অন্য হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল। তারপর লাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী মনে হয় লাবু, শাপলা কী উঠেছে?"

"জানি না। হাত সরাও; দেখি।"

ঝুম্পা হাত সরালো মোম বাতিটা কাছে এনে সবাই দেখলো শাপলা উঠেছে। ঝুম্পা বলল, "গুড!"

আবার কয়েনটা সে তার বুড়ো আঙ্গুলে রেখে উপরে ছুড়ে দিয়ে নিচে নামার সময় ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলে বাম হাত দিয়ে আটকে ফেলল। মুখ গম্ভীর করে ঝুম্পা লাবুকে জিজ্ঞেস করল, "লাবু, এবারে কী আবার শাপলা উঠেছে?"

"চান্স কম ঝুম্পা খালা।"

"সেটা তো জানি, কিন্তু খোদা কী সাহায্য করবে না?"

আব্বু বললেন, "হাত সরাও, দেখি খোদা তোমাকে সাহায্য করেছেন কি-না।"

ঝুম্পা হাত সরালো এবং আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, সত্যি সত্যি আবার শাপলা উঠেছে। লাবু বলল, "কী আশ্চর্য!"

"আবার কী শাপলা উঠবে ঝুম্পা খালা?"

"খোদা যদি চায় তাহলে নিশ্চয়ই উঠবে।"

ঝুম্পা গম্ভীর মুখে কয়েনটা ঠোকা দিয়ে উপরে ছুড়ে দিয়ে ডান হাতে আটকে দিয়ে বাম হাতে ঢেকে রাখে। লাবু বলল, "হাত সরাও ঝুম্পা খালা।"

ঝুম্পা খালা কাঁপা গলায় বলল, "আমার ভয় করছে।"

আব্বু বললেন, "ভয় করলে তো হবে না!"

ঝুম্পা খালা বললেন, "আমার দেখার সাহস নেই। আমি চোখ বন্ধ করে রাখছি। তোমরা দেখ।"

"ঠিক আছে ঝুম্পা খালা, আমরা দেখব। হাত সরাও।"

ঝুম্পা হাত সরালো, সাথে সাথে লাবু আর আব্বু অবাক হবার মতো শব্দ করলেন, আবার শাপলা উঠেছে।

আব্বু বললেন, "কী আশ্চর্য!"

ঝুম্পা বুকের ভেতরে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "জামান ভাই। এর মাঝে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটা হচ্ছে খোদার ইচ্ছে। আমি জানতাম খোদা চায় তুমি ঢাকা থাকো, লাবু স্কুলে যায়।"

আব্বু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তাইতো দেখছি।" তারপর লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাবু তাহলে আমাদের সত্যি সত্যি ঢাকা যেতে হয়—কথা যখন দিয়েছি।"

"ঠিক আছে আব্বু।"

"তোর ঝুম্পা খালা যখন ধরেছে সে অবশ্যি আমাদের না নিয়ে যেতো না। আমি জানি।"

ঝুম্পা বলল, "ঠিকই বলেছ।"

"তোর ঝুম্পা খালা হচ্ছে কচ্ছপের মতো, খপ করে একটা কিছু কামড়ে ধরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে, আর ছাড়ে না।"

লাবু হি হি করে হেসে বলল, "তুমি কচ্ছপ ঝুম্পা খালা।"

"তাহলে তো তোর জন্যে ভাল, তোর তো মানুষজনের সাথে কথা বলে অভ্যাস নেই, জন্তু জানোয়ার পশু পাখি সাপ ব্যাঙের সাথে কথা বলে অভ্যাস! এখন থেকে কচ্ছপের সাথে কথা বলবি।"

আব্বু উঠে ভেতরে চলে যাবার পরও ঝুম্পা লাবুকে নিয়ে চাঁদের আলোতে বসে রইলো। লাবু একথা সেকথা বলে একসময় বলল, "আজকে কী আশ্চর্যভাবে তিনবার শাপলা উঠেছে, দেখেছ ঝুম্পা খালা?"

"এর মাঝে আশ্চর্যের কী আছে? উঠবেই।"

"কেন উঠবে?"

"তিনবার কেন? আমি যদি চাই তাহলে একশবার শাপলা উঠবে।"

লাবু অবাক হয়ে বলল, "কী বলছ তুমি?"

ঝুম্পা হাত থেকে এক টাকার কয়েনটা লাবুর হাতে দিয়ে বলল, "বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখ।"

লাবু কয়েনটা মোমের আলোতে উল্টে পাল্টে দেখে চিৎকার করে বলল, "ঝুম্পা খালা! এইটার দুই দিকেই শাপলা!"

"কী বললাম আমি?"

"কিন্তু— কিন্তু—"

"আমাকে তুই কী বোকা পেয়েছিস নাকি যে রিস্ক নেব?"

"কোথায় পেয়েছ এরকম টাকা?"

"এগুলো কী পাওয়া যায় নাকি? বানিয়েছি।"

"কেমন করে বানিয়েছ?"

"একটা টাকা নিয়ে শাপলার সাইডটা রেখে অন্য সাইডটা ঘষে অর্ধেক তুলে ফেলেছি। তারপর আরেকটা টাকা নিয়ে সেটারও শাপলা সাইডটা রেখে অন্য সাইডটা অর্ধেক ঘষে তুলে ফেলেছি। তারপর দুই সাইড ওয়েল্ড করেছি। এই এক টাকার কয়েন বের করতে আমার দুইশ টাকা খরচ হয়েছে।"

লাবু বলল, "ঝুম্পা খালা! তুমি চোট্টা!"

"অবশ্যই চোট্টা! তোকে উদ্ধার করার জন্যে আমি খালি চোট্টা না, ডাকাত হয়ে যেতে পারি। তোর মতো এরকম একটা বুদ্ধিমান ছেলে জঙ্গলে পড়ে থাকবি সেটা হয় নাকি? ঢাকা চল দেখবি কত মজা হবে!" ঝুম্পা খালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই টাকাটা নিবি?"

"নেব।"

"নিয়ে যা তাহলে। কিন্তু খবরদার তোর আব্বু এখন যেন না জানে। ঢাকা যাবার পর ইচ্ছে হলে বলে দিস!"

"ঢাকা যাবার পরেও বলব না।"

"গুড।" ঝুম্পা লাবুকে বুকে জড়িয়ে বলল, "এটা থাকুক তোর আর আমার সিক্রেট।"

৩. ঢাকার পথে

ঝুম্পা আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "তালা লাগাবে না?"

আব্বু হাসলেন, বললেন, "জঙ্গলে কেউ তালা লাগায় না।"

'কিন্তু তোমার জিনিসপত্র?"

"আমার এমন কিছু জিনিসপত্র নেই—কয়টা বই ছিল, পড়া হয়ে গেছে।

ঝুম্পা লাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আর তোর জিনিসপত্র?"

লাবু বলল, "নিয়ে নিয়েছি।"

"দেখি?"

লাবু দেখালো ঘাড়ে সে তার কাঠের পাথরের ছোট মূর্তিটা নিয়েছে। ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "এইটাই তোর সম্পত্তি?"

"হ্যাঁ।"

"ভেরি গুড। চল তাহলে রওনা দিই।"

তিনজনের ছোট দলটা ছোট পথটা ধরে হেঁটে হেঁটে নামতে থাকে। লাবু একটু পরে পরে পিছিয়ে পড়ছিল, কোনো একটা গাছ কোন একটা পাখি কিংবা গাছের উপর বসে থাকা কোনো একটা বাঁদরের সাথে ফিসফিস করে কথা বলে বলে আসছিল।

ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর তারা একটা ছোট নদীর ঘাটে পৌঁছাল, সেখানে একটা ছোট নৌকা ভাড়া করে আরেকটু দূরে আরো বড় একটা ঘাটে। সেখান থেকে ট্রলারে করে তারা ছোট জেলা শহরে রওনা দিল।

ট্রলারের ছাদে ঝুম্পার পাশে লাবু পা ছড়িয়ে বসেছে। ট্রলারের ইঞ্জিন বিকট শব্দ করছে, তাই কথা বলতে হয় চেচিয়ে। ঝুম্পা লাবুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "ঢাকা গিয়ে প্রথমেই তোর চুল কাটতে হবে!"

"কেন?"

"স্কুলে যাবি, একটু চুল টুল কেটে ভদ্রলোকের মতো যাবি না?"

"ভদ্রলোকের মতো না গেলে কী হয়?"

"কিছু হয় না। কিন্তু সবাই মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে তো তাই চুল কেটে ফেলাই ভাল।"

"তুমি কেটে দিবে?"

"আমি?" ঝুম্পা বলল, "আমি কেন কাটব। চুল কাটার জন্যে নাপিত আছে না!"

লাবু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ঢাকা শহরে নাপিত ছাড়া আর কী আছে?"

"সবকিছু আছে। যেসব জিনিস থাকার দরকার নেই, সেগুলোও আছে।"

লাবু জানতে চাইলো, "কোন সব জিনিস থাকার দরকার নেই?"

"যেমন মনে কর টেলিভিশন। আমি দুই চোখে দেখতে পারি না এই যন্ত্রণাটাকে! যেখানেই যাবি সেখানেই দেখবি টেলিভিশন। সবাই ড্যাব ড্যাব করে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে।"

"আর কী আছে?"

"আর আছে মোবাইল টেলিফোন। সেটা হচ্ছে আরেক যন্ত্রণা।" ঝুম্পা তার ব্যাগ থেকে মোবাইল টেলিফোনটা বের করে লাবুকে দেখিয়ে বলল, এই দেখ, আমার মোবাইল টেলিফোন। এইখানে কোনো নেটওয়ার্ক নাই তাই কেউ ডিস্টার্ব করতে পারছে না। নেটওয়ার্কের মাঝে হাজির হলেই দেখবি এই যন্ত্রণাটা কীভাবে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে থাকে।"

"আর কী আছে ঢাকা শহরে?"

"কতো কী আছে! ভালগুলো বলব না খারাপগুলো বলব?"

"ভালগুলো।"

"কম্পিউটার।"

"কী করে কম্পিউটার দিয়ে?"

"বেশির ভাগ মানুষ তো ছাগল-টাইপের তাই তারা হিন্দী সিনেমা দেখে।"

"যারা ছাগল-টাইপের না তারা কী করে?"

ঝুম্পা ভুরু কুচকে বলল, "তারা মনে হয় ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে। প্রোগ্রামিং করে।"

"সেগুলো কেমন করে করে?"

ঝুম্পা ভুরু কুচকে বলল, "সেইটা আমি খুব ভাল জানি না, কিন্তু তোর আব্বু যদি তোকে একটা কম্পিউটার কিনে দেয় তাহলে তুই নিশ্চয়ই বের করে ফেলতে পারবি।"

লাবু বলল, "ও।"

"যেমন মনে কর তুই যে ঘাড়ে করে এই ছোট মূর্তিটা নিয়ে যাচ্ছিস, যদি তুই জানতে চাস এটা কী, কোথা থেকে এসেছে কে তৈরি করেছে তার সবকিছু তুই ইন্টারনেটে পেয়ে যাবি!"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"কী মজা!"

"কেউ কেউ আছে তারা আবার ভোন্দা মার্কা। দিন রাত কম্পিউটারের সামনে বসে খালি কুটুর কুটুর করে। চোখে চশমার পাওয়ার বেড়ে যায়, থলথলে মোটা হয়ে যায়। দিন রাত অন্ধকারে বসে থেকে থেকে গায়ের রং হয়ে যায় সাদা তেলচুরার মতো।"

"তেলচুরা কী?"

"ওমা!" ঝুম্পা চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই তেলচুরা চিনিস না? ভদ্রলোকেরা যেটাকে বলে তেলাপোকা। খুব ঘেন্নার জিনিস। বর্ষার দিনে ফর ফর করে উড়তে থাকে। যা ভয়ের ব্যাপার হয় তখন!"

"কেন ঝুম্পা খালা, ভয়ের ব্যাপার হবে কেন?"

"ওমা! একটা তেলাপোকা উড়ছে সেটা ভয়ের ব্যাপার হবে না! যদি শরীরে পড়ে যায়?"

লাবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে সে মাথাও ঘামাল না। ঝুম্পা খালার কথাবার্তার অনেক কিছুই সে বুঝতে পারে না, কিন্তু মানুষটাকে তার পছন্দ হয়েছে।

ঢাকা শহরে আরো কী কী আছে তার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঝুম্পা খালা দুই পাশের বন, গাছ, গাছের উপর পাখি এইসব দেখে কেমন যেন আনমনা হয়ে রইলেন লাবু তাই তাকে বেশি জ্বালাতন করল না।

ছোট শহরটাতে পৌঁছে তারা একটা রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নিল। তারপর তারা উঠলো একটা বাসে। পাহাড়ি রাস্তায় বাস একে বেঁকে যাচ্ছে, সে কারণেই কি-না কে জানে? একটু পরেই লাবু জানালা দিয়ে মাথা বের করে হড় হড় করে বমি করে দিল। ঝুম্পা বলল, "সে কী, তুই যা খেয়েছিস সবই তো দেখি বের করে দিলি!"

ঝুম্পার কথা শেষ হবার আগেই লাবু দ্বিতীয়বার বমি করে ফেলল। পেটে যা ছিল তার সবই মনে হয় বের করে দিল। বমি করে লাবু কেমন জানি নেতিয়ে পড়ল, ঝুম্পা তখন লাবুকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলল, "এইতো আর একটু পথ, যখন আমরা ট্রেনে উঠব তখন দেখবি আর শরীর খারাপ লাগবে না। এই বাসগুলো আমি দুই চোখে দেখতে পারি না।"

কেন ঝুম্পা বাসগুলোকে দুই চোখে দেখতে পারে না লাবুর সেটা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মুখ খুললেই আবার যদি বমি চলে আসে সেই ভয়ে সে মুখ খুললো না।

ঝুম্পার কথা সত্যি, লাবু আবিষ্কার করল, বাস থেকে ট্রেন অনেক ভাল। তাদের জন্যে আলাদা একটা ছোট কামরা, সেই কামরার নিচে দুইটা বিছানা উপরে দুইটা বিছানা। ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তুই কী নিচে ঘুমাবি না উপরে?"

লাবু বলল, "আমি ঘুমাব না।"

"ঘুমাবি না?"

"নাহ্।"

"কেন?"

"আমি দেখব।"

ঝুম্পা অবশ্যি সেটা আগেই লক্ষ করেছে। লাবু যেটাই দেখছে সেটা দেখেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাস, ট্রাক, উঁচু বিল্ডিং, ট্রেনের ইঞ্জিন সবকিছুই সে অবাক হয়ে দেখছে। তবে সে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে দেখছে মানুষ। পৃথিবীতে যে এতো মানুষ আছে সেটা সে ভুলেও কল্পনা করে নি! মুখ হা করে সে মানুষগুলোকে দেখছে, যতই দেখছে সে ততই অবাক হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক হলো যখন সে চারজন ভিক্ষুকের একটা দলকে দেখলো যারা সুর করে গান গাইতে গাইতে ভিক্ষে করছে। লাবু অবাক হয়ে ঝুম্পাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরা কী করছে ঝুম্পা খালা।"

"ভিক্ষে করছে।"

"এরকম করে ভিক্ষে করছে কেন?"

"একেকজনের একেকটা স্টাইল! এদের হচ্ছে কনসার্ট স্টাইল!"

লাবু কী বুঝলো, কে জানে! বলল, "ও।"

লাবু যদিও দাবি করেছিল সে সারারাত জেগে থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মাঝেই ঝুম্পার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেল। ঝুম্পা লাবুর মাথাভরা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে আব্বুকে ডাকলো, "জামান ভাই।"

"কী হলো ঝুম্পা।"

"সেই তখন থেকে তুমি কী ভাবছ?"

"সেরকম কিছু না।"

"আমার উপর তুমি রাগ করনি তো?"

"কেন?"

"তোমাকে ট্রিক করে ঢাকা নিয়ে যাচ্ছি—"

"তুমি আমাকে ট্রিক করো নি ঝুম্পা! আমি নিজেই যাচ্ছি। মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। লাবুর হয়তো এখন আরও কিছু বন্ধু বান্ধব দরকার। নিজের বয়সী।"

"লাবুর বয়স তো কম সে খুব তাড়াতাড়ি এডজাস্ট করে নেবে। তাকে নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই। আমার ভয় তোমাকে নিয়ে।"

আব্বু একটু হাসলেন, বললেন, "আমাকে নিয়ে কোনো ভয় নেই।"

"দশ বছর অনেক সময়।"

"লাবুর বয়সী বাচ্চাদের জন্যে দশ বছর অনেক সময়, আমার জন্যে তেমন কিছু নয়।"

আব্বু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এই যে তুমি লাবুর মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছ আমি দেখছি আর চমকে চমকে উঠছি।"

"কেন জামান ভাই?"

"তোমার আপু ঠিক এভাবে লাবুর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকতো, তোমাকে দেখে হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে ঠিক যেন লাবুর মা বসে আছে!"

"আই এম সরি জামান ভাই। কিন্তু দেখো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না। ঠিক কখনো হবে না, তবে অভ্যাস হয়ে যাবে। একজন মানুষ পৃথিবীতে থাকলেই কী আর না থাকলেই কী?"

খুব ভোর বেলা ট্রেনটা ঢাকা শহরে পৌঁছাল। ঝুম্পা খালা লাবুকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলে বলল, "এই লাবু। ওঠ। আমরা এসে গেছি।"

লাবু ঘুম ঘুম চোখে ঝুম্পা খালার দিকে তাকিয়ে বলল, "এসে গেছি ঝুম্পা খালা?"

"হ্যাঁ, এসে গেছি। ওয়েলকাম টু ঢাকা সিটি। পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ফ্যান্টাস্টিক সিটি হচ্ছে এই ঢাকা সিটি। তোর কেমন লাগবে বলে মনে হয় লাবু?"

"ভালই লাগবে মনে হয়।"

"আয় একবার পরীক্ষা করে ফেলি!"

"কেমন করে পরীক্ষা করবে ঝুম্পা খালা?"

"লটারি করে। যদি শাপলা উঠে তাহলে ভাল আর যদি ফেমিলি প্ল্যানিং উঠে তাহলে খারাপ। কী বলিস লাবু?"

লাবু কোনো কথা না বলে হি হি করে হাসতে লাগল।

৪. স্কুলের পর স্কুল

বাসার ভেতরে ঢুকে আব্বু চোখ বড় বড় করে বললেন, "ও বাবা! এ দেখি রেগুলার তাজমহল!"

ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তোমার পছন্দ হয়েছে? অনেক খুঁজে বের করেছি। ভেতরে একটা খোলামেলা ভাব আছে। সামনে পিছনেও খোলা, ঢাকা শহরে সামনে পিছনে খোলা বাসা আর পাওয়া যায় না।"

আব্বু নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফ্লোরেও টাইল, ব্যাপারটা কী?"

ঝুম্পা বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়! গত দশ বছরে বাংলাদেশে অনেক কিছু হয়েছে। এখন বড়লোকের বাসায় ফ্লোরে টাইলস থাকে।"

লাবু এর মাঝে ঘরগুলো ঘুরে দেখে এসে বলল, "আব্বু বাসায় কোনো কিছু নেই।"

ঝুম্পা বলল, "ইচ্ছা করে আমি একেবারে ফাঁকা রেখেছি। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো জিনিসপত্র কিনবে!"

আব্বু বললেন, "আমার এটাই পছন্দ। এভাবেই থাকুক।"

লাবু একটু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কিন্তু যখন খিদে লাগবে তখন কী করব?"

ঝুম্পা বলল, "খাবি।"

"কী খাব!"

"যেটা ইচ্ছে।"

"কিন্তু রান্না করব কোথায়?" চুলা তো নেই!"

ঝুম্পা হেসে বলল, "আছে। তুই দেখে চিনতে পারিস নি। সারা জীবন জঙ্গলে ছিলি তো কোনটা চুলা আর কোনটা টয়লেট তোর কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে। দেখিস, পানির তৃষ্ণা লাগলে টয়লেট থেকে আবার পানি তুলে খেয়ে ফেলিস না যেন!"

"যাও ঝুম্পা খালা! আমার সাথে ঠাট্টা করো না!"

আব্বু যদিও বলেছিলেন কিছুই কিনবেন না কিন্তু তারপরেও বালিশ কম্বল মশারি এসব কয়েকটা জিনিস কিনতে হলো। ঝুম্পা সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, তোয়ালে এসব কিছু জিনিস কিনে দিল। সারাদিনই আত্মীয়-স্বজনেরা দেখা করতে এলো, সবাই কিছু না কিছু খাবার নিয়ে এলো তাই খাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হলো না। ঝুম্পা নিশ্চয়ই সবাইকে আগে থেকে সাবধান করে রেখেছিল কেউই গায়ে পড়ে কোনো আলাপ জুড়ে দিলো না, এতোদিন কোথায় ছিল, কেন ছিল এসব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলো না। সবাই ভান করতে লাগলো যেন এটা খুবই স্বাভাবিক—একজন মানুষ যেন ইচ্ছে করলেই তার ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে দশবছরের জন্যে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে।

পরের দিনই ঝুম্পা লাবুর চুল কাটিয়ে স্কুলে নিয়ে গেল ভর্তি করানোর জন্যে। লাবু স্কুলের ভেতর ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা স্কুল?"

"হ্যা।"

কিন্তু আমি গল্প বইয়ে পড়েছি স্কুলের মাঝে অনেক বড় মাঠ থাকে। সেই মাঠে ছেলে মেয়েরা খেলে।"

"ধুর গাধা! ঢাকা শহরে খোলা জায়গা পাবি কোথায়? এখন সব স্কুল এইরকম। ছোট ছোট জেলখানার মতো। কোনোটা একটু ভাল জেলখানা আর কোনোটা একটু খারাপ জেলখানা।"

"তাহলে ছেলে-মেয়েরা খেলবে না?"

"স্কুল হলো লেখাপড়ার জায়গা। আগে লেখাপড়া তারপরে খেলাধুলা।"

"কিন্তু কোথায় খেলবে?"

ঝুম্পা খালা মাথা ঘুরিয়ে কনক্রীটের পার্কিং লটটা দেখিয়ে বললেন, "এইখানে খেলবে?"

"কিন্তু এটা তো পাকা। এখানে তো মাটি ঘাস পর্যন্ত নেই!"

ঝুম্পা খালা হাসির ভঙ্গি করে বললেন, "মাটি ঘাস এসব পাবি তোর জঙ্গলে! আমাদের ঢাকা শহরে সব কংক্রিট!"

লাবু একটু মন খারাপ করে বলল, "মানুষ কংক্রিটে খেলে?"

"খেললেই হয়।"

"কেউ তো খেলছে না।"

"এখন নিশ্চয়ই ক্লাশ হচ্ছে তাই কেউ খেলছে না। ক্লাশ ছুটি হলে খেলবে।"

লাবু ঝুম্পার কথা ঠিক বিশ্বাস করলো কী না বোঝা গেল না, কোনো কথা না বলে ঝুম্পার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে প্রিন্সিপালের রুমে হাজির হলো। প্রিন্সিপাল মোটাসোটা মহিলা, গায়ের রং ফর্সা সবসময়েই হাঁসফাস করছেন, দেখে মনে হয় কেউ বুঝি সারাক্ষণ তার গলা টিপে ধরে রেখেছে, তাই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঝুম্পা আর লাবুকে দেখে কেমন যেন ভুরু কুঁচকে তাকালেন, বললেন, "কী চাই।"

ঝুম্পা বলল, "আমি আগে আপনার সাথে একটা ছাত্রের ভর্তি নিয়ে কথা বলেছিলাম। সেই ছাত্রকে নিয়ে এসেছি—"

প্রিন্সিপালের মনে হয় সত্যি সত্যি নিঃশ্বাস আটকে এলো। চোখ কপালে তুলে বলল, "এখন ছাত্রভর্তি করানো মানে? আমাদের স্কুলে সিটের ক্রাইসিস কেমন জানেন?"

ঝুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি। আপনি বলেছিলেন আপনাদের একটা ডোনেশন সিস্টেম আছে। বড় ডোনেশন দিলে সিট দেয়া যায়।"

ডোনেশনের কথা শোনা মাত্রই মোটাসোটা প্রিন্সিপালের রাগ রাগ মুখটা হঠাৎ কেমন জানি ত্যালত্যালে নরম হয়ে গেল। মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "বসেন বসেন। হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে আপনি আগে একবার এসেছিলেন। বলেছিলেন স্পেশাল একটা ছাত্র নিয়ে আসবেন।"

ঝুম্পা একটা চেয়ার টেনে বসলো, লাবু বসলো ঝুম্পার পাশে। ঝুম্পা লাবুকে দেখিয়ে বলল, "জ্বী। এই হচ্ছে আমার স্পেশাল ছাত্র। রেগুলার স্কুলিং হয় নেই, কিন্তু অসম্ভব ব্রাইট।"

প্রিন্সিপাল তার মুখের ত্যালত্যালে হাসিটা আরো বিস্তৃত করে বললেন, "কোন ক্লাশে জানি দিতে চাইছিলেন?"

"ক্লাশ সেভেন।"

"এইটুকুন ছেলে ক্লাশ সেভেনে? কী বলছেন আপনি?"

"বিশ্বাস না করলে আপনি একটা টেস্ট নিয়ে দেখেন।"

প্রিন্সিপাল মাথা নেড়ে বললেন, "টেস্ট তো একটা নিতেই হবে। স্কুল রেগুলেশান। আমরা এডমিশান টেস্ট ছাড়া বাইরের ছাত্র নেই না।"

লাবু ঝুম্পার কনুই ধরে জিজ্ঞেস করলো, "টেস্ট কেমন করে নেয়?"

"ও কিছু না, কয়টা প্রশ্ন দেবে, তার উত্তর লিখতে হবে।"

প্রিন্সিপাল ত্যালত্যালে মুখে লাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই খোকা, এটা একটা ফর্মালিটিজ!"

লাবু বলল, "আমি ভয় পাচ্ছি না।"

"ভেরি গুড। ভয় না পেলে তো খুব ভাল।" প্রিন্সিপাল তখন তার কলিং বেল টিপে ধরলেন। পাশের রুম থেকে তখন একজন মানুষ এলো, মানুষটার চেহারার মাঝে একটা ইঁদুর ইঁদুর ভাব আছে, ক্রমাগত তার নাকটা কুচকাতে লাগলো, যেন এই ঘরে খুব দুর্গন্ধ!

প্রিন্সিপাল বললেন, "জব্বার, মিস লাইলীকে ডাকো।"

ইঁদুরের মতো চেহারার মানুষটা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই শুকনো খিটখিটে একজন মহিলা এসে ঢুকলেন, গলার স্বর কেমন জানি খনখনে, জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ডেকেছেন ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ, লাইলী। তুমি একটা এডমিশান টেস্ট নাও দেখি।"

"কার এডমিশান টেস্ট?"

"এই যে, এই ছেলেটার।"

"কোন ক্লাশের টেস্ট?"

"ক্লাশ সেভেনের।"

শুকনো খিটখিটে মহিলা ভুরু কুচকে একবার প্রিন্সিপালের দিকে আরেকবার লাবুর দিকে তাকালেন, তারপর ঝুম্পাকে বললেন, "কালকে সকালে নিয়ে আসেন?"

প্রিন্সিপাল বললেন, "না, না—কাল সকালে না। এখনই টেস্ট নিয়ে নেন।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ।" তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "ডোনেশন দিয়ে ভর্তি হবে।"

"অ।" শুকনো খিটখিটে মহিলার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, তখন দেখা গেল তার মাঢ়িগুলোর রং কালো, লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আস আমার সাথে। তুমি এতো ছোট ছেলে ক্লাশ সেভেনে পারবে? তার চাইতে ক্লাশ ফাইভ না হলে সিক্সে ভর্তি হয়ে যাও।"

"না," লাবু মুখ শক্ত করে বলল, "আমার যে ক্লাশে ভর্তি হওয়ার কথা আমি সেই ক্লাশে ভর্তি হব।"

"অ।" শুকনো খিটখিটে মহিলা আবার তার কালো মাড়ি বের করে হেসে বললেন, "ঠিক আছে তাহলে চলো, ক্লাশ সেভেনের টেস্টই নিই।"

এক ঘণ্টার টেস্ট, লাবু পনেরো মিনিট পরে বের হয়ে এলো। ঝুম্পা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কী হলো লাবু?"

"টেস্ট দিয়েছি।"

"সবকিছু লিখেছিস?"

লাবু মাথা নাড়লো। ঝুম্পা ভুরু কুঁচকে বলল, "কিন্তু এক ঘণ্টার টেস্ট তুই পনেরো মিনিটের মাঝে কেমন করে দিলি?"

লাবু কোনো উত্তর না দিয়ে মুখটা একটু বাঁকা করল।

কিছুক্ষণের মাঝেই প্রিন্সিপাল লাবু আর ঝুম্পাকে ডেকে পাঠালেন। প্রিন্সিপালের হাতে লাবুর ভর্তি পরীক্ষার খাতা, খুব গম্ভীর মুখে সেটা দেখছেন। ঝুম্পাকে দেখে মুখটা হাড়ির মতো করে বললেন, "আপনি এই ছেলেকে নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের স্কুল থেকে চলে যান।"

"কেন?"

"সেটা শোনার দরকার নেই। আপনি যত লক্ষ টাকা ডোনেশন দেন আমরা এই ছেলেকে এই স্কুলে ভর্তি করাতে পারব না।"

"কেন?"

"কেন শুনতে চান?" প্রিন্সিপাল মুখ শক্ত করে লাবুর খাতাটা ঝুম্পার দিকে ছুড়ে দিয়ে, বলল, "পড়ে দেখেন কী লিখেছে।"

ঝুম্পা পড়লো, প্রশ্নে লেখা আছে, এই স্কুলে তুমি কেন ভর্তি হতে চাও। স্কুলটি সম্পর্কে তোমার প্রাথমিক মন্তব্য নিজের ভাষায় লিখ।

> *লাবু লিখেছে, আমি এই স্কুলে ভর্তি হতে চাই না। কারণ এইটা মোটেও স্কুলের মতো না, এইটা একটা জেলখানার মতো। আমাকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিলে আমি নিশ্চয়ই চোর হয়ে বের হব। আমার মনে হয় এই স্কুলে অনেক চোর, ডাকাত আছে। কারণ এই স্কুলের প্রিন্সিপাল ঘুষ নিয়ে আমাকে ভর্তি করাতে চান। ঘুষ খাওয়া খুব খারাপ। প্রিন্সিপাল বেশি মোটা তার খাওয়া কমানো দরকার। তা না হলে কোনো একদিন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবেন। মিস লাইলী বেশি শুকনা তার আরো বেশি খাওয়া দরকার। মিস লাইলীর মাড়ি কালো আমি এর আগে কারো কালো মাড়ি দেখি নি। মিস লাইলীর মুখে দুর্গন্ধ তার আরো ভাল করে দাঁত মাজা দরকার।*

ঝুম্পা চোখ কপালে তুলে বলল, "লাবু! তুই এসব কী লিখেছিস?"

লাবু বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"কেউ এইভাবে কিছু লিখে?"

"আমি মিস লাইলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিস লাইলী বলেছেন যা ইচ্ছে হয় তাই লিখতে! আমি তাই লিখেছি।"

প্রিন্সিপাল মেঘ স্বরে বললেন, "আর অংকগুলো দেখেন।"

ঝুম্পা দেখলো, অঙ্কের জায়গায় শুধু অংকের উত্তর লেখা। আর কিছু লেখা নেই।

ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "শুধু উত্তরগুলো লিখেছিস কেন?"

লাবু বলল, "অংক করতে বলে নি। উত্তরটা জানতে চেয়েছে। তাই উত্তর লিখেছি।"

"কিন্তু অঙ্ক না করে মানুষ উত্তর লিখে কেমন করে।"

"একটু একটু করেছি।"

"কোথায় করেছিস?"

"এই যে হাতে।"

ঝুম্পা দেখলো লাবু তার বাম হাতের তালুতে এবং হাতের নানা জায়গায় অংক করে রেখেছে।

প্রিন্সিপাল বললেন, "আপনি যদি এই ছেলেকে অন্য কোথাও ভর্তি করতে পারেন, ভর্তি করেন। গুড লাক।"

ঝুম্পা লাবুর হাত ধরে বলল, "আয় লাবু যাই।"

লাবু উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি এই স্কুলে ভর্তি হব না?"

"না।"

লাবু হাতে কিল দিয়ে বলল, "কী মজা!"

দ্বিতীয় স্কুলটাতে লাবুকে ঝুম্পা সত্যি সত্যি ভর্তি করে দিতে পারলো। তবে দ্বিতীয় দিনেই স্কুল থেকে টেলিফোন করে স্কুলের হেড মিস্ট্রেস লাবুকে নিয়ে যেতে বললেন। ঝুম্পা দৌড়াদৌড়ি করে স্কুলে গিয়ে দেখে লাবু স্কুলের বাইরে গেটে হেলান দিয়ে বসে আছে। ঝুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

লাবু হাসি হাসি মুখ করে বলল, "স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে।"

"কেন?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক বুঝতে পারলাম না—আমি শুধু একটু ইয়ে করেছি।"

"কী করেছিস?"

"মানে আমি ভেবেছিলাম ডাকাত না হলে ছেলে ধরা—"

"কাকে তুই ডাকাত না হলে ছেলে ধরা ভেবেছিস?"

"না মানে আমি বুঝতেই পারি নি—"

"তুই কী বুঝতেই পারিস নি?"

লাবুকে নানাভাবে প্রশ্ন করে এবং স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের সাথে কথা বলে যেটা বোঝা গেল সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। ক্লাশের প্রথম পিরিওডের পর লাবুর বাথরুমে যাবার দরকার হলো। বাথরুম থেকে তার ফিরে আসতে একটু দেরি হয়েছে, ততক্ষণে পরের ক্লাশের স্যার এসে গেছেন। ধর্ম শিক্ষার স্যার, ছেলেদের মারপিট করার অভ্যাস আছে। ক্লাশে ঢুকেই একটা ছাত্রকে কিছু একটা প্রশ্ন করেছেন, ছাত্রটা উত্তর দিয়েছে কিন্তু স্যারের সেই উত্তর পছন্দ হলনা, তখন ছেলেটার চুলের গোছা ধরে টেনে এনে বেদম মার। লাবু এতোকিছু জানে না, বাথরুম থেকে ক্লাশে আসতে আসতে দেখলো ভয়ংকর চেহারার একজন মানুষ একটা ছেলেকে মারছে। ভয়ংকর চেহারার একজন মানুষ যে স্কুলের টিচার হতে পারে সেটা একবারও লাবুর মাথায় এলো না। সে ধরেই নিল, কীভাবে কীভাবে জানি একটা ডাকাত না হয় ছেলেধরা ক্লাশের ভেতর ঢুকে গেছে ক্লাশের একটা ছেলেকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে।

লাবুর মনে হলো যেভাবে হোক এই ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে, তাই সে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা না করে পিছন থেকে ছুটে এসে মানুষটার গলা ধরে ঝুলে পড়লো। ধর্মশিক্ষার স্যার কখনোই এরকম একটা কিছুর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, এতো অবাক হলেন সেটা আর বলার মতো না, ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে গলা ধরে ঝুলে থাকা লাবুকে ছোটানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। লাবু তাকে ছাড়ল না, তাকে পিঠে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে টেবিলে পা বেধে তিনি হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গেলেন। পড়ার সময় টেবিলের কোণায় তার মাথা লেগে সেই জায়গাটা গোল আলুর মতো ফুলে উঠলো। পড়ে যাবার পরেও লাবু তাকে ছাড়ল না, মেঝেতে ঠেসে ধরে রেখে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো।

আশে পাশের ক্লাশ থেকে অন্যান্য স্যার ম্যাডাম ছুটে এলেন, লাবুকে টেনে আলাদা করা হলো এবং ঠিক কী ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করা হলো। খুব একটা

লাভ হলো না, মোটামুটি সবাই ধরে নিল লাবুর মাথায় গোলমাল আছে। সাথে সাথেই তাকে টিসি দিয়ে বিদায় করে দিয়ে হেড মিস্ট্রেস ঝুম্পাকে ফোন করলেন।

ঝুম্পা লাবুর হাত ধরে বাসায় নিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা লাবু, তুই আমাকে বোঝা কোন আক্কেলে তুই ঐ মানুষটার গলা ধরে ঝুলে পড়লি?"

"আমি ভেবেছি ছেলেধরা।"

"ছেলেধরা হলেই গলা ধরে ঝুলে পড়বি? তুই কী একটা গুণ্ডাপাণ্ডা ছেলেধরার সাথে মারপিট করে পারবি?"

"আমি ভেবেছিলাম আমি ধরার পরে অন্য সবাই এসে ধরবে।"

"ধরেছিল?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "না ধরে নাই।"

"তাহলে তুই কী শিখলি?"

"কিছু শিখি নাই।"

"শিখতে হবে। এখান থেকে তোকে শিখতে হবে যে যাকে তুই চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ ভাবছিস সে চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ নাও হতে পারে। আর যদি হয়েও থাকে তাহলে তুই পেছন থেকে গলা ধরে ঝুলে পড়বি না।"

"তাহলে কী করব?"

"কিছু একটা করতেই হবে কে বলেছে?" এই দুনিয়ার সব চোর ডাকাত ছেলে ধরাদের ধরার দায়িত্ব তোর না। তার জন্যে অন্য লোক আছে। পুলিশ মিলিটারি বি ডি আর আছে। ঠিক আছে?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

তিন নম্বর স্কুলে ভর্তি করার পর ঝুম্পা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল যে দুই তিনদিনের ভেতর টেলিফোন আসবে। টেলিফোন এলো প্রথম দিনেই। স্কুল থেকে একজন ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তাড়াতাড়ি আসেন স্কুলে।"

ঝুম্পা আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল, বলল, "কী হয়েছে?"

"সেটা বর্ণনা করতে পারব না। আসেন, নিজের চোখে দেখেন।"

ঝুম্পা তক্ষণি বের হয়ে ছুটতে ছুটতে স্কুলে গেল। শহরে সম্ভ্রান্ত এলাকায় সম্ভ্রান্ত একটা স্কুল। স্কুলের বাইরেই অনেক মানুষের ভিড়। সবাই মাথা উঁচু করে উপরে তাকিয়ে আছে। ঝুম্পাও উপরে তাকালো এবং দৃশ্যটা দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঢাকা শহরে বড় গাছ বলতে গেলে নেই, এই স্কুলের ভেতরে

একটা বিশাল গাছ আছে। সেই গাছের একেবারে মগডালে সরু লিকলিকে একটা ডালে দুই পা বাধিয়ে লাবু উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। শুধু যে ঝুলে আছে তাই না সে আস্তে আস্তে দুলছে।

ঝুম্পা কী করবে বুঝতে পারল না, ফ্যাকাসে মুখে স্কুলের ভেতর ঢুকলো, সেখানে প্রায় সব ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ছেলেকে কয়েকজন শিক্ষক জেরা করছে এবং ছেলেটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদছে। ঝুম্পা শুনলো একজন শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কী হলো?"

ছেলেটা বলল, "একবার তো বলেছি কী হল।"

"আবার বল।"

ছেলেটা শার্টের হাতা দিয়ে নাক মুছে বলল, "আমি বললাম তুই পারবি না। এই গাছে ওঠা এতো সোজা না। তখন পাগলা ছেলেটা বলল, একশবার পারব।"

"তারপর কী হল?"

"আমি বললাম তুই পারবি না। পাগলা ছেলেটা বলল, আমি গাছে উঠে উল্টা হয়ে ঝুলে থাকতে পারব। আমি বললাম পারবি না, তখন—"

"তখন কী?"

"তখন ছেলেটা বান্দরের মতো এই গাছটার উপরে উঠে গিয়ে উল্টা হয়ে ঝুলে আছে।" কথা শেষ করে ছেলেটা আবার ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে লাগলো।

ঝুম্পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি এই ছেলেটার খালা।"

সাথে সাথে সবাই ঘুরে ঝুম্প'র দিকে তাকালো। রাগী রাগী চেহারার একজন ভদ্রমহিলা কাছাকাছি এসে চশমার উপর দিয়ে ঝুম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি এর গার্জিয়ান?"

"জ্বী।"

"আমি হেড মিস্ট্রেস।"

"ও।"

"আপনি আপনার ছেলেকে এখান থেকে নামিয়ে নিয়ে যান। আর আনতে হবে না। অফিসে টি সি-টা টাইপ করা হচ্ছে, যাবার সময় নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা।"

“যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি বলব, একে ঘরের ভেতর তালা মেরে রাখবেন। যদি কোনো একসিডেন্ট হয় তাহলে দোষ হবে আমাদের—কিন্তু আপনি বলেন, এরকম ছেলের সেফটির গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে?”

ঝুম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। বলল, “না, পারে না।”

“আপনি একে নামান। নামিয়ে নিয়ে যান।”

ঝুম্পা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় ডাকলো, “লাবু!”

লাবু মাথা ঘুরিয়ে নিচে তাকালো, অনেক মানুষের মাঝে ঝুম্পাকে মনে হয় ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, ঝুম্পা আবার হাত তুলে ডাকলো, “লাবু।”

লাবু এবারে ঝুম্পাকে দেখতে পেল, সাথে সাথে তার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠে, চিৎকার করে বলল, “দেখো কী মজা ঝুম্পা খালা।” কথা শেষ করে সে আরো জোরে জোরে দুলতে থাকে। নিচে যারা ছিল সবাই তখন একটা ভয়ের মতো শব্দ করল।

ঝুম্পা চিৎকার করে বলল, “লাবু! নেমে আয় এক্ষুণি নিচে নেমে আয়।”

“কেন?”

“কেন মানে? তুই গাছের মাঝে ঝুলে থাকবি নাকি? নিচে নেমে আয় বলছি। এক্ষুণি নিচে নেমে আয়।”

“আর একটু ঝুম্পা খালা।”

ঝুম্পা চিৎকার করে বলল, “না। এক্ষুণি নেমে আয়।”

লাবু খুব মন খারাপ করে দুলে দুলে আরেকটা ডাল হাত দিয়ে ধরে ঘুরপাক খেয়ে নিচে নামতে থাকে। বানর যেভাবে ডাল থেকে ডালে লাফ দেয় ঠিক সেভাবে তরতর করে সে চোখের পলকে নিচে নেমে আসে। যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা অবাক হয়ে এক ধরনের শব্দ করলো, এর আগে তারা কখনো এরকম কিছু দেখেনি।

লাবু ঝুম্পার কাছে এগিয়ে এসে বলল, “কী সুন্দর গাছটা দেখেছ ঝুম্পা খালা! উপরে একটা পাখির বাসা আছে, দুইটা ছোট ছোট ডিম। পাখির মা আমাকে দেখে প্রথমে—”

ঝুম্পা লাবুকে থামিয়ে বলল, “লাবু, এই দেখেছিস এখানে কতোজন দাঁড়িয়ে আছে?”

“লাবু মাথা ঘুরিয়ে সবাইকে দেখে বলল, “হ্যাঁ।”

"কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে জানিস?"

"কেন?"

"তুই বানরের মতো গাছে উল্টা হয়ে ঝুলে আছিস সেটা দেখার জন্যে!"

লাবু অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে বলল, "যাও!"

ঝুম্পা মুখ শক্ত করে বলল, "তোদের স্কুল থেকে ফোন করে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন জানিস?"

"কেন?"

"তোকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

লাবুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

লাবু হাসি হাসি মুখে বলল, "এই স্কুল থেকেও আমাকে বের করে দিয়েছে? কী মজা! তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি!"

লাবু যখন ব্যাগটা আনতে গেল তখন ঝুম্পা হেড মিস্ট্রেসকে বলল, "ম্যাডাম, প্লীজ আপনি একটু ভেবে দেখেন, একে রাখতে পারেন কী না! যেখানে আগে ছিল সেখানে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতো। এখানে এতো সুন্দর একটা গাছ দেখে লোভ সামলাতে পারে নি।"

হেড মিস্ট্রেস কঠিন মুখ করে বললেন, "যারা বনে জঙ্গলে বড় হয় তাদের বনে জঙ্গলেই থাকা উচিত। আমার এই স্কুল জংলীদের জন্যে না। আই এম সরি।"

ঝুম্পা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, কী হবে বলে?

৫. সাতদিনের চুক্তি

আব্বু বললেন, "ঝুম্পা, তুমি আর কতবার চেষ্টা করবে?"

ঝুম্পা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কোলের ওপর রাখা প্লেট থেকে ভাত মুখে দিয়ে বলল, "যতবার দরকার।"

আব্বু বললেন, "তোমার ধৈর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, ঝুম্পা। তুমি তোমার আপুর মতো না। লাবুর মায়ের একটুও ধৈর্য ছিল না।"

"আমারও ধৈর্য খুব বেশি না জামান ভাই। কিন্তু এই কারণটার জন্য একটা ধৈর্য দেখাচ্ছি।"

লাবু একটা মুরগির হাড় চিবাতে চিবাতে বলল, "কোন কারণটা?"

"তোকে স্কুলে ভর্তি করানো।"

"অ।"

আব্বু লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই যদি আরেকটু চেষ্টা করতি তাহলে তোর ঝুম্পা খালার এতো পরিশ্রম হতো না। প্রত্যেকদিন একটা করে নূতন স্কুলে ভর্তি করাতে হচ্ছে—"

ঝুম্পা বলল, "লাবুকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। সে তার মতোন করে চেষ্টা করছে। তার পুরা জীবন কাটিয়েছে জঙ্গলে, গাছের উপর বসে। হঠাৎ করে তাকে এই স্কুলে বন্দি করা কী সোজা কথা।"

আব্বু বললেন, "যদি না কোনো স্কুলে ভর্তি?"

"পারবনা কেন। একশবার পারব। খুঁজে খুঁজে একটা স্কুলও কী পাব না যেখানে লাবু থাকতে পারবে? অন্যেরা স্কুলে যায় লেখাপড়া করার জন্যে, লাবু তো লেখাপড়ার জন্যে যাবে না।"

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কী জন্যে যাবে?"

"বন্ধু বান্ধবের সাথে সময় কাটানোর জন্যে যাবে। সারা জীবন একা একা ছিল, দশজনের সাথে কেমন করে থাকতে হয় সেটা শিখতে হয় না? লেখাপড়া তো লাবু জানেই!"

আব্বু হাসতে হাসতে বললেন, "চল ঝুম্পা আমরা লাবুকে বিয়ে দিয়ে দিই। ছোটখাটো দেখে সুন্দর একটা বউ খুঁজে নিয়ে আসি—"

লাবু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।"

ঝুম্পা বাম হাত দিয়ে লাবুর চুলের গোছা ধরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলল, "এতো জোর দিয়ে বলিস না!। আরেকটু বড় হলে দেখব কী বলিস? তখন দেখিস মেয়েদের পেছনে পেছনে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করবি।"

লাবু বলল, "কক্ষণো না।"

"তুই যেরকম বানরের মতো গাছে গাছে লাফ-ঝাপ দিস—তোর জন্যে দরকারও সেরকম একটা মেয়ে। বাঁদরী টাইপের। দুইজনে মিলে গাছে গাছে বাঁদরামো করবি।"

লাবু মুখ শক্ত করে বলল, "ভাল হবে না কিন্তু ঝুম্পা খালা। একদম ভাল হবে না—"

ঝুম্পা লাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে যা! আর কিছু বলব না। কিন্তু মনে থাকে যেন।"

"কী মনে থাকে যেন?"

"কালকে আবার নূতন একটা স্কুলে।"

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কোন স্কুল?"

ঝুম্পা হাসার ভঙ্গি করে বলল, "মাটির কাছাকাছি একটা স্কুল!"

পরদিন মাটির কাছাকাছি স্কুলের গেটে ঝুম্পা লাবুর সামনে উবু হয়ে বসে বলল, "আয় তুই আর আমি একটা চুক্তি করি।"

"কিসের চুক্তি?"

"তুই যদি এই স্কুলে সাত দিন টিকতে পারিস তাহলে তোকে একটা কম্পিউটার কিনে দেব।"

"কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার কাছে কম্পিউটার কেনার টাকা আছে?"

"ধার কর্জ করে কিনে ফেলব।"

"সাত দিন টিকলেই হবে!"

"হ্যাঁ"। ঝুম্পা বলল, "যদি সাতদিন টিকতে পারিস তাহলে মোটামুটিভাবে টিকে যাবি! প্রথম সাতদিন সবচেয়ে কঠিন।"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"কী করতে হবে বল দেখি?"

লাবু মাথা চুলকালো, বলল, "গাছে উঠব না, মারপিট করব না—"

ঝুম্পা বলল, "শুধু গাছে ওঠা আর মারপিট না, ধরে নে তুই কোনো কিছু করবি না। তোর যত খারাপ লাগুক, যত কষ্ট হোক, যত অসহ্য মনে হোক একেবারে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করবি। কোনো রকম পাগলামো করবি না, কোনো রকম উল্টা পাল্টা জিনিস করবি না। রাগ হবিনা, মেজাজ গরম করবি না। সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় থাকবি। যখন অসহ্য মনে হবে তখন হাসি হাসি মুখে নিজেকে বোঝাবি, মাত্র সাত দিন। সাত বছর না, সাত মাসও না, সাত সপ্তাহও না। মাত্র সাত দিন। মনে থাকবে?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "মনে থাকবে।"

"গুড বয়। যা।"

লাবু তার ব্যাগটা নিয়ে তার চার নম্বর স্কুলে ঢুকে গেল।

আগের স্কুলগুলো থেকে এটা অন্যরকম, ভেতরে পুরোপুরি মাঠ না থাকলেও একটু দৌড়াদৌড়ি করার মতো জায়গা আছে। মাঠের পাশে কয়টা বড় বড় গাছ আছে। কিছু ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে সত্যি সত্যি মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে। লাবুর ক্লাশ রুমটা এক কোণায়, সেখানে ঢুকে সে মাঝামাঝি একটা বেঞ্চে তার ব্যাগটা রেখেছে তখন গাট্টাগোট্টা একটা ছেলে হই হই করে উঠে বলল, "এই এই এইখানে বসছিস কেন?"

লাবু বলতে যাচ্ছিল, "বসলে কী হবে?" কিন্তু তার ঝুম্পা খালার কথা মনে পড়ল, সে কোনো উল্টাপাল্টা কাজ করবে না। ব্যাগটা হাতে নিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, "তুমি যদি না চাও, আমি এখানে বসব না। অন্য খানে বসব।"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, চোখ বড় বড় করে বলল, "হ্যাঁ। অন্যখানে না বসলে তোর খবর আছে।"

"কী খবর?"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, "খবর আছে মানে জানিস না?"

"উহুঁ। জানি না।"

"জঙ্গল থেকে এসেছিস নাকি?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "আসলেই আমি জঙ্গল থেকে এসেছি।"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা মুখ শক্ত করে বলল, "খবরদার আমার সাথে ইয়ারকি মারবি না।"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল "মারব না" তারপর জোর করে মুখটা হাসি হাসি করে গাট্টাগোট্টা ছেলেটার দিকে তাকালো।

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা এবারে সত্যি সত্যি থতমত খেয়ে গেল, খানিকক্ষণ লাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল সে সত্যি সত্যি তার সাথে ইয়ারকি মারছে কী না। গলার স্বরটা একটু নরম করে বলল, "তুই আসলেই আমার সাথে ইয়ারকি মারছিস না?"

"উহুঁ।"

"তুই আসলেই জঙ্গল থেকে এসেছিস?"

লাবু মাথা নাড়ল।

"যেখানে বাঘ ভাল্লুক থাকে সেই রকম জঙ্গল?"

লাবু হেসে ফেলল, বলল, " না, বাঘ ভাল্লুক নেই। অনেক বানর আছে, পাখি আছে, সাপ আছে, হরিণ আছে। হাতিও নাকি আসে মাঝে মাঝে তবে আমি দেখি নি। একবার একটা চিতাবাঘ দেখেছিলাম—"

লাবুর কথা শুনে কয়েকজন কাছাকাছি এগিয়ে এলো, একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি তুমি চিতাবাঘ দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ভয় করে নি?"

"নাহ্। ভয় করবে কেন?"

"চিতাবাঘ যদি তোমাকে খেয়ে ফেলতো?"

লাবু হি হি করে হাসলো, বলল, "ধুর! চিতা বাঘ আমাকে খাবে কেন?"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ লাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই আসলে গুল মারছিস, তাই না?"

"গুল মারছি?"

মেয়েটা বুঝিয়ে দিল, "গুল মারা মানে মিথ্যে কথা বলা।"

লাবু অবাক হয়ে বলল, "মিথ্যা কথা বলব কেন?"

"সত্যি কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ।"

"তুই আমাদের কাছে প্রমাণ করতে পারবি যে তুই সত্যি কথা বলছিস? প্রমাণ করতে পারবি যে তুই আসলেই জঙ্গল থেকে এসেছিস?"

লাবু খানিকক্ষণ ভেবে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমার আব্বুকে জিজ্ঞেস করে দেখ। আমার একজন ঝুম্পা খালা আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা বলল, "তোর আব্বুকে আর খালাকে আমি কোথায় পাব—"

লাবু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোদের এখানে গাছ আছে না?"

"গাছ? কেন?"

"যদি গাছ থাকে তাহলে আমি গাছে উঠে দেখাতে পারি। আমি যে কোনো গাছে উঠতে পারি—"

"সত্যি।"

"হ্যাঁ।"

"ওঠে দেখা।"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "এখন দেখাতে পারব না। সাত দিন পরে।"

"কেন? সাত দিন পরে কেন?"

লাবু বলল, "এইটা আমার চার নম্বর স্কুল। এই স্কুলে যদি আমি সাত দিন থাকতে পারি তাহলে আমার ঝুম্পা খালা আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেবে।"

"সাত দিন?" মেয়েটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সাত দিন থাকলেই কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

লাবু দাঁত বের করে হাসল, বলল, "আমাকে আমার আগের সব স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে তো!"

"বের করে দিয়েছে?" এবারে আরো অনেক ছেলেমেয়ে লাবুর কাছাকাছি এগিয়ে আসে, "কেন বের করে দিয়েছে?"

লাবু ঠোঁট উল্টে বলল, "নানা রকম কারণ। একবার হেড মিসট্রেসকে মোটা বলেছিলাম। একবার একজন টিচারের পিঠে ঝুলেছিলাম, আরেকবার একটা গাছে ওঠেছিলাম এই রকম কারণ!"

লাবুকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখে মুখে খানিকটা বিস্ময় ফুটে ওঠে। লাবু বলল, "এই জন্যে এক সপ্তাহ আমাকে খুব শান্ত শিষ্ট থাকতে হবে। তাহলেই কম্পিউটার!"

মেয়েটা বলল, "ইস! কী মজা!"

লাবু বলল, "এক সপ্তাহ পার হোক তারপর তোদের গাছে উঠে দেখাব। একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছে লাফ দিয়ে দেখাব।"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা লাবুর দিকে তাকিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোর নাম কী?"

"লাবু।"

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা হি হি করে হেসে বলল, "কী আজব নাম! লাবু! লাবু না রেখে লেবু রেখে দিলেই হতো। তাহলে তোকে চিপে রস বের করে ফেলতাম।"

মেয়েটা গাট্টাগোট্টা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখ বল্টু—তোর নাম হচ্ছে বল্টু, আর তুই কী না অন্যদের নাম নিয়ে হাসাহাসি করিস?"

বল্টু বলল, "কেন, বল্টু নামটা খারাপ নাকি?"

"খারাপ হবে কেন, তোর চরিত্রের সাথে মিলিয়ে নাম রাখতে হলে এই নামই দরকার। বল্টু। প্যাচ কাটা বল্টু হলে আরো মানাতো।"

"ফাজলামো করবি না। তোর নিজের নামটা এমন কোনো রসগোল্লার মত নাম না। ঝিলিমিলি! ঝিলিমিলি কোনো নাম হয়? পানের দোকানের নাম হয় ঝিলিমিলি।"

মেয়েটা মুখ শক্ত করে বলল, "আমার নাম ঝিলিমিলি না। আমার নাম মিলি।"

"একই কথা।"

"মোটেই এক কথা না। মিলি আর ঝিলিমিলি এক কথা না।"

নাম নিয়ে ঝগড়া আরো কিছুক্ষণ হতো বলে মনে হয় কিন্তু ঠিক তখন ঘন্টা পড়ে গেল। বল্টু তখন বলল, "লেবু তুই যদি চাস তাহলে আমার কাছে বসতে পারিস।"

মিলি বলল, "তুই ওর পাশে বস না, তোমাকে সারাক্ষণ জ্বালাতন করবে। তুমি এইখানে বস।"

প্রথম দিনই একটা মেয়ের কাছে বসা ঠিক হবে কী না লাবু বুঝতে পারছিল না, তবু কী ভেবে সে মেয়েটার কাছেই বসল। মেয়েটার নাম মিলি হলেও তার মাঝে আসলেই একটা ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ভাব আছে।

মিলির কাছে বসে অবশ্যি লাবুর একটা লাভ হল। প্রত্যেক ক্লাশ শুরুর আগে মিলি সেই ক্লাশের স্যার না হয় ম্যাডাম সম্পর্কে লাবুকে একটা ধারা বর্ণনা দিয়ে গেল। অংক ক্লাশের আগে বলল, "আমাদের অংক স্যার হচ্ছে মহা ধুরন্ধর। স্যারের নাম হচ্ছে জাকারিয়া কিন্তু সবাই ডাকে টাকুরিয়া তার কারণ স্যারের মাথায় বিশাল টাক। স্যারের মাথায় [illegible] মিলিয়ে ঊনত্রিশটা চুল আছে, স্যার সেই ঊনত্রিশটা চুল খুব যত্ন করে মাথার উপরে সাজিয়ে রাখে! তার ধারণা এই ঊনত্রিশটা চুল দিয়েই বুঝি মাথা ঢেকে রাখা যায়। এই স্যার কী রকম ধুরন্ধর তুই কল্পনা করতে পারবি না, সোজা সোজা অংকগুলো ক্লাশে কঠিন করে পড়ায় যেন আমরা কেউ বুঝতে না পারি। কেন সেটা করে জানিস? সেটা করে যেন আমরা তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়ি। প্রাইভেট পড়লে সে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। যারা তার কাছে পড়ে পরীক্ষার আগে স্যার তাদেরকে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো বলে দেয়। তারা সবাই পরীক্ষায় একশ [illegible] আশি নব্বুই পায় আর যারা পড়ে না তারা পায় বিশ ত্রিশ! কাজেই তুই যদি অংক পরীক্ষায় পাশ করতে চাস তাহলে স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তে যাস! ঠিক আছে?"

লাবু ব্যাপারটা ঠিক করে বুঝলো না কিন্তু তারপরও সব কিছু বুঝেছে সেরকম ভান করে মাথা নাড়ল।

সমাজপাঠ ক্লাশের আগে মিলি বলল, "সমাজ স্যারের আসল নাম এখন আর কেউ জানে না, সবাই তাকে ডাকে ব্যাটারি স্যার। ব্যাটারি কেন ডাকে জানিস? তার কারণ স্যারের চেহারা হুবহু ব্যাটারির মতো। স্যার বেঁটে আর গোল, মাথাটা শরীরের ওপর ফিট করা, কোনো গলা নাই। গলা নাইতো, সেজন্যে ব্যাটারি স্যার মাথা ঘোরাতে পারে না, যখন মাথা ঘুরিয়ে কিছু দেখতে চায় তখন সারা শরীর ঘোরাতে হয়। ব্যাটারি স্যার পড়াতে পড়াতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে কিন্তু কেউ তার পড়ানো শুনে না! স্যার কী বলতে কী বলে ফেলেন নিজেই জানেন না!"

বিজ্ঞানের ক্লাশের আগে মিলি গলা নামিয়ে বলল, "এই ক্লাশটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। এইটা হচ্ছে রাক্ষুসি ম্যাডামের ক্লাশ। রাক্ষুসি ম্যাডামের আসল নাম সুলতানা ম্যাডাম। কিন্তু এই ম্যাডাম আসলেই রাক্ষুসি, তোকে ধরে এক গ্লাস পানি দিয়ে কপাৎ করে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। তোর দিকে তাকিয়ে তোর শরীরের সব রক্ত সুড়ুৎ করে চুষে খেয়ে ফেলবে, তখন তোর শরীরটা একটা ছিবড়ের মতো পড়ে থাকবে। এই ম্যাডামের ক্লাশের সময় কথা বলা দূরে থাকুক নিঃশ্বাস নেয়াও নিষেধ। দম আটকে বসে থাকবি, ক্লাশ শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়লে নিঃশ্বাস নিবি। মনে থাকবে তো?"

লাবু মাথা নেড়ে জানালো তার মনে থাকবে।

ইংরেজি ক্লাশের আগে মিলি হাসি মুখে বলল, "আমাদের ইংরেজি স্যার হচ্ছে জোকার স্যার। আসল নাম জোয়ারদার আমরা শর্ট কাট করে ডাকি জোকার। এই স্যারের আসলে মাথা খারাপ। স্যারের মাথার ঠিক মাঝখানে কামিয়ে সেইখানে স্যার সবুজ রংয়ের একটা মলম লাগান। এই মলম না লাগালে স্যার ক্লাশে এসে তিড়িং বিড়িং করে লাফান। মলম লাগানো থাকলে ঠিক আছে। তখন স্যার খুব শান্ত হয়ে চেয়ারে পা তুলে বসে বসে নাকের লোম ছিড়েন। স্যারের নাকের লোম ছেড়ার দৃশ্যটা খুব ইন্টারেস্টিং। খুব যত্ন করে একটা লোম ধরেন তারপর একটা হ্যাচকা টান দেন আর লোমটা পটাং করে ছিড়ে আসে। লোম ধরে টানাটানি করেন দেখে স্যারের নাকটা সবসময় লাল হয়ে থাকে। টমেটোর মতো লাল।"

বাংলা ক্লাশ শুরুর আগে বলল, "এই ম্যাডামের নাম হচ্ছে রুখসানা ম্যাডাম। রুখসানা ম্যাডাম হচ্ছে পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে সুইট আর সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে মজার আর সবচেয়ে হাসিখুশি আর সবচেয়ে ফাটাফাটি ম্যাডাম। এই ম্যাডাম আছে বলে আমরা সবাই এখনো টিকে আছি। এই স্কুলে যদি রুখসানা ম্যাডাম না থাকতো তাহলে এতদিনে আমরা কেউ পাগল হয়ে যেতাম কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যেতাম, কেউ মার্ডারার হয়ে যেতাম! পৃথিবীতে রুখসানা ম্যাডামের মতো ম্যাডাম আর একজনও নেই! কোনোদিন ছিল না। কোনোদিন থাকবেও না।"

মিলির ধারা বর্ণনা শুনে লাবু সোজা হয়ে বসল। এর আগে সে যতগুলো স্যার আর ম্যাডামের বর্ণনা দিয়েছে সব একেবারে হুবহু মিলে গেছে। কাজেই এটাও যে মিলে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লাবু খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো রুখসানা ম্যাডামের জন্য।

মিলি যদিও দাবি করেছিল রুখসানা ম্যাডাম হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর ম্যাডাম কিন্তু লাবু দেখলো আসলে রুখসানা ম্যাডামের চেহারা একেবারেই সাধারণ, শ্যামলা গায়ের রং হলকা পাতলা, বয়স খুব বেশি না। মুখের মাঝে খুব মিষ্টি এক ধরনের হাসি দেখলেই মনে হয় রুখসানা ম্যাডাম এমন একটা মজার জিনিস জানেন যেটা আর কেউ জানে না!

রুখসানা ম্যাডাম ক্লাশে ঢুকতেই সবাই এক সাথে একটা আনন্দের মতো শব্দ করল! রুখসানা ম্যাডাম সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের কী খবর?"

সবাই এক সাথে বলল, "ভাল!"

"কতটুকু ভাল!"

"অনেকখানি ভাল।"

"ভেরি গুড। নূতন কোন খবর আছে?"

"নাই ম্যাডাম।"

মিলি বলল, "আমাদের ক্লাশে নূতন একজন ছেলে এসেছে ম্যাডাম।"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "তাই নাকি? কোথায়?"

"লাবু তখন ওঠে দাঁড়াল।"

"ভেরি গুড। তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

লাবু কিছু বলার আগেই বল্টু বলল, "জঙ্গল থেকে এসেছে ম্যাডাম। লাবু আগে জঙ্গলে থাকতো। বাঘ ভালুকের সাথে!"

ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে বললেন, "বাঘ ভালুকের সাথে?"

লাবু মাথা নাড়ল, "না ম্যাডাম। বাঘ ভালুকের সাথে না। তবে আমি আর আব্বু একটা পাহাড়ে থাকতাম, সেখানে বড় জঙ্গল ছিল।"

"হাউ ইন্টারেস্টিং! আর তোমার মা ভাই বোন?"

"আমার আর ভাইবোন নেই, মাও নেই। মারা গেছেন।"

"আহা—" ম্যাডামের মুখটা দুঃখী দুঃখী হয়ে গেল। দেখে বোঝা যাচ্ছে সত্যি সত্যি মনটা খারাপ হয়ে গেছে। রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "মা ব্যাপারটা খুব জরুরি। যারা মা ছাড়া বড় হয় তাদের জীবনটা অন্যরকম হয়।"

লাবু কী বলবে বুঝতে না পেরে বসে পড়ল। রুখসানা ম্যাডাম ক্লাশের সামনে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "তোমরা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার নাম শুনেছ?"

কেউ কেউ মাথা নাড়ল, তখন ম্যাডাম বললেন, "আমাদের দেশের খুব বড় ভাষা বিজ্ঞানী ছিলেন। খুব জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, সবাই তাকে বলতো জ্ঞান তাপস। আমার মনে হয় সারা পৃথিবীর মাঝে মা সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর কথা বলেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ!"

বেশ কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, "কী বলেছেন ম্যাডাম?"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "বলেছেন পৃথিবীর সব মানুষের তিন রকম মা থাকে। একরকম মা হচ্ছে জন্মদাত্রী মা। যে মা সন্তানকে জন্ম দেয়। আরেক রকম মা হচ্ছে মাতৃভাষা, যে ভাষায় একজন কথা বলে। আর একটি মা হচ্ছে দেশ মাতৃকা— যে দেশটি হচ্ছে তোমার মাতৃভূমি। কী সুন্দর না কথাটি?"

অন্য কোন মানুষ এই কথাগুলো বললেই কথাগুলো হয়তো অন্যরকম শোনাতো কিন্তু রুখসানা ম্যাডামের মুখে কথাগুলো শুনালো খুব সুন্দর। কে জানে কোনো কোনো মানুষের হয়তো জন্মই হয়েছে সুন্দর কথাগুলো আরো সুন্দর করে বলার জন্যে। রুখসানা ম্যাডাম লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার জন্মদাত্রী মা নেই—এখনো কিন্তু আরো দুটি মা আছেন। তাই না?"

লাবু মাথা নাড়ল। ম্যাডাম বললেন, "নিজের মায়ের জন্যে তোমার যা যা করার কথা ছিল মাতৃভাষা আর দেশ মাতৃকার জন্যে তোমার কিন্তু সেগুলো করতে হবে। ঠিক আছে?"

মাতৃভাষা কিংবা দেশ মাতৃকার জন্যে কেমন করে কিছু করতে হয় সে সম্পর্কে লাবুর এইটুকুন ধারণা নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

৬. পাখির ছানা

ঝুম্পা খালা লাবুর হাত ধরে বাসায় ফিরছিল, হাটতে হাটতে জিজ্ঞেস করল, "আজকে স্কুলে কিছু শিখেছিস লাবু?"

"শিখেছি।"

"কী শিখেছিস?"

"কেমন করে নাকের লোম ছিড়তে হয়।"

"কী বললি?"

"কেমন করে নাকের লোম ছিড়তে হয়।"

"ফাজলেমি করবি না।"

"সত্যি বলছি ঝুম্পা খালা। স্কুলে একজন স্যার আছে তার মাথা খারাপ। মাথার মাঝখানে একটু কামিয়ে সেখানে সবুজ রংয়ের একরকম মলম লাগান হয়। সেই মলম না লাগালে স্যার তিড়িং বিড়িং করে লাফান।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, আর মলম লাগালে স্যার শান্ত হয়ে চেয়ারে বসে বসে নাকের লোম ছিড়েন। আমি দেখাব ঝুম্পা খালা—"

"থাক আর দেখাতে হবে না।"

দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যায়, ঝুম্পা খালা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, তোর কী মনে হয় লাবু? তুই কী টিকতে পারবি এক সপ্তাহ?"

"দেখি।"

"হ্যাঁ। চেষ্টা করে দেখ। তোর লেখাপড়া নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই—কিন্তু সোশাল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমার খুব চিন্তা। তাই যত তাড়াতাড়ি পারিস দুই চারজন বন্ধু বানিয়ে ফেল।"

লাবু বড় মানুষের মতো ভঙ্গি করে বলল, "বন্ধু কী আর ডিম মামলেট যে আমার যতবার ইচ্ছে হল ততবার বানিয়ে ফেলব?"

ঝুম্পা হি হি করে হেসে বলল, "ভালই বলেছিস। ডিম মামলেট! তাই বলে চেষ্টা করা ছেড়ে দিস না। চেষ্টা করিস।"

"কেমন করে চেষ্টা করব? আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি আগে কোথায় ছিলাম, বলেছি জঙ্গলে, তখন সবাই একরকম বড় বড় চোখ করে তাকায়!"

"তাকাতেই পারে। কয়জন মানুষ আর জঙ্গল থেকে আসে!"

লাবু বলল, "ঝুম্পা খালা, তুমি বলেছ এক সপ্তাহ থাকতে। আমি কষ্টমষ্ট করে এক সপ্তাহ থাকব, তারপরে কিন্তু আর থাকতে পারব না।"

"আগেই না বলিস না। আগে চেষ্টা করে দেখ—"

লাবু বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মনে হয় পারব না ঝুম্পা খালা। কার সাথে কী নিয়ে কথা বলব সেটাই বুঝতে পারি না। একটা বানরের বাচ্চা না হলে একটা পাখির বাচ্চা থাকলে আমি কথা বলতে পারি—কিন্তু মানুষের বাচ্চার সাথে কী নিয়ে কথা বলব বুঝতে পারি না!"

লাবু যদিও ভেবেছিল এই স্কুলে তার বন্ধু বান্ধব হবে না—কিন্তু পরের দিন একটা ঘটনায় সবকিছু পাল্টে গেল।

সকাল বেলায় লাবু স্কুলে গিয়েছে একটু মন খারাপ করেই, সারাদিন কেমন করে এখানে থাকবে ভেবে লাবু কাবু হয়ে আছে। রুখসানা ম্যাডামের ক্লাশ ছাড়া অন্য সব ক্লাশ রীতিমতো অসহ্য!

ক্লাশ শুরু হতে দেরি আছে, সবাই গল্পগুজব করছে, কেউ কেউ ছোটাছুটি করছে, কেউ কেউ খেলছে। লাবু একটু মন মরা হয়ে হাটাহাটি করছে, ঠিক তখন স্কুলের এক কোণায় একটা ছোট ছেলে চিৎকার করে বলল, "পাখির বাচ্চা! পাখির বাচ্চা!"

সবাই তখন পাখির বাচ্চা দেখতে ছুটে গেল। স্কুলের ভেতর একটা বিশাল ঝাপড়া গাছ আছে সেই গাছে পাখিরা বাসা বানিয়েছে। সেই বাসায় নিশ্চয়ই পাখির ছানা বড় হচ্ছিল, কীভাবে কীভাবে জানি নিচে পড়ে গিয়েছে। এখনো ভাল

করে পাখা গজায় নি তাই উড়তে শিখেনি। গাছের নিচে মিছেই সেটি ডানা ঝাপটাচ্ছে। কাছাকাছি মা পাখি উড়ছে, কীভাবে সে তার বাচ্চাকে উদ্ধার করবে বুঝতে পারছে না। বাচ্চার কিছু হলে মানুষের মা যেরকম ব্যাকুল হয়ে যায় এখানেও হুবহু তাই হয়েছে, বাচ্চা পাখির মা'টি একেবারে পাগল হয়ে উড়ছে, ডাকছে একটু পরপর বাচ্চাটির কাছে গিয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

যে ছেলেটি পাখির বাচ্চাটি দেখেছে সে বাচ্চাটাকে ধরার জন্যে ছুটে গেল, পাখির বাচ্চা প্রাণপণে ডানা ঝাপটিয়ে একটু সরে গেল, মা পাখিটা ছেলেটার খুব কাছে দিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করে উড়ে গিয়ে ছেলেটিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। ছোট ছেলেটার দেখাদেখি আরো কয়েকজন পাখির বাচ্চাটাকে ধরতে ছুটে গেল, পাখির মা তখন আরো বেশি খেপে গেল বলে মনে হলো! এই টুকুন ছোট পাখি কিন্তু নিজের বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্যে তার সাহস মনে হয় একেবারে বাঘের মতোন হয়ে গেছে—উড়ে এসে ছেলেগুলোর ওপর প্রায় ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

ছেলেমেয়েদের হৈ চৈ শুনে লাবুও ছুটে এসেছে, ছোট একটা পাখির বাচ্চাকে ঘিরে সবাইকে হৈ চৈ করতে দেখে, লাবু তাদের মাঝে ছুটে গিয়ে বলল, "আরে আরে, তোমরা কী করছ?"

ছেলেগুলো বলল, "পাখির বাচ্চা ধরব!"

লাবু জোর গলায় বলল, "না, না, পাখির বাচ্চা কেউ এভাবে ধরে না, ব্যথা পেয়ে যাবে। সরে যাও। সরে যাও সবাই।"

ছেলেগুলো থতমত খেয়ে একটু সরে গেল। লাবু বলল, "দেখছ না, মা পাখিটা কেমন করছে! অস্থির হয়ে গেছে—ওকে ভয় দেখিও না!"

লাবু প্রায় ঠেলে ছেলেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিল, সাথে সাথে মা পাখিটা তার বাচ্চার কাছে নেমে এসে কিচির মিচির করে কথা বলতে থাকে। যে কেউ দেখলে মনে করবে মা পাখিটা তার বাচ্চাকে দুষ্টুমি করার জন্যে আচ্ছা মতোন বকুনি দিচ্ছে।

লাবু কিছুক্ষণ দেখে আস্তে করে পাখি দুটির দিকে এগিয়ে যায়। মা পাখি একটু শংকিত চোখে লাবুর দিকে তাকালো, লাবু ফিস ফিস করে বলল, "ভয় নেই পাখি! ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু করব না।"

দাঁড়িয়ে থাকা সবাই অবাক হয়ে দেখলো লাবুর কথায় কেমন জানি ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। মা পাখির প্রায় খ্যাপা ভাবটা চলে গেল, সেটি লাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কিচির মিচির কিচির।"

লাবু তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আস আমার কাছে আস। কোনো ভয় নেই।"

মা পাখিটা বলল, "কিচির কিচির মিচির।"

লাবু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে হাতটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আস আমার কাছে। কোনো ভয় নেই।"

মা পাখিটা উড়ে একটু উপরে ওঠে গিয়ে সাবধানে লাবুর হাতের উপর বসে। লাবু ফিস ফিস করে বলল, "তোমার বাচ্চার জন্যে কোনো চিন্তা করো না। আমি বাচ্চাকে তোমার বাসায় রেখে আসব।"

মা পাখি বলল, "কিচির মিচির কিচির।"

লাবু বলল, "কোথায় তোমার বাসা?"

পাখিটা বলল, "কিচির কিচির মিচির।"

লাবু তখন আরেকটু এগিয়ে গিয়ে পাখির বাচ্চাটাকে সাবধানে তার হাতে তুলে নেয়। মা পাখিটা তখন একটু উত্তেজিত হয়ে লাবুকে ঘিরে উড়ে বেড়াল। লাবু সাবধানে পাখির বাচ্চাটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "বোকা পাখি। পাখা গজানোর আগে কেউ উড়ার চেষ্টা করে? এখন কেমন শিক্ষা হয়েছে?"

বাচ্চা পাখি বলল, "কিঁচ কিঁচ কিঁচ।"

মা পাখি উড়ে এসে লাবুর কাধে বসে বাচ্চাটাকে আচ্ছা করে ধমক দিয়ে বলল, "কিচির কিচির মিচির।"

লাবু মা পাখিটাকে বলল, "থাক থাক ওকে বকাবকি করো না; ছোট বাচ্চা বুঝতে পারে নি।"

স্কুলের সব বাচ্চা চোখ বড় বড় করে এই দৃশ্যটা দেখছে কেউ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা ছেলে যে পাখির সাথে কথা বলতে পারে কেউ চিন্তাও করতে পারে নি।

ঠিক এই সময় হেড মিস্ট্রেস স্কুলে ঢুকলেন, গাছের নিচে এতো ছেলে-মেয়ের ভিড় দেখে এগিয়ে এসে বললেন, কী হচ্ছে এখানে? কী হচ্ছে? এতো ভিড় কেন?"

একজন বলল, "এই ছেলেটা পাখির সাথে কথা বলে।"

"পাখির সাথে কথা বলে?" হেড মিস্ট্রেস ভুরু কুঁচকে বললেন, "কে পাখির সাথে কথা বলে?"

একটা মেয়ে বলল, "নুতন ছেলেটা।"

হেড মিস্ট্রেস গাছের নিচে তাকিয়ে দেখলেন লাবু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার এক হাতে পাখির একটা ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা। সে অন্য হাত দিয়ে বাচ্চাকে

আদর করছে। যে জিনিসটা দেখে হেড মিস্ট্রেস হতবাক হয়ে গেলেন সেটা হচ্ছে পাখির বাচ্চাটির মা লাবুর ঘাড়ে বসে কিচির মিচির শব্দ করছে।

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "এই ছেলে, এটা তোমার পোষা পাখি?" বাড়ি থেকে এনেছ?"

" না ম্যাডাম।" লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "না এটা এই গাছে থাকে।"

"তাহলে তোমার ঘাড়ে বসে আছে কেন?"

তখন এক সাথে অনেকে হেড মিস্ট্রেসের কথার উত্তর দিল। একজন বলল, "এই ছেলেটা পাখির সাথে কথা বলতে পারে।"

আরেকজন বলল, "এই ছেলেটা পাখির ভাষা বুঝে।"

আরেকজন বলল, "নির্ঘাত জাদু জানে। পাখিটাকে জাদু করেছে।"

আরেকজন বলল, "পাখিবন্দি মন্ত্র জানে।"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "সবাই এক মিনিটের জন্যে চুপ করো।"

সবাই তখন চুপ করল। হেড মিস্ট্রেস তখন লাবুর দিকে এক পা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন সাথে সাথে লাবুর ঘাড়ে বসে থাকা পাখির মা চিৎকার করে উপরে উঠে হেড মিস্ট্রেসের দিকে গোত্তা খেয়ে উড়ে গেল। হেড মিস্ট্রেস এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "বাপরে বাপ!"

লাবু বলল, "কাছে আসবেন না ম্যাডাম। পাখির মা ভয় পাচ্ছে।"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "ঠিক আছে আসব না।"

লাবু বলল, বাচ্চাটাকে গাছের উপরে রেখে আসতে হবে ম্যাডাম।"

"কীভাবে রাখবে? ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করব? মই নিয়ে আসবে?"

"মই লাগবে না। আমি রেখে আসতে পারব।"

হেড মিস্ট্রেস চোখ কপালে তুলে বললেন, "তুমি?"

"জ্বী ম্যাডাম। আমি গাছে উঠতে পারি।"

হেড মিস্ট্রেস একবার লাবুর দিকে তাকালেন আরেকবার গাছটার দিকে তাকালেন তারপর শিউরে ওঠে বললেন, "মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এই গাছে তুমি ওঠবে?"

"আমি পারি।"

"তুমি পার?"

"জ্বী ম্যাডাম।"

"পারলে পার, কিন্তু আমার স্কুলের কোন বাচ্চাকে আমি গাছে ওঠতে দিতে পারব না।"

লাবু বলল, "দিতে হবে ম্যাডাম।"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "দিতে হবে?"

"জ্বী ম্যাডাম।"

আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা তখন বলল, "জ্বী ম্যাডাম, দিতে হবে। দিতে হবে।"

হেড মিস্ট্রেস তখন ধমক দিয়ে বললেন, "সবাই চুপ। একটা কথা না।"

সবাই তখন চুপ করল। হেড মিস্ট্রেস লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন দিতে হবে?"

"পাখির বাচ্চাটা তা না হলে কী করবে?" লাবু বাচ্চাটাকে আদর করল। মা পাখি লাবুর ঘাড়ে বসে উত্তেজিত গলায় হেড মিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিচির মিচির কিচির।"

লাবু ফিস ফিস করে মা পাখিটাকে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আছি না?"

পাখির মা বলল, "কিচির মিচির মিচির।"

হেড মিস্ট্রেস অবাক হয়ে বললেন, "কী বলছে পাখি তোমাকে?"

"আমাকে কিছু বলছে না, আপনাকে বলছে।"

"আমাকে? কী বলছে?"

"জানি না।" লাবু ইতস্তত করে বলল, "রাগ হচ্ছে মনে হয়।"

"রাগ হচ্ছে? আমার ওপর?"

"জ্বী।"

"কেন?"

"আপনি দেরি করিয়ে দিচ্ছেন সে জন্যে। মা পাখিটা অস্থির হয়ে যাচ্ছে। পাখিরা মানুষকে বিশ্বাস করে না তো—"

"তোমাকে তো করে দেখছি।"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "আমাকে একটু একটু করে।"

"তোমাকে কেন একটু একটু করে?"

"আমি যখন জঙ্গলে থাকতাম তখন পাখিদের সাথে থাকতাম তো—"

হেড মিস্ট্রেস চোখ বড় বড় করে বললেন, "তুমি জঙ্গলে ছিলে?"

হেড মিস্ট্রেসের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকে তখন একসাথে বলতে লাগল, "জঙ্গলে ছিল। জঙ্গলে ছিল। বাঘ ভালুকের সাথে ছিল।"

পাখিটা তখন রাগ রাগ স্বরে বলল, "কিচির মিচির কিচির।"

বাচ্চাটাও বলল, "কিঁচ কিঁচ কিঁচ।"

লাবু বলল, "ম্যাডাম দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি রেখে আসি?"

"যদি পড়ে যাও।"

লাবু হেসে ফেলল, বলল, "পড়ব না।"

"কেন পড়বে না?"

"আপনি কী পড়ে যাচ্ছেন?"

হেড মিস্ট্রেস অবাক হয়ে বললেন, "আমি কেন পড়ব? আমি কী গাছে উঠেছি? আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আপনার কাছে মাটি যেরকম, আমার কাছে গাছ সেরকম।"

হেড মিস্ট্রেস চোখ বড় বড় করে লাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। লাবু বলল, "আপনাকে একটু দেখাই?"

"একটু দেখাবে?"

"জ্বী।"

"ঠিক আছে দেখাও। খুব অল্প একটু কিন্তু।"

"ঠিক আছে। দেখেন।" বলে লাবু পাখির ছোট বাচ্চাটাকে পকেটে রাখলো, তারপর কেউ কিছু বোঝার আগে সে গাছের মোটা গুড়িটা ধরে কীভাবে কীভাবে জানি তরতর করে গাছে ওঠে গেল। দেখে মনেই হলো না সে গাছে ওঠছে, মনে হয় গাছে যেন সিঁড়ি বসানো আছে, সেই সিঁড়তে পা দিয়ে লাবু ওঠে যাচ্ছে। চোখের পলকে লাবু গাছের গুড়িটা বেয়ে একটু উপরে উঠলো যেখান থেকে মোটা মোটা ডালগুলো বের হয়ে গেছে।

হেড মিস্ট্রেস একটু আর্ত চিৎকার করে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। লাবু নিচে একবার তাকালো তারপর আবার তরতর করে একটা ডাল বেয়ে ওপরে ওঠে গেল। যারা নিচে ছিল তারা মুখ হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মা পাখিটা উড়ে উড়ে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে আর লাবু তার পিছনে পিছনে গাছ বেয়ে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লাবু গাছের পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেড মিস্ট্রেস বুকে হাত দিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে তাকালেন, ভাঙ্গা গলায় বললেন, "কোথায় গেছে ছেলেটা?"

ছেলেমেয়েরা আনন্দে চিৎকার করে বলল, "গাছের উপরে উঠে গেছে। একেবারে উপরে উঠে গেছে।"

হেড মিস্ট্রেস ভাঙ্গা গলায় বললেন, "সর্বনাশ! ওকে নামাও! নামাও!"

ছেলেমেয়েরা হাত তালি দিয়ে বললে, "নেমে আসছে! নেমে আসছে! নেমে আসছে!"

হেড মিস্ট্রেস দুই হাতে বুক চেপে ধরে রেখে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। অন্যেরা দেখলো লাবু গাছের ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে কিছু বোঝার আগে মুহূর্তে গাছের নিচে নেমে এলো। ছেলেমেয়েদের আনন্দধ্বনি আর হাত তালির শব্দ শুনে হেড মিস্ট্রেস চোখ খুললেন, বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, লাবু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হেড মিস্ট্রেসের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "তু-তু-তুমি কেমন করে নেমে এসেছ?"

লাবু হাসার চেষ্টা করে বলল, "ডালে লাফ দিয়ে দিয়ে।"

"য-যদি পড়ে যেতে?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "পড়তাম না।"

ছেলেমেয়েরা হাত তালি দিয়ে বললে, "পড়তো না। কখনো পড়তো না।"

হেড মিস্ট্রেস আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ঠিক তখন গাছের ওপর থেকে কিচির মিচির করতে করতে দুটি পাখি নিচে নেমে এলো। পাখি দুটি লাবুকে ঘিরে উড়ছিল, লাবু হাতটা বাড়াতেই পাখি দুটি সাবধানে সেখানে বসল। বলল, "কিচির মিচির কিচির।"

লাবু খুক করে হেসে পাখির দিকে তাকিয়ে বলল, "আবার যদি তোমাদের বাচ্চা গাছ থেকে লাফ দেয় আমি কিন্তু তোমাদের বাসায় রাখতে পারব না। মনে থাকবে?"

পাখির বাবা আর মা এক সাথে বলল, "কিচির কিচির মিচির মিচির!"

লাবু বলল, "যাও এখন। বাচ্চার কাছে যাও!"

পাখি দুটি সাথে সাথে উড়ে গাছের ওপরে উঠে গেল।

হেড মিস্ট্রেস লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম। কিন্তু—?"

"কিন্তু কী?"

"যদি ভবিষ্যতে তোমাকে কোনো গাছের একশ হাতের ভেতরে দেখি তাহলে সাথে সাথে তোমাকে আমি টিসি দিয়ে বের করে দেব। মনে থাকবে?"

লাবু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মনে থাকবে।"

হেড মিস্ট্রেস লাবুকে কাছে ডাকলেন, লাবু কাছে আসতেই খপ করে তার ঘাড় ধরে বললেন, "আমি ছাব্বিশ বছর থেকে মাস্টারি করছি, কোনোদিন তোমার মতোন আশ্চর্য ছেলে দেখি নাই!"

জিনিসটা ভাল না খারাপ লাবু বুঝতে পারল না, তাই সে চুপ করে রইল।

এই ঘটনার পর থেকে হঠাৎ করে সারা স্কুলে লাবুর অবস্থানটা পাল্টে গেল! নাম না জানা একেবারে সাদামাটা ছেলে থেকে হঠাৎ করে লাবু সারা স্কুলের মাঝে সবচেয়ে আজব ছেলেতে পাল্টে গেল। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তার পেছনে ঘুর ঘুর করতো পাখি পোষ করার মন্ত্র শেখানোর জন্যে। পাখি পোষ করানোর কোনো মন্ত্র নাই বলার পরেও তারা বিশ্বাস করল না তখন লাবু বানিয়ে বানিয়ে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিল, মন্ত্রটা এরকম :

পাখির বাচ্চা পাখি
        কোন খানেতে রাখি?
খাচার ভেতর গাছের আঠা
        স্যালাইন খাবি নাকি?

মন্ত্রটা যেরকমই হোক মন্ত্র ব্যবহার করার কায়দা-কানুন খুব জটিল তাই এখনো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে বা মাথায় পাখি এসে বসছে না। একটু উঁচু ক্লাশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে এতো তাড়াতাড়ি গাছে ওঠা যায় সেটা শেখার জন্যে তার কাছে আসতে লাগল। এর মাঝে শেখার কোনো ব্যাপার নেই জন্মের পর হাটতে শেখার সাথে সাথে গাছে উঠতে পারার একটা সম্পর্ক আছে! অন্যান্য ছেলেমেয়ে তার কাছে আসত গল্প শুনতে। সে কীভাবে থাকত কী খেত কী করত এগুলো শুনেই তারা অবাক হয়ে যেতো। একা একা নৌকো করে হ্রদের পানিতে ভেসে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পানির নিচে ডুবে থাকা একটা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে সে একটা ছোট মূর্তি বের করে এনেছিল, সেই মূর্তি প্যাচিয়ে বসেছিল একটা গোখরো সাপ—সেই গল্প শুনে তারা একেবারে হতচকিত হয়ে যেত।

লাবু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল এই স্কুলে হঠাৎ করে তার অনেক বন্ধু!

৭. রিক্সাওয়ালা

নূতন স্কুলে এক সপ্তাহ পার হয়ে যাবার [illegible] লাবু ঝুম্পা খালাকে মনে করিয়ে দিল তাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেবার কথা। ছোট খালা তাই একদিন লাবুকে নিয়ে বের হলেন। বিশাল একটা বিল্ডিংয়ে কম্পিউটারের অনেক দোকান, সেখানে গিয়ে লাবুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঝুম্পা খালা একটা দোকানে ঢুকে দুই একটা কম্পিউটার নেড়ে চেড়ে দেখলেন, একজন মাঝ বয়সী মানুষ এসে জিজ্ঞেস করল, "কী ধরনের কম্পিউটার খুঁজছেন?"

ঝুম্পা খালা বলল, "আমার জন্যে না।" লাবুকে দেখিয়ে বলল, "এই ছেলেটির জন্যে।"

মাঝবয়সী মানুষটা হা হা করে হেসে বলল, "মজা কী জানেন, যত কম বয়সী মানুষের জন্যে কম্পিউটার কিনবেন ততো দামি কম্পিউটার কিনতে হয়!"

ঝুম্পা খালা অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

মানুষটা বলল, বড় মানুষেরা কম্পিউটার দিয়ে চিঠি পত্র লিখে, ই-মেইল পাঠায় সে জন্যে হাইফাই কম্পিউটার লাগে না। ছোট বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে কী করে? গেম খেলে। গেম খেলার জন্যে দরকার সুপারডুপার কম্পিউটার! এক্সট্রা মেমোরি হাই স্পিড ভিডিও কার্ড—"

লাবু জিজ্ঞেস করল, "কম্পিউটারে কেমন করে গেম খেলে?"

মানুষটা কাছাকাছি একটা কম্পিউটারের কাছে গিয়ে বলল, "এই যে দেখো, এখানে একটা গেম ইনস্টল করা আছে। ওয়ান ডে ইন এ জাংগল। তুমি জংগলে ঘুরে বেড়াবে, বাঘ ভালুক তোমাকে আক্রমণ করবে তুমি তাদের গুলি করে

মারবে!" মানুষটা কম্পিউটারের মাউস টিপে টিপে দুটো বাঘকে গুলি করে মেরে ফেলল।

লাবু অবাক হয়ে বলল, "বাঘটাকে কেন মারলেন?"

"এটাই গেম। বাঘকে মারতে হবে, না মারলে বাঘ তোমাকে মেরে ফেলবে।"

লাবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। ঝুম্পা মানুষটাকে জিজ্ঞেস করল, "একটা কম্পিউটারের কতো দাম?"

মানুষটা হা হা করে হাসল, বলল, "সেটা নির্ভর করে কম্পিউটারের কী কনফিগারেশান। কতো মেমোরি হার্ড ডিস্ক কতো বড়, কী প্রসেসর, মনিটর কতো ইঞ্চি—"

ঝুম্পা কিছুই বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "আমি তো এতো কিছু জানি না, মোটামুটি দাম কতো হবে বলেন।"

"মোটামুটি তো বলা মুশকিল, কমের মাঝে তিরিশ হাজার থেকে শুরু করে উপরে পঞ্চাশ ষাট হতে পারে।"

"আর সফটওয়ার না কী যেন বলে—"

"সেটা আমরা দিয়ে দেব।"

লাবু জিজ্ঞেস করল, "ফ্রী?"

"হ্যাঁ, ফ্রী।"

ঝুম্পা একটু অবাক হয়ে বলল, "ফ্রী? পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ফ্রী আছে? কিছুই তো ফ্রী নেই।"

মানুষটা হা হা করে হেসে বলল, "ঠিকই বলেছেন। এগুলো আসলে ফ্রী না। এই সফটওয়ারের দাম আপনার কম্পিউটারের দাম থেকে বেশি। প্রায় দুই গুণ!"

"তাহলে?"

"আমরা কপি করে দিয়ে দেই।"

"মানে?"

"মানে সেটাই। সিডি থেকে কপি করে দিয়ে দেই।"

ঝুম্পা বলল, "বেআইনি ভাবে?"

মানুষটা ইতস্তত করে বলল, " বেআইনি ভাবে।"

ঝুম্পা বলল, "আপনাদের পুলিশে ধরে না?"

মানুষটা হা হা করে হেসে বলল, "পুলিশও তো তাই কিনে। মন্ত্রী মিনিস্টারও তো তাই কিনে। সবার কাছেই চোরাই মাল।"

"সর্বনাশ!"

লাবু মাথা নেড়ে বলল, "আমরা চোরাই মাল নিব না।"

"কক্ষনো নিব না।" ঝুম্পা খালা মুখ শক্ত করে বলল, "আমরা কী চোর না-কি?"

মানুষটা অবাক হয়ে বলল, "কী বলছেন আপনি। বাংলাদেশের যত কম্পিউটার বিক্রি হয়েছে তার প্রত্যেকটাতে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা এরকম—"

"আমারটা না।" গলার স্বর শুনে ঝুম্পা আর লাবু মাথা ঘুরে তাকালো, কমবয়সী একটা ছেলে আঙ্গুল দিয়ে বুকে ঠোকা দিয়ে বলল, "আমার কম্পিউটারে কোনো চোরাই মাল নাই। চোরাই মাল খাই তো গু খাই।"

এই ছেলেটা কম্পিউটারের দোকানে কিছু একটা কিনতে এসেছে, তাদের কথা শুনছিল মাঝখানে নিজেকে সামলাতে না পেরে কথা বলেছে।

ঝুম্পা বলল, "আপনার কম্পিউটারে সফটওয়ার না কী যেন বলে সেইটা নেই?"

ছেলেটা বলল, "থাকবে না কেন? অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কী আর কম্পিউটার চালানো যায়?"

"তাহলে?"

"আমার কম্পিউটারে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম। মাইক্রোসফট উইন্ডোজের বাবা—বাঘের বাচ্চা অপারেটিং সিস্টেম।"

ঝুম্পা তার কথা কিছুই বুঝল না। জিজ্ঞেস করল, "কে বাঘের বাচ্চা?"

"আমার অপারেটিং সিস্টেম।"

"কোথা থেকে কিনেছেন।"

"কিনি নাই। এটা ফ্রী। সত্যিকারের ফ্রী। পৃথিবীর সবাই মিলে তৈরি করছে একেবারে ফাটাফাটি জিনিস। মাইক্রোসফটের এখন বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে।" বলে ছেলেটা হেঁটে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেল।

লাবু জিজ্ঞেস করল, "ঝুম্পা খালা—বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি মানে কী?"

"যখন ডাইরিয়া হয় তখন বদনা নিয়ে একটু পরে পরে বাথরুমে যেতে হয় তো—"

"ও!" দৃশ্যটা কল্পনা করে লাবু খিক খিক করে হেসে ফেলল।

কম্পিউটারের দোকানের মানুষটা বলল, "নেবেন একটা কম্পিউটার?"

"একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। চোরাই মাল কিনে পরে কোন বিপদে পড়ি।

এর থেকে বাঘের বাচ্চাই ভাল। কী বলিস লাবু?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বাঘের বাচ্চা কিনব।"

লাবুর হাত ধরে ঝুম্পা কম্পিউটারের দোকান থেকে বের হয়ে এল। ঝুম্পা বলল, "এই ছেলেটা কী কী বলেছে কিছু বুঝেছিস?"

"নাহ্।"

"আমিও বুঝি নাই। আমার এসব যন্ত্রপাতি ভাল লাগে না। তাই তোর ওপর দায়িত্ব।"

"কী দায়িত্ব?"

"এই যে ছেলেটা কী কী বলেছে সেটা খোঁজ নিবি। তারপর সেটা দিয়ে আমরা কম্পিউটার কিনব।"

লাবু ভয়ে ভয়ে বলল, "আমার খোঁজ নিতে হবে?"

"হ্যাঁ। তা না হলে কে নেবে?"

"আমি কোথা থেকে খোঁজ নেব?"

"সেটা আমি কি জানি।" ঝুম্পা কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, কম্পিউটার খুব আজব জিনিস। এটা বড় মানুষেরা কষ্ট করে তৈরি করেছে বড় মানুষদের জান্য—কিন্তু কোনো বড় মানুষ এটার কিছু বুঝে না। এটা বুঝে শুধু ছোট বাচ্চারা। তারা কম্পিউটার খুলে ফেলতে পারে, লাগিয়ে ফেলতে পারে, সফটওয়ার ভরতে পারে খালি করতে পারে—"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তোর এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে কী রকম কম্পিউটার কিনব তার খোঁজ খবর নেয়া।"

"ঠিক আছে।"

"দুই নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে দোকানে গিয়ে কেনা-কাটা করা। তোকে এই জিনিসটা শিখতে হবে।"

"ঠিক আছে ঝুম্পা খালা।"

"আর আরও একটা জিনিস তোর শিখতে হবে?"

"কী ঝুম্পা খালা?"

"রাস্তা দিয়ে হাঁটা। ঢাকা শহর সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গা। আমার মনে হয় একসিডেন্টে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় বাংলাদেশে। তাই তোর খুব সাবধানে হাঁটতে হবে। একটা গাড়ি কতো তাড়াতাড়ি তোর কাছে চলে আসবে তোর সেটা জানতে হবে। কথা নাই বার্তা

ন্যাই রিক্সা কী ভাবে গায়ের উপরে চলে আসে সেটাও তোকে জানতে হবে! অনেক গাড়ির মাঝ খানে কী ভাবে রাস্তা পার হতে হয় তোকে সেটা শিখতে হবে।"

রাস্তা দিয়ে হুস হাস শব্দ করে গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে—সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে লাবু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি মনে হয় কোনোদিন সেটা শিখতে পারব না।"

" সেটা শিখার জন্যে কোনো তাড়াহুড়া নেই। ধীরে ধীরে শিখবি। শুরু করবি রিকশা দিয়ে। কালকে তুই রিক্সা করে আসবি। পারবি না?"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "পারব।"

পরের দিন লাবু আবিষ্কার করল কাজটা খুব সোজা না। স্কুল ছুটির পর সে যে রিক্সাটাকেই জিজ্ঞেস করে সে যেতে রাজি হয় না। শুধু যে যেতে রাজি হয় না তাই না ভাল করে তার দিকে তাকায়ও না। লাবু খানিকক্ষণ চেষ্টা করে যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে মিলি এসে হাজির। লাবুকে জিজ্ঞেস করল, "এইখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

"একটা রিক্সা ভাড়া করার চেষ্টা করছি।"

"ওমা! এখন তুই রিক্সা পাবি কোথা থেকে? এখন রিক্সা বদলির সময় জানিস না?"

"রিক্সা বদলি?"

"হ্যাঁ। এই সময়ে সব রিক্সাওয়ালারা তাদের রিক্সা জমা দেয়, তখন আরেকজন রিক্সাওয়ালা সেই রিক্সা ভাড়া নেয়। এ জন্যে এই সময়ে তুই প্লেন কিংবা ট্যাংক পেয়ে যাবি কিন্তু রিক্সা পাবি না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।" মিলি মুখ গম্ভীর করে বলল, "খুব চেষ্টা করলে এক-আধটা পেতে পারিস—কিন্তু তার জন্যে অনেক চেষ্টা করতে হবে।"

"কী রকম চেষ্টা করতে হবে?"

"খুব কাচু মাচু হয়ে কান্না কান্না ভাব করতে হবে। এই যে এইরকম—" বলে মিলি চোখে মুখে একটা কান্না কান্না ভাব এনে লাবুকে দেখাল।

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "আমি পারব না।"

"ঠিক আছে আমি তোর জন্যে চেষ্টা করে দেখি।" বলে মিলি কান্না কান্না মুখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম দুইটা রিক্সাওয়ালা মিলির দিকে

তাকালো পর্যন্ত না। তৃতীয় রিক্সাওয়ালা মিলির দিকে তাকালো কিন্তু থামলো না। এর পরের রিক্সাওয়ালার মাঝে একটু দয়ামায়া আছে, তাকে যখন মিলি খুব অনুনয় করে বলল, "যাবেন প্লিজ, আমাদের নিয়ে?"

রিক্সাওয়ালা মানুষটা বলল, "বদলির সময় এখন তো প্যাসেঞ্জার নিতে পারব না।"

মিলি বলল, "প্লিজ প্লিজ নিয়ে যান আমাদের। আর কোনোদিন বলব না।"

মানুষটা ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "দেরি করার ওপায় নাই গো, মালিক ফট করে ফাইন করে দেয়।"

"তাহলে আমরা কেমন করে যাব?"

মানুষটা রিক্সা থামিয়ে বলল, "কোথায় যাবে তোমরা?"

মিলি এবারে থতমত খেয়ে গেল, কোথায় যাবে সেটা তো লাবুকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে। লাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবি রে?"

রিক্সাওয়ালা হা হা করে হেসে ফেলল, "কোথায় যাবে জান না কিন্তু যাবার জন্যে কান্দাকাটি করছ ব্যাপারটা কী?"

মিলি ভুরু কুঁচকে রিক্সাওয়ালা মানুষটার দিকে তাকালো, এই রিক্সাওয়ালা মানুষটা অন্যরকম, সাধারণ রিক্সাওয়ালারা এভাবে কথা বলে না। এভাবে হাসেও না। লাবু তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেটা পড়ে বলল, "আমরা যাব বি.টি.টি. পেট্রোল পাম্পের মোড়।"

" পেট্রোল পাম্প?" রিক্সাওয়ালাটা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। বলল, "উঠো রিকশাতে।"

"আপনি যাবেন?"

"আমি রিকশা জমা দেই বি.টি.টি. পেট্রোল পাম্পের কাছে—আমি সেখানেই যাচ্ছি! চল তোমাদের নামিয়ে দেব।"

"কতো ভাড়া?"

" তোমরা যতো দেবে ততোই ভাড়া।"

মিলি মুখ শক্ত করে বলল, "উঁহু। আগে থেকে ঠিক করে না রাখলে আমরা রিকশায় উঠি না। বলেন কতো ভাড়া?"

"তুমিই বল, তুমি কতো দিতে চাও?"

মিলি লাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কতো টাকা ভাড়া হয়?"

"আমি তো জানি না।"

মিলি বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই দেখি কিছুই জানিস না?"

"আজকে আমি প্রথম দিন রিক্সায় উঠছি, জানব কেমন করে?"

রিক্সাওয়ালা বলল, "আমি জানি কতো ভাড়া, তোমরা ওঠো।"

"কতো ভাড়া?"

"পাঁচ টাকা।"

"বেশি চাইছেন না তো?"

"উহুঁ। আমি বেশি চাইছি না।"

মিলি লাবুকে জিজ্ঞেস করল, "তোর কাছে পাঁচ টাকা আছে তো?"

"আছে।"

"আয় তাহলে উঠি।" মিলি গম্ভীর মুখে বলল, "তুই জঙ্গল থেকে এসেছিস তোকে নামিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে কোথায় না কোথায় চলে যাবি, কী বিপদ হবে!"

রিক্সাওয়ালা ঝড়ের বেগে রিক্সা চালাতে লাগল। মিলি গলা নামিয়ে লাবুকে বোঝাতে শুরু করল, "এখন বুঝলি তো কেমন করে রিক্সায় উঠতে হয়? সবার আগে রিক্সা ভাড়া ঠিক করে নিতে হয়। রিক্সা ভাড়া ঠিক না করে কখনো রিক্সাতে উঠবি না।"

"উঠলে কী হয়?"

তাহলে সবসময় ডাবল ভাড়া নিয়ে নেয়। তুই তো আবার জঙ্গল থেকে এসেছিস, তোকে দেখতেও বোকা বোকা লাগে—তোর থেকে মনে হয় ডবলের বেশি ভাড়া নেবে। দুই ডাবল।"

রিকশাওয়ালা মানুষটা একটু অন্যরকম, রিকশা চালাতে চালাতে গুন গুন করে গান গাইছে, গলায় কোনো সুর নাই কিন্তু মানুষটার সখ আছে। মানুষটার ডান হাতের পিছনে অনেক বড় একটা কাটা দাগ, মিলি জিজ্ঞেস করল, "আপনার হাতে এতো বড় কাটা দাগ কেন?"

রিক্সাওয়ালা মানুষটা বাম হাত দিয়ে কাটা দাগটা ছুঁয়ে বলল, "এইটা?"

"হ্যাঁ।"

"বল দেখি তোমরা এইটা কিসের কাটা দাগ!"

"আমরা কেমন করে বলব?"

"বলতে পারলে তোমাদের ভাড়া নেব না। ফ্রী।"

মিলি এবারে আরো অবাক হলো, সে কতোবার কত রিক্সাতে উঠেছে, কখনো কোন রিক্সাওয়ালা এভাবে তার সাথে কথা বলে নি। মিলি বলল, "আমরা পারব না।"

রিক্সাওয়ালা মানুষটা বলল, "তোমরা চেষ্টাই করলে না, পারবে কেমন করে?"

লাবু বলল, "আপনি কারো সাথে মারামারি করেছেন তখন কেউ একজন চাকু মেরেছে।"

"হয় নাই।"

মিলি বলল, "রিকশা চালানোর সময় একসিডেন্ট করেছেন।"

"হয় নাই।"

লাবু বলল, "গাছ থেকে পড়ে গেছেন।"

"হয় নাই।"

মিলি বলল, "ফোড়া উঠেছিল, ডাক্তার অপারেশন করেছে।"

"হয় নাই।"

মিলি হাল ছেড়ে দিল, বলল, "পারব না।"

রিকশাওয়ালা বলল, "আমি জানতাম তোমরা পারবে না। তারপর আবার গুন গুন করতে করতে ঝড়ের বেগে রিক্সা চালিয়ে নিতে লাগল। মিলি বলল, "কী ভাবে কেটেছিল?"

রিক্সাওয়ালা বলল, "তোমাদের বলার কথা।"

"আমরা পারি নাই। আপনি বলবেন—"

"ঠিক আছে, বলব। তোমাদের নামিয়ে দিয়ে বলব।"

বি.টি.টি. পেট্রোল পাম্পে নেমে রিক্সাওয়ালা মানুষটা বলল, "আমি হাতে গুলি খেয়েছিলাম। সামনে দিয়ে ঢুকে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে।"

"কখন গুলি খেয়েছিলেন?"

"যুদ্ধের সময়।"

মিলি চোখ বড় বড় করে বলল, "আপনি মুক্তিযোদ্ধা?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি রিক্সা চালান?"

রিক্সাওয়ালা মানুষটা বলল, "চালাই। রাজাকারদের সাথে তো বসে খানা খাই না!"

মিলি বলল, "কিন্তু—কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নাই। বাড়ি যাও।"

"আ-আপনার ভাড়া।"

"তোমাদের ভাড়া দিতে হবে না। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা মানুষ তাকে রিক্সাভাড়া দিতে তোমাদের লজ্জা লাগবে, সেই জন্যে ভাড়া দিতে হবে না। যাও বাড়ি যাও—"

রিক্সাওয়ালা মানুষটা তার রিক্সাটাকে নিয়ে রওনা দিয়ে দিল, পেছন পেছন যেতে যেতে মিলি জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম—আপনার নাম—?"

"আমার নাম শুনে কী করবে? যাও বাড়ি যাও।" টুন টুন শব্দ করে রিক্সাওয়ালা মানুষটা রিক্সা চালিয়ে চলে গেল।

মিলি আর লাবু দুজন চুপচাপ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, ঠিক কী কারণ জানা নেই, দুজনেরই মনে হতে থাকে কিছু একটা লজ্জার ব্যাপার ঘটে গেছে, সেটা কী তারা ঠিক বুঝতে পারছে না।

রুখসানা ম্যাডাম মিলি আর লাবুর মুখে পুরো ঘটনাটা শুনে কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমাদের দেশের এটা হচ্ছে অনেক বড় ট্র্যাজেডি। যারা আমাদের দেশটাকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছে আমরা তাদের দেখে শুনে রাখি নাই। আমরা অনেক সময় তাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি। অসম্মান করেছি।"

লাবু জিজ্ঞেস করল, "কেন দেই নাই?"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "উত্তরটা কেউ ভাল করে জানে না। যদি কোনোদিন জানি তোদের বলব।" রুখসানা ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তবে তোদের বলে রাখি, যুদ্ধ হয়েছে তো অনেকদিন হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স হয়ে গেছে। তারা আর বেশি দিন বাঁচবে না, তাই যদি কোনোদিন তোদের সাথে কোনো মুক্তিযোদ্ধার দেখা হয় তাকে খুব সম্মান করবি। সবসময় তাদের হাত ধরে বলবি, থ্যাংকু। আমাদের থাকার জন্যে এই দেশটা এনে দিয়েছেন সে জন্যে অনেক থ্যাংকু। মনে থাকবে তো?"

মিলি বলল, "কিন্তু আমরা যে বলি নাই?"

"পরের বার আর কারো সাথে দেখা হলে বলবি। ঠিক আছে?"

ক্লাশের সবাই বলল, "ঠিক আছে।"

ক্লাশ ছুটির পর মিলি লাবুকে ডেকে বলল, "চল আমরা একটা কাজ করি।"

"কী কাজ?"

"সেই মুক্তিযোদ্ধাকে থ্যাংকু বলে আসি।"

লাবু বলল, "তাকে খুঁজে পাবি কেমন করে?"

"কেন? মনে নাই আমাদের বলেছিল যে বি.টি.টি. পেট্রোল পাম্পের কাছে রিক্সা জমা দেয়। সেইখানে গিয়ে খোঁজ নেব।"

এরকম একটা কাজ সোজা না কঠিন সেটা সম্পর্কে লাবুর কোনো ধারণা নেই—কিন্তু মিলির কথায় সে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল।

পেট্রোলপাম্পের কাছে গিয়ে কোথায় রিক্সা জমা দেয় মিলি সেটা খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হলো না। এখানে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের খোঁজ খবর রাখে না। পেট্রোল পাম্পের কাছে একটা সিনেমা হল, একটা কাঁচা বাজার, দুটো গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি, কয়েকশ দোকান, ছোট একটা বস্তী এর মাঝে সেই মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করার কোনো বুদ্ধি নেই। মিলি আর লাবু ফিরেই আসছিল তখন হঠাৎ করে লাবু বলল, "ঐ যে!"

"ঐ যে কী?"

"মুক্তিযোদ্ধা।"

"কোথায়?"

"চা খাচ্ছে।"

মিলি তাকিয়ে দেখে সত্যিই তাই, রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে পা তুলে বসে খুব আয়েশ করে সেই মুক্তিযোদ্ধা চা খাচ্ছে। দুইজনই তাঁর কাছে ছুটে গেল, মিলি বলল, "আসলামু আলাইকুম।"

মানুষটা চমকে তার দিকে ঘুরে তাকালো, বলল, "ওয়ালাইকুম সালাম।"

মিলি বলল, "আমাদের চিনতে পেরেছেন?"

মানুষটা হেসে বলল, "হ্যাঁ। চিনতে পেরেছি। তোমরা আমার প্যাসেঞ্জার ছিলে। এই খানে কী করছ?"

"আপনাকে থ্যাংকু বলতে এসেছি।"

"কী বলতে এসেছ?"

"থ্যাংকু।"

"কেন? তোমাদের থেকে ভাড়া নেই নাই সে জন্যে!"

মিলি আর লাবু দুজনে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "না না।"

"তাহলে?"

"আপনি যুদ্ধ করে আমাদের জন্যে একটা দেশ এনে দিয়েছেন সেজন্যে।"

মানুষটার চেহারাটা হঠাৎ যেন কী রকম হয়ে গেল, অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তাঁরপর বলল, "শুধু এই কথাটা বলার জন্যে তোমরা এই খানে এসেছ?"

"জী।"

লাবু আর মিলি দেখলো লোকটার চোখে পানি এসে গেছে, সে সেই পানি লুকানোর কোনো চেষ্টা করল না। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখটা মুছে নিচু গলায় বলল, "কেউ আজকাল এই কথাটা বলে না মা। তোমরা বলতে এসেছ সেজন্যে খুব খুশি হয়েছি।" মানুষটা তার গুলি খাওয়া হাতটা মিলি আর লাবুর মাথায় রেখে বলল, "তোমাদেরকেও থ্যাংকু।"

মিলি বলল, "আপনি একদিন আমাদের স্কুলে আসবেন? তাহলে আমাদের ক্লাশের সবাই মিলে আপনাকে থ্যাংকু বলব।"

মানুষটা হেসে বলল, "ধুর পাগলি মেয়ে! আমি রিকশা চালাই, আমার কী স্কুলে যাওয়া মানায়? স্কুল কলেজে যাবে বড় বড় মুক্তিযোদ্ধারা। লেখাপড়া জানা বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধারা।"

"না না, আপনিই আসবেন। আমরা সবাই আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করে আপনাকে বলব থ্যাংকু। তারপর আপনি চলে যাবেন। বেশিক্ষণ লাগবে না। মাত্র পাঁচ মিনিট।"

মানুষটা আবার বলল, "ধুর! স্কুলের ছেলেমেয়েদের বড় বড় মানুষকে দেখতে হয়— রিকশাওয়ালা দেখতে হয় না।"

"আপনি রিকশাওয়ালা না কী সেইটা তো দেখতে চাচ্ছি না, আমরা একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খালি একবার থ্যাংকু বলব! আর কিছু না।"

মানুষটা কিছুতেই রাজি হতে চাইলো না, বলল, "আমি অশিক্ষিত মানুষ, রিক্সা চালাই, স্কুলের ছেলেমেয়েদের আমি কী বলব?"

লাবু তখন একটু কাছে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আমরা লটারি করি। লটারিতে যদি আমরা জিতি তাহলে আপনি যাবেন আমাদের স্কুলে। আর যদি আপনি জিতেন তাহলে আপনার যেতে হবে না।"

"কী রকম লটারি?"

এই যে আমার কাছে একটা এক টাকার কয়েন। এক দিকে শাপলা আর অন্যদিকে ছোট পরিবার সুখী পরিবার। পর পর দুইবার টস করব। যদি দুইবারই শাপলা উঠে তাহলে আপনি স্কুলে আসবেন— না উঠলে আসতে হবে না।"

মানুষটা হাসল, বলল, "দুইবার না। তিনবার যদি উঠে।"

মিলি বলল, "তাহলে তো কোনোদিনই উঠবে না।"

লাবু বলল, "দেখি হয় কি-না। ভাগ্যে থাকলে হবে।"

লাবু তিনবার টস করলো, তিনবারই শাপলা। মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা এতো অবাক হলো যে বলার নয়। মিলি হাত তালি দিয়ে বলল, "এখন আর আপনি না করতে পারবেন না। কালকে আপনাকে আসতেই হবে।"

মানুষটা মাথা চুলকে বলল, "তাই তো দেখি?"

মিলি মানুষটাকে বলল, তাঁর কিছুই করতে হবে না, শুধু পরের দিন স্কুল ছুটির সময় আসবে। ক্লাশের সবাই তাকে একবার থ্যাংকু বলবে তারপর সে চলে যাবে।

৮. থ্যাংকু

শেষ পিরিওডটি ছিল রুখসানা ম্যাডামের, মিলি ক্লাসের শুরুতেই বলল, "ম্যাডাম আজকে আমাদের পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে দেবেন?"

"কেন?"

"আমি আর লাবু সেই মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করেছি। আজকে তাঁকে আসতে বলেছি। তাঁকে এই ক্লাশে নিয়ে আসব তারপর সবাই মিলে তাঁর সাথে হ্যান্ডশেক করব, হ্যান্ডশেক করে বলব—থ্যাংক ইউ।"

রুখসানা ম্যাডাম অবাক হয়ে বললেন, "কেমন করে খুঁজে বের করলি? রাজি হল আসতে?"

"কিছুতেই রাজি হতে চাচ্ছিলেন না। শেষে লটারিতে হারিয়ে রাজি করিয়েছি।"

লাবু বলল, "আমার মনে হয় আসবেন না।"

"না আসলে আর কী করা।"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "ঠিক আছে। যদি উনি আসেন আমি পাঁচ মিনিট আগে তোমাদের ছেড়ে দেব। আমি হেড ম্যাডামকেও বলে রাখব।"

ক্লাশ শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে রুখসানা ম্যাডাম লাবুকে পাঠালেন বাইরে দেখে আসতে। লাবু স্কুলের গেটের বাইরে গিয়ে দেখলো সত্যি সত্যি মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না। লাবু দেখে খুশি হয়ে বলল, "আপনি এসেছেন? আসেন আসেন ভেতরে আসেন।"

গেটের দারোয়ান কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো কিন্তু লাবু তাকে বেশি পাত্তা দিল না। মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা লাবুর পেছনে পেছনে ক্লাশরুমে এসে ঢুকতেই সবাই দাঁড়িয়ে গেল। রুখসানা ম্যাডাম এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই সেই মুক্তিযোদ্ধা। মিলি আর লাবু আমাদেরকে আপনার কথা বলেছে। আপনি এসেছেন তাই আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা দুই হাত ঘষে বলল, "আমি ছোট মানুষ ছোট কাজ করি— আসতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু লটারিতে তিনবার শাপলা উঠেছে, না আসি কেমন করে?"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "আপনারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন, এই দেশটায় যারা আমরা আছি আপনাদের জন্যেই তো আছি! দেশ আপনাদের কিছু দেয় নাই—আমরাও দেই নাই। ছোট ছেলেমেয়েরা খালি একটু সম্মান জানাতে চায়। সেই সুযোগটা করে দিয়েছেন সেজন্যে ধন্যবাদ!"

মানুষটা আবার দুই হাত ঘষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রুখসানা ম্যাডাম ক্লাশের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরা কী করবি বল।"

মিলি দাঁড়িয়ে বলল, "প্রথমে ঈশিতা একটা গান গাইবে তারপর আমরা সবাই বলব থ্যাংকু। তারপর শেষ।"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "গুড। তাহলে শুরু করে দে।"

ঈশিতা সামনে এগিয়ে এসে গাইতে শুরু করে দিল—

মুক্তির মন্দিরে সোপান-তলে
কতো প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে...

লাবু আগে কখনো ঈশিতাকে গান গাইতে শুনেনি, এইটুকু মেয়ে এতো সুন্দর গান গায় যে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। লাবু দেখল মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা তার শার্টের কোণা দিয়ে চোখ মুছছে—এরকম একটা গান শুনলে নিশ্চয়ই বুকের ভেতর টনটন করতে থাকে।

গান শেষ হবার পর সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তখন মানুষটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আল্লাহ্ তোমাদের অনেক বড় করুক। তোমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।" তারপর রুখসানা ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমারে অনুমতি দেন তাহলে আমি যাই?"

তখন হঠাৎ বল্টু বলল, "আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা গল্প বলবেন?"

সাথে সাথে সবাই এক সাথে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবেন একটা গল্প? প্লিজ! প্লিজ!"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা একটু থতমত খেয়ে গেল। সবার দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি আসলে একজন ছোট মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ! তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা আমার নাই।"

সবাই বলল, "না-না-প্লিজ! প্লিজ— বলেন।"

"কতো বড় বড় মুক্তিযোদ্ধা আছে, তারা কতো বই লিখেছেন, সেইখানে কতো সুন্দর কাহিনী আছে! আমি আর কী বলব?"

মিলি বলল, "না, না আপনি বলেন। আমরা আপনার গল্পটা শুনব। প্লিজ বলেন।"

"আমার বলার মতো সেই রকম কিছু নাই।"

"আপনি যখন যুদ্ধে গেছেন তখন আপনার বয়স কতো ছিল?"

"আঠারো উনিশ হবে।"

"এতো কম বয়সে কেমন করে যুদ্ধে গেলেন সেইটা বলেন। প্লিজ! প্লিজ।"

মানুষটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছুক্ষণ কী একটা ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমাদের গ্রামের খুব কাছে একটা থানা ছিল। বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ যখন স্বাধীনতার ভাষণ দিল তার সাথে গ্রামের জোয়ান ছেলে ছোকড়ারা সেই থানা থেকে লুট করে রাইফেল বন্দুক সব নিয়ে গেল। তারা তখন স্কুলের মাঠে রাইফেল কাঁধে নিয়ে ট্রেনিং দেয়। যুদ্ধ কী জিনিস সেই সম্পর্কে কারো কোনো ধারণাই নাই, সবাই ভাবছিল রাইফেল কাঁধে নিয়া লেফট রাইট করলেই বুঝি যুদ্ধ হয়!

পাকিস্তানের মিলিটারি আসলো বৈশাখ মাসে। সবাই ট্রেঞ্চ কেটে নদীর ধারে পজিশন নিয়েছে। আর পাকিস্তানি মিলিটারিদের কী বুদ্ধি— তারা নদী পার হইল দুই মাইল উজানে। তারপর এক দল আসে নদীর এক পাড় দিয়া অন্য দল আসে নদীর অন্য পাড় দিয়া।

কেউ কিছু বোঝার আগে পাকিস্তান মিলিটারি একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। ঠুস ঠাস দুই চারটা গুলি করার আগেই সবাই শেষ। কয়েকজন পানিতে লাফ দিয়া সাঁতার দিয়ে পালাতে পারল। বাকি সবার লাশ মিলিটারি দড়ি দিয়া বেন্দে গাছের সাথে ঝুলাইয়া দিল। তারপর গ্রামের মানুষের ওপর কী অত্যাচার বাড়িঘর পোড়াইয়া ছাড়খার। যারে পায় তারে মারে, যারে পায় তারে মারে—"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "আপনার কেউ মারা গিয়েছিল?"

মানুষটা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যায় নাই আবার। আমার বাবা চাচা চাচাতো ভাই সব মিলে চারজন।"

"চারজন?"

"হ্যাঁ। চারজন।"

"বাবা চাচা ভাইদের কবর দিয়া আমি রওয়ানা দিলাম বর্ডারের দিকে। বর্ডারের ওই পাড়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। দুই দিন দুই রাত কিছু হেটে কিছু নৌকোয় আমি শেষ পর্যন্ত বর্ডার পার হলাম। বর্ডারের ওই পাড়ে খালি মানুষ আর মানুষ, মানুষের কী কষ্ট। আমি খুঁজেখুঁজে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প বের করলাম। গিয়ে বললাম, আমি আসছি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। গিয়ে দেখি আমি একা না, আমার মতো আরো অনেকে আসছে।

ক্যাম্পে একজন হাবিলদার ছিল সেই লোক আমাদের কী গালি—বলে, যুদ্ধ শুরু হইছে এক মাস, তোমরা এতোদিন কই ছিলা? ঘরের ভেতর লুকাইয়া ছিলা—যুদ্ধে আস নাই। এখন যখন মিলিটারি বাড়ির ভেতরে ঢুকছে জান নিয়ে পলাইয়া যুদ্ধে আসছ? তাই না?

কথাটা সত্যি তাই আমরা মাথা নিচু করে দাঁড়ায়া থাকি। চুপচাপ গালি শুনি। আমরা ভাবলাম গালাগালি করে মুখ শান্ত হলে আমাদের নিয়ে নেবে, কিন্তু কেউ নেয় না। দিন যায় সপ্তাহ যায়— আমরা খালি অপেক্ষা করি।

শেষে একদিন একটা জীপে করে একজন ক্যাপ্টেন আসলেন। কী সুন্দর চেহারা কী স্মার্ট। আমরা সব লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম—যারা লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল তাদেরকে একদিকে নিল অন্যদের বাতিল করে দিল। আমি পড়লাম বাতিলের দিকে! আমি চিৎকার চেচামেচি করি আমার কথা কেউ শুনে না। ক্যাপ্টেন তখন জীপে উঠেছেন চলে যাবার জন্যে। আমি কোনো উপায় নাই দেখে তখন জীপের চাকার সামনে রাস্তায় শুয়ে পড়লাম। বললাম আমারে যদি মুক্তি বাহিনীতে না নেন তাহলে উপর দিয়া জীপ চালায়া নিতে হবে। আমার দেখাদেখি অন্যরাও রাস্তায় শুয়ে পড়লো—কেউ উঠে না! ক্যাপ্টেন সাহেব পড়লেন বিপদে। কোনো উপায় না দেখে সে জীপ থেকে নেমে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী চাও?

আমরা বললাম, আমরা দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে চাই। ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, যুদ্ধ করতে হলে গায়ে জোর থাকতে হয়। লম্বা চাওড়া হতে হয়, বুকের ছাতি বড় হতে হয়— তোমরা তো দুর্বল, ট্রেনিংই সহ্য করতে পারবা না।

আমি বললাম, স্যার আপনি ঠিক বলেন নাই।

ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, কী ঠিক বলি নাই?

আমরা তো চাকরি করতে আসি নাই যে আমাদের লম্বা হতে হবে আর বুকের ছাতি বেশি হতে হবে আর লেখা পড়া জানতে হবে! পরীক্ষা যদি নিতে যান তাহলে দুইটা জিনিসের পরীক্ষা নিবেন। এক. আমরা দেশরে ভালবাসি কী না? আর দুই. আমাদের সাহস আছে কী না।

ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে আমি সেই পরীক্ষাটা নিব। যারা দেশরে ভালবাস আর যাদের সাহস আছে তারা লাইন করে দাঁড়াও।

তখন আমরা সবাই লাইন করে দাঁড়ালাম।

ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, আমি তোমাদের সবাইরে একটা করে গ্রেনেড দিব—আর কিছু না। সেই গ্রেনেড নিয়ে তোমরা দেশের ভেতরে ঢোকবা। কোনো একটা শত্রু বাহিনীর উপর সেই গ্রেনেড চার্জ করে যদি ফিরে আস আমি তোমাদের নিব।

আমরা সবাই বললাম, আমরা রাজি। গ্রেনেড দেন।

ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, দশজন দশজন করে যাবে। আজকে আস প্রথম দশজন।

আমি তাড়াতাড়ি সামনে গেলাম। তখন আমাদেরকে কেমন করে গ্রেনড চার্জ করতে হয় সেটা শিখায়া দিলেন। তারপর একটা গ্রেনেড দিয়া বললেন, যাও। ফী আমানিল্লাহ্।

আমরা দশজন আবার বর্ডার পার হয়ে দেশের ভেতরে আসছি। দশজন একজন আরেকজনরে কোলাকুলি করে দশদিকে রওনা দিছি।

আমি রওনা দিছি বড় সড়কের দিকে। সড়কের উপর দিয়া মিলিটারির গাড়ি যায় আমার ইচ্ছা তাদের উপর গ্রেনেড মারা। কাজটা অসম্ভব কঠিন, মৃত্যু অবধারিত। তাই রাস্তার পাশে ধান খেতে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করি কী করা যায়।

চিন্তা করতে করতে মাথার মাঝে একটা বুদ্ধি আসলো। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছ। সেই গাছের উপর উঠে বসে থাকলে কেমন হয়। গ্রেনেডের পিন খুলে লিভারটা চাপ দিয়ে ধরে রাখব, যখন নিচে দিয়ে মিলিটারির একটা গাড়ি যাবে আমি হিসাব করে গ্রেনেড ছেড়ে দেব। গ্রেনড ফাটবে একটু পরে গাড়ি তখন আরেকটু সামনে চলে যাবে—আমারও ক্ষতি হবে না।

চিন্তা-ভাবনা করে আমি খুঁজে খুঁজে একটা বড় গাছ বের করলাম যার ডাল গেছে রাস্তার উপর দিয়ে। সেই ডালের উপর আমি বসে রইলাম। গাছের পাতার আড়ালে নিজেরে লুকায়া রাখছি। তারপর বসে বসে অপেক্ষা করি। খুব হিসাব

করে গ্রেনেডটা ফেলাতে হবে একটু আগে কিংবা একটু পরে হলেই সেটা পড়বে রাস্তায় তাহলেই আমি শেষ! এমনভাবে ফেলতে হবে যেন সেটা গাড়ির উপর পড়ে।

আমি বসে বসে আল্লাহরে ডাকি। বলি, হে খোদা তুমি আমারে নিতে চাও নিও। আজকে নিও না, আজকে আমার সাহসের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দিয়া পাশ করে আমি মুক্তিবাহিনী হতে চাই। আমারে একদিনের জন্যে মুক্তিবাহিনী হতে দিও। দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে চাই, খোদা সেই সুযোগটা দিও।

নিচে দিয়া তখন একটা মিলিটারির বহর গেল—অনেক গাড়ি, আমি তাই সাহস করলাম না। কিছুক্ষণ পর দেখি একটা জীপ আসতেছে, খোলা জীপ। ভেতরে কে আছে দূর থেকে বোঝা যায় না। আমি মনে মনে ঠিক করলাম এইটাই আমার টার্গেট। গাড়ির স্পিডটা একটু হিসাব করলাম, বেশ জোরেই আসতেছে তার মানে আমার গ্রেনেডটা ছাড়তে হবে গাছের নিচে আসার আগেই—যখন সেটা নিচে আসবে [illegible] যেন জিপটাও ঠিক সেই জায়গায় থাকে।

আল্লাহরে ডেকে ঠিক সময় গ্রেনেডটা ছেড়ে দিলাম—আল্লাহ আমারে নিরাশ করল না, একেবারে নিখুঁত হিসাব, পাকনা আমের মতোন সেইটা গিয়ে পড়ল ঠিক জীপের ভেতর। জীপটা যখন আরও দুই একশ গজ সামনে গেছে তখন ভ্রা-ম-করে বিশাল শব্দ—"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা হাত দিয়ে সেটা দেখালো আর ক্লাশ ভর্তি ছেলেমেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তাদের মনে হলো পুরো ঘটনাটা বুঝি তাদের চোখের সামনে ঘটছে আর তারাই বুঝি গাছের উপর থেকে গ্রেনেডটা মেরেছে পাকিস্তানিদের ওপর।

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা বলল, "জীপ কোথায় গেছে কী হয়েছে আমি দেখার চেষ্টা করলাম না, কোন মতে হাচড় পাচড় করে গাছ থেকে নেমে এক দৌড়ে ধান খেতের ভেতরে, তখন শুনি গুলির শব্দ আর চিৎকার! কতোজন মরেছে কী হয়েছে কিছুই জানি না। ধান খেতের ভেতর ক্রলিং করে কতো তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারি সেটাই তখন আমার একমাত্র চিন্তা।

সেইদিন সন্ধ্যা বেলা আমি গেলাম ক্যাপ্টেন সাহেবের সামনে। ক্যাপ্টেন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী সাহসের কাজ করেছ নাকি একটা পুষ্করিণীর মাঝে গ্রেনেডটা ফালায়া চলে আসছ?

আমি বললাম, না স্যার আমি পুষ্করিণীতে ফালাই নাই। পাকিস্তানি মিলিটারির একটা জীপের ওপর ফালাইছি।

ক্যাপ্টেন সাহেব সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, একটা মেজর চারটা জোয়ানকে নিয়ে যে জীপটা ধান খেতে উল্টা হয়ে পড়েছে সেইটা তুমি করেছ?

আমি বললাম, ভেতরে কে ছিল কোথায় উল্টা হয়ে পড়েছে সেইটা তো দেখি নাই।

ক্যাপ্টেন সাহেব এসে আমারে বুকে জড়ায়ে ধরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, যারা মুক্তিবাহিনীতে যেতে চায় তারা কতো লম্বা, বুকের ছাতি কতোখানি সেইটা দেখার কথা না। বুকের ভেতরে দেশের জন্যে কতোটুকু ভালবাসা আর কলিজাটা কতো বড় শুধু সেইটা দেখার কথা! তুমি পরীক্ষায় পাশ করছ। একশতে দুইশ পাইয়া পরীক্ষায় পাশ করছ। আমি তোমারে মুক্তিবাহিনীতে নিব।

আমি বললাম, শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

ক্যাপ্টেন সাহেব আমার কাধে হাত দিয়া বললেন, একটি জিনিস শুনে রাখো।

আমি বললাম, কী?

যুদ্ধ করতে হলে ট্রেনিং নিতে হয়। যে যত ভাল ট্রেনিং পায় সে ততো ভাল যুদ্ধ করে। তোমাদের কিন্তু ট্রেনিং দেয়ার সময় নাই। তোমরা ট্রেনিং নিবা যুদ্ধক্ষেত্রে। মনে থাকবে?

আমি বললাম, জ্বী মনে থাকবে।

ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, আরও একটা জিনিস মনে রাখবা।

আমি বললাম, কী?

একদিন যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন কিন্তু কেউ তোমার কাছে এসে তোমারে ধন্যবাদ দিবে না। স্বাধীন দেশে বীরের দরকার নাই। যোদ্ধার দরকার নাই। সেইটা নিয়ে দুঃখ করো না। দেশ যখন স্বাধীন হবে অন্যেরা অনেক কিছু পাবে, তুমি কিছু পাবা না। তখন মনে দুঃখ নিও না।

আমি বললাম, "নিব না। দেশের জন্যে যুদ্ধ করার সুযোগ পাইছি সেইটাই আমার পুরস্কার।"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দেশ স্বাধীন হবার পর আমি ছোট মানুষ ছোটই থেকে গেছি, সেই জন্যে কোনো দুঃখ নাই। কিন্তু যখন দেখি রাজাকারের বাচ্চা রাজাকারেরা গাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়াইয়া যায় তখন রাগ ওঠে। দুঃখ হয় না—হয় রাগ। মনে হয় শুওরের বাচ্চাদের গলা টিপে ধরি।"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা হঠাৎ করে থেমে গিয়ে রুখসানা ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপা কিছু মনে নিবেন না। অশিক্ষিত মানুষ—কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলি—"

"না, না—ঠিক আছে।"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা ক্লাশের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তবুও মাঝে মাঝে মনের মাঝে একটু আধটু দুঃখ যে হইতো না তা না। আজকে তোমাদের দেখে আমার দুঃখ পুরাটা ধুয়ে মুছে গেছে। আমার মতো মানুষকে তোমরা ধরে নিয়ে আসছ—সেইটাও অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা। তা না হইলে লটারীতে পরপর তিনবার শাপলা উঠে? ভাগ্যে ছিল!"

লাবু তখন উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমরা পুরাপুরি ভাগ্যের উপর নির্ভর করি নাই।"

"কিন্তু তিনবার যে শাপলা উঠল?"

"তিনবার কেন দরকার হলে তিনশবার শাপলা উঠবে—"

"কী বল তুমি?"

"জ্বী, ঠিকই বলি।" লাবু একটু এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে এক টাকার কয়েনটা বের করে মুক্তিযোদ্ধা মানুষটার হাতে দেয়। মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা কয়েনটাকে উল্টে পাল্টে দেখে হো হো করে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়, চোখের পানি মুছে বলে, "এইটা তুমি কোথায় পাইছ? দুই পাশে শাপলা?"

"আমার ছোট খালা আমাকে দিয়েছেন।"

"তাজ্জব ব্যাপার"

ক্লাশের সবাই তখন কয়েনটা দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল, রুখসানা ম্যাডাম তখন হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললেন, "তোমরা যে যার জায়গায় বস। তোমাদের স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, গার্জিয়ানরা তোমাদের নেবার জন্যে অপেক্ষা করছেন—"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি যখন গল্প বলছিল তখন ছেলেমেয়েদের বেশ কয়েকজন অভিভাবক ক্লাশে ঢুকে পেছনে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের ভেতর থেকে ঈশিতার মা বললেন, "না না, আমাদের কোন তাড়া নেই। গল্প শুনতে খুব ভাল লাগছে।"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা বলল, "কিন্তু আমার যেতে হবে।"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "ঠিক আছে।" তারপর ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিদায় দাও।"

মিলি দাঁড়িয়ে বলল, "আমাদের দেশ স্বাধীন করে দেবার জন্যে আপনাকে থ্যাংকু। অনেক থ্যাংকু।"

সবাই এক সাথে চিৎকার করতে লাগলো, "থ্যাংকু। থ্যাংকু।"

মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা একটু হাসার চেষ্টা করে শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছলো।

ক্লাশ থেকে একজন একজন করে সবাই বের হতে শুরু করলো, দরজার কাছে মুক্তিযোদ্ধা মানুষটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বের হবার সময় সবাই তার সাথে হ্যান্ডশেক করে যাচ্ছে।

সবার শেষে রুখসানা ম্যাডামের সাথে বের হলেন ঈশিতার মা। মুক্তিযোদ্ধা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন? আমার গাড়ি আছে আমি নামিয়ে দিয়ে আসি।"

"না না। দরকার নেই।"

"কীভাবে যাবেন আপনি?"

"আমি রিকশাতে চলে যাব।"

"আপনি এখন কোথায় রিকশা পাবেন?"

"পাব পাব।" মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি বলল, "আমার রিকশা আছে।"

রুখসানা ম্যাডাম আর ঈশিতার মা দেখলেন মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি রাস্তা পার হয়ে একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে একটা রিকশা টেনে সামনে নিয়ে সেখানে ওঠে বসে প্যাডেল করতে করতে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল।

ঈশিতার মা ভান করলেন তিনি ব্যাপারটি দেখেন নি। নিচু গলায় রুখসানা ম্যাডামকে বললেন, "কী গরম পড়েছে দেখেছেন?"

রুখসানা ম্যাডাম বললেন, "জ্বী। অনেক গরম পড়েছে।"

৯. চা বাগান

লাবু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। আব্বু বলল, "কীরে লাবু, কী দেখছিস?"

"কিছু না।"

"মুখটা এমন প্যাঁচার মতো বানিয়ে রেখেছিস কেন?"

লাবু জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, "আব্বু মনে আছে জঙ্গলে আমাদের বাসাটা কতো সুন্দর ছিল?"

আব্বু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "ঠিকই বলেছিস।"

"কতো সুন্দর গাছপালা ছিল, পাহাড় ছিল, লেক ছিল। পাখি ছিল, বানরের বাচ্চা ছিল।"

আব্বু লাবুর দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "ঢাকা আর ভাল লাগছে না?"

"না—মানে—ভাল লাগে আবার লাগে না।"

"কোনটা ভাল লাগে? আর কোনটা ভাল লাগে না?"

"এই বিল্ডিংগুলো ভাল লাগে না। মানুষের ভিড় ভাল লাগে না। কোনো গাছ নাই পাখি নাই বানরের বাচ্চা নাই, সেগুলো ভাল লাগে না।"

"তাহলে কোনটা ভাল লাগে?"

"স্কুলটা ভাল লাগে। ঝুম্পা খালাকে ভাল লাগে, বইয়ের দোকানগুলো ভাল লাগে।"

"হুমম!" আব্বু মুখটা গম্ভীর করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর বললেন, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ আব্বু?"

"কয়দিনের জন্যে কোনো জায়গা থেকে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? যেখানে অনেক গাছপালা, বনজঙ্গল! মানুষের ভিড় নাই, গাড়ি ঘোড়ার প্যাঁ-পু নাই—"

লাবুর চোখ চক চক করে উঠলো, বলল, "হ্যাঁ আব্বু! চল যাই! চল!"

"আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো দশ বছর পর, বিশাল বড়লোক হয়েছে। চারটা চা বাগানের মালিক। আমাকে বলেছে তার চা বাগান থেকে বেড়িয়ে আসতে। চা বাগান খুব সুন্দর হয়, তুই তো দেখিস নাই, তাই জানিস না!"

"কবে যাব আব্বু?"

"দেখি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলে।"

আব্বু পরের দিনই তার বন্ধুর সাথে কথা বলে দিন তারিখ ঠিক করে ফেললেন। ঝুম্পাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ঝুম্পা রাজি হলো না। আব্বু বললেন, "তুমি না গেলে কেমন করে হবে? লাবু তাহলে কথা বলবে কার সাথে!"

"তোমার সাথে! গত দশ বছর কার সাথে কথা বলেছিল?"

"কিন্তু তোমাকে লাবু অসম্ভব পছন্দ করে—"

"আমি জানি! কয়েকদিন আমার সাথে কথা না বললে এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তুমি আর লাবু জঙ্গলে থাকবে। চা বাগান ঠিক জঙ্গল না হলেও কাছাকাছি—শুধু দুইজন কয়েকদিন একসাথে থাকো! তোমাদের ভাল লাগবে। বাবা ছেলের বন্ধন যথেষ্ট শক্ত হবে।"

আব্বু হাসলেন, বললেন, "আমার আর লাবুর বন্ধন যথেষ্ট শক্ত।"

ঝুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি। আমার একটা কাজও আছে ঢাকায়- তোমরা বেড়িয়ে এসো।"

চা বাগানে যাবার জন্যে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছিল সেটা আসতে আসতে দেরি করে ফেলল। কাচপুরের এক ভিড়ে আব্বু আর লাবু পাকা দুই ঘণ্টা আটকে থাকলো, শেষ পর্যন্ত যখন সিলেটের রাস্তায় রওনা দিয়েছে তখন সূর্য ডুবে ডুবে অবস্থা।

বড় রাস্তায় কয়েক ঘন্টা যাবার পর তারা ছোট একটা পাহাড়ি রাস্তায় ওঠে পড়ল। বড় রাস্তায় যেরকম একটু পর পর উল্টোদিক থেকে ভয়ংকর ভয়ংকর বাস আসছিল এখানে সেরকম কিছু নেই। রাস্তা বলতে গেলে ফাঁকা, অনেকক্ষণ পরপর উল্টো দিক থেকে একটা টেম্পু বা ভ্যান গাড়ি দেখা যায়। অন্ধকার নেমে এসেছে, দুই ধারে পাহাড়ি জঙ্গল ভাল করে দেখা যায় না লাবু তখনো বুভুক্ষের মতো বাইরে তাকিয়ে রইল।

পাশাপাশি অনেক চা বাগান, ঠিক চা বাগানটা খুঁজে বের করে মেঠো রাস্তা দিয়ে অনেকক্ষণ আঁকা বাঁকা পথে গিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত একটা গেস্ট হাউসের সামনে পৌছালো। অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখা যায় না, খুব বেশি রাত হয় নি কিন্তু চারপাশে দেখে মনে হয় নিশুতি রাত। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, গেস্ট হাউজের সামনে হর্ন বাজাতেই ভেতর থেকে একজন ছুটে এসে গেট বা দরজা খুলে দিল। মানুষটি ছোটখাটো, গার্ডের পোশাক পরে আছে, আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "স্যারদের আসতে অনেক দেরি হলো?"

"হ্যাঁ।" আব্বু বললেন, "শুরু করতে দেরি হয়েছে, তা ছাড়া রাস্তায় যা ভিড়।"

মানুষটা একটু অবাক হয়ে তাকালো, কিছু বলল না, চা বাগানের মানুষেরা মনে হয় ভিড় কথাটার মানেই বুঝতে পারে না।

গেস্ট হাউজটা খুব সুন্দর। মাঝখানে একটা ছোট ড্রয়িংরুম সেটাকে ঘিরে বেশ কয়েকটা রুম। প্রত্যেকটা রুমের সাথে বাথরুম। একপাশে ড্রাইনিং রুম। রান্নাঘরটা একটু দূরে, বৃষ্টির সময় যাওয়ার জন্যে রান্নাঘর পর্যন্ত নিচু ছাদ দিয়ে ঢাকা। চারপাশে বড় বড় গাছ, সেখান থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে। সবকিছু মিলিয়ে লাবুর খুব পছন্দ হলো।

ভেতরে আরো কয়েকজন মানুষ, তারাও গার্ডের মতোন পোশাক পরে আছে। একজন জিজ্ঞেস করল, "স্যারদের খানা দেব? নাকি আগে গোসল করে নেবেন?"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "এই ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে নিমোনিয়া হয়ে যাবে।"

"গরম পানির ব্যবস্থা আছে সাহেব।"

"সত্যি? তাহলে গোসল করে নেই।" আব্বু লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাবু গোসল করবি? দেখিস অনেক ফ্রেশ লাগবে।"

তিন চারদিন গোসল না করলেও লাবুর অনেক "ফ্রেশ" লাগে তারপরেও সেও আব্বুর সাথে সাথে গোসল করে বের হয়ে এলো।

ডাইনিং টেবিলে শিক কাবাব আর পরটা। তার সাথে সালাদ আর সবজি। গেস্ট হাউজের মানুষগুলো ফ্রীজ থেকে কোল্ড ড্রিংক্স আর পানি বের করে দিল। যা খিদে লেগেছিল সেটা আর বলার মত না, লাবু একেবারে রাক্ষসের মতো খেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে লাবু আব্বুর সাথে বাইরে বারান্দায় এসে বসে। সেখানে কয়েকটা ডেক চেয়ার সাজানো। সেখানে হেলান দিয়ে বসে লাবু বাইরে তাকায়। বড় বড় গাছ দিয়ে ঢাকা, আকাশের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে বড় একটা চাঁদ। ঢাকার আকাশে কেউ কী কখনো চাঁদ দেখেছে?

একজন লোক এসে বলল, "স্যার আপনাদের চা দেই?"

"অবশ্যই।" আব্বু বললেন, "চা বাগানে এসে যদি চা না খাই তাহলে কোথায় খাব?" আব্বু লাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাবু তুই খাবি নাকি এক কাপ?"

"নাহ্।" লাবু মাথা নাড়ল, "আমার চা খেতে ভাল লাগে না।"

"চা বাগানের চা খেয়ে দেখ, অনেক মজা।"

"ঠিক আছে, তাহলে খাব।"

মানুষটা কিছুক্ষণের মাঝেই ট্রে-এর উপর টি পটে করে সাজিয়ে চা নিয়ে এলো। কাপে চা ঢেলে সেখানে একটু দুধ চিনি দিতেই সমস্ত বারান্দাটা সুঘ্রাণে ভরে যায়। লাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল, আসলেই খুব ভাল চা।

আব্বু চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে চা নিয়ে আসা মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"মুকুন্দ।"

"বসো মুকুন্দ। তোমার সাথে গল্প করি।"

মানুষটা খুব অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গেস্ট হাউজে যারা থাকতে আসে তাদের সাথে এই মানুষগুলোর মনে হয় বসার নিয়ম নেই। আব্বু একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বস।"

মুকুন্দ নামের মানুষটা চেয়ারে না বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। আব্বু বললেন, "সে কী, তুমি মেঝেতে বসছো কেন?"

মুকুন্দ নামের মানুষটি বলল, "ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। নিচেই ঠিক আছে।"

আব্বু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "তা তুমি কতো দিন থেকে আছ এখানে?"

মুকুন্দ হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি তো এইখানেই আছি। আমার জন্ম এইখানে, মরণও হইবে এইখানে। আমার বাবার জন্ম হইছে এইখানে তার বাবার জন্ম হইছে এইখানে।"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "তা ঠিক। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাদের তো এখানেই থাকতে হয়। নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, এখন যাবে কোথায়? তা কেমন লাগে এই দেশ?"

"এখন তো এইটাই আমার দেশ।"

আব্বু আবার মাথা নাড়লেন, বললেন, "তা ঠিক।"

চারদিকে থমথমে এক ধরনের অন্ধকার। দূরে একটা গাছে অনেক জোনাকি পোকা এক সাথে জ্বলছে আর নিভছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লাবু জিজ্ঞেস করল, "এইখানে কী কী জন্তু আছে মুকুন্দ চাচা?"

"এই ধরেন শিয়াল, খাটাস, খরগোস, বান্দর, হনুমান, শজারু, বনবেড়াল।"

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "ভূত নাই?"

"জ্বী ভূতও আছে।"

আব্বু নড়েচড়ে বসলেন, "ভূতও আছে?"

"জ্বী আছে।"

"কেমন ভূত? তুমি দেখেছ?"

"জ্বী দেখেছি।"

"ইন্টারেস্টিং। শুনি তোমার ভূত দেখার গল্প।"

"রাত্রি বেলা ইনাদের নাম নিতে হয় না স্যার।"

"একদিন নিলে কিছু হবে না। বল দেখি তোমার গল্প।"

মুকুন্দ লাবুকে দেখিয়ে বলল, "ছোট মানুষ রাত্রি বেলা ভয় পাবে।"

আব্বু লাবুকে কাছে টেনে বললেন, "লাবু ভূতকে ভয় পায় না। আর ভয় পেলে রাত্রি বেলা লাবু আমার সাথে ঘুমোবে! তাই না লাবু?"

লাবু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। মুকুন্দ চাচা আমি ভয় পাব না। বলেন ভূতের গল্প।"

মুকুন্দ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে তার গল্পটা শুরু করল, মোটামুটি ভয়াবহ গল্প। গল্পটা এরকম :

মুকুন্দ আগে অন্য একটা চায়ের বাগানে ছিল, বিয়ের পর বাবার সাথে ঝগড়া করে এই চা বাগানে চলে এসেছে। এই বাগানের কারো সাথে এখনো পরিচয় হয় নাই। একদিন আগের বাগানে মায়ের সাথে দেখা করতে গেছে, সুখ-দুঃখের কথা বলে সে যখন রওনা দিয়েছে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অনেকটা পথ

ভেবেছিল ট্রাক না হয় ট্রাক্টর কিছু একটা পেয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই পেল না। হেঁটে হেঁটে আসছে, লম্বা পথ আসতে আসতে একেবারে নিশুতি রাত।

সেদিন আবার খুব সুন্দর জোছনা দিয়েছে, আকাশে বিশাল বড় থালার মতো একটা চাঁদ। চাঁদের আলোতে চা বাগানকে ভারী সুন্দর দেখায়, সমান করে ছাটা চায়ের গাছ মাঝে মাঝে ছায়াবৃক্ষ এবং জোছনার নরম আলোতে সবকিছু কেমন যেন মায়াময় একটা স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব। হেঁটে আসতে আসতে মুকুন্দ একটু আনমনা হয়ে গেল। হঠাৎ করে সে শুনলো কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—সাথে সাথে তার বুকটা ধক করে ওঠে। এতো রাতে চা বাগানে কে কাঁদবে? মুকুন্দ তখন আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। এই বাগানে সে নূতন এসেছে পথ ঘাট ভাল করে চিনে না, আন্দাজের উপর ভর করে হাঁটছে, ঠিক তখন দেখলো সামনের দিক থেকে কে যেন আসছে। কাছাকাছি এলে মুকুন্দ দেখলো মানুষটা একজন মহিলা। মুকুন্দের কাছে এসে মহিলাটা দাঁড়িয়ে গেল, জোছনার আলোতে চেহারাটা ভালো দেখা যায় না। কেমন যেন ফুলের এক ধরনের গন্ধ পেল মুকুন্দ, অপরিচিত গন্ধ আগে কখনো পায় নাই। মহিলাটার গায়ে সাদা কাপড় অনেকটা বিদেশীদের মতো। মুকুন্দের কাছে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে কী যেন বলল, মুকুন্দ কিছু বুঝলো না। তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, "তুমি কী আমার ছেলেটাকে দেখেছ?"

"না, দেখি নাই।"

"কোথায় যে গেল ছেলেটা" বলে মা'টি একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

মুকুন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, এতো রাতে এরকম একজন বিদেশী মহিলা একা একা কেন তার ছেলেকে খুঁজে বেড়াবে? সাথে অন্য কেউ নাই কেন? তারপর আবার ভাবল হয়তো গেস্ট হাউজে বিদেশীরা থাকতে এসেছে, তাদের কোনো একজন। চা বাগান দেখতে কতো মানুষই তো আসে।

মুকুন্দ মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে হাঁটতে থাকে, আরো কিছুদূর গিয়েছে তখন আবার সেই ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ শুনে। কখনো আস্তে কখনো জোরে—তারপর আবার মিলিয়ে যায়। মুকুন্দের তখন কেমন জানি ভয় ভয় লাগতে থাকে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে তখন হঠাৎ করে সে দেখে সামনে থেকে আবার কে যেন আসছে, মুকুন্দ তখন একটু সাহস পেল। কাছাকাছি আসার পর মুকুন্দ দেখলো এই মানুষটাও মহিলা। বিদেশী মহিলা—ঠিক আগের মতো। মুকুন্দকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী আমার ছেলেটাকে দেখেছ?"

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, বলল, "না দেখি নাই।"

মা ফিস ফিস করে বলল "কোথায় যে গেল ছেলেটা" তারপর হেঁটে হেঁটে চলে যেতে লাগল।

হঠাৎ করে মুকুন্দের ভেতর কেমন যেন একটা আতংক এসে ভর করে— একটু আগে সে ঠিক এই মহিলাটাকেই দেখেছিল এখন আবার সেই একই মহিলাকে কেমন করে দেখল?

মুকুন্দ নিজেকে বোঝালো, এক মহিলা না। দুষ্টু একটি ছেলে চা বাগানে হারিয়ে গেছে, তার মা খালা সবাই মিলে খুঁজছে। দুজন দুটি ভিন্ন মহিলা। এক মহিলাকে সে কেমন করে দেখবে? জোছনার আলোতে কাউকে স্পষ্ট দেখা যায় না তাই তার কাছে মনে হচ্ছে একই মহিলা।

মুকুন্দ পেছন ফিরে তাকালো, দেখলো সাদা কাপড় পরা সেই মহিলা আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। মুকুন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে হাঁটতে থাকে, কয়েক পা যেতেই সে আবার কান্নার শব্দ শুনতে পেল। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, মনে হয় একটা ছোট্ট ছেলেরই কান্না। কান্নাটা যেভাবে শুরু হয়েছে ঠিক সেভাবেই থেমে গেল। কী হবে বুঝতে না পেরে মুকুন্দ তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর মুকুন্দের মনে হলো আবার কেউ যেন সামনে থেকে আসছে। মানুষটা কাছাকাছি আসতেই সে আবার সেই ফুলের গন্ধটি পেল— ভাল করে না দেখেই তার কেন জানি মনে হলো এবারেও দেখবে সাদা কাপড় পড়া একজন মহিলা। মুকুন্দ একটু এগিয়ে যায়, মহিলাটি মুকুন্দকে দেখে থেমে গেল, প্রথমে বিড় বিড় করে ইংরেজিতে কী একটা বলল, তারপর বিদেশীদের মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, "তুমি কী আমার ছেলেটাকে দেখেছ?"

মুকুন্দের কথা বলার সাহস হলো না, মাথা নাড়ল।

মহিলাটি ফিস ফিস করে বলল, "কেউ দেখে নাই। তাহলে কেমন করে হবে? আমি কোথায় পাব আমার ছেলেকে?"

মুকুন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, দেখল মহিলাটা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে বিড় বিড় করে নিজের সাথে কথা বলছে। হঠাৎ করে মুকুন্দের ভেতর এক ধরনের আতংক এসে ভর করে, তার কেন জানি মনে হতে থাকে কিছু একটা অশুভ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক কী ঘটবে সে বুঝতে পারছে না তাই ভয়টা অনেক বেশি। তার একবার মনে হলো উঠে একটা দৌড় দেয় কিন্তু সে দৌড়ালো না, নিজেকে শান্ত করে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

ঠিক তখন সে আবার কান্নার শব্দটা শুনতে পেল। খুব স্পষ্ট কান্নার শব্দ—একটা ছোট বাচ্চার কান্নার শব্দ। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। খুব কাছে থেকে আসছে কান্নার শব্দটা। মুকুন্দ এদিক সেদিক তাকালো, সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, তার পেছনে বড় বড় কয়েকটা গাছ, মনে হচ্ছে সেখান থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে। মুকুন্দ কী করবে বুঝতে পারলো না—হয়তো বাচ্চাটা সেখানেই আছে আর তার মা খালা সবাই চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুকুন্দ তখন লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়, কাছে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই। একটা বড় গাছের গুড়িতে বসে একটা পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুকুন্দকে দেখে বাচ্চাটা আরো জোরে কেঁদে উঠল। মুকুন্দ বলল, "কী হয়েছে ছেলে? তুমি কাঁদছ কেন?"

বাচ্চাটা ইংরেজিতে বিড়বিড় করে কী যেন বলে আবার কাঁদতে লাগল। মুকুন্দ জিজ্ঞেস করল, "তোমার মায়ের কাছে যাবে?"

বাচ্চাটা কান্না বন্ধ করে মুকুন্দের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। মুকুন্দ বলল, "তোমার মা খালা সবাই তোমাকে খুঁজছে। ওইদিকে গিয়েছে সবাই—চলো তোমাকে নিয়ে যাই।"

বাচ্চাটা কোনো কথা না বলে মুকুন্দের দিকে তাকিয়ে রইল। জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় না কিন্তু কেন জানি মনে হলো বাচ্চার চেহারাটা স্বাভাবিক না। মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিয়ে মুকুন্দ বলল, "চলো"।

বাচ্চাটাকে ধরার জন্যে কাছে যেতেই বাচ্চাটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড়াতে থাকে।

"কোথায় যাও তুমি কোথায় যাও?" বলে মুকুন্দ তাকে ধরার জন্যে পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। একেবারে কাছে গিয়ে যখন তাকে প্রায় ধরে ফেলছিল তখন কীভাবে কীভাবে জানি ছিটকে বের হয়ে আবার ছুটতে থাকে।

"থামো, তুমি থামো, কোথায় যাও—" বলে যতই তাকে ধরার চেষ্টা করে বাচ্চাটা ততই জোরে দৌড়াতে থাকে। ওই বাচ্চাটার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে মুকুন্দের মনে হলো, এতো ছোট বাচ্চাটাকে আমি দৌড়ে ধরতে পারছি না কেন—ঠিক তখন বাচ্চাটা হোচট খেয়ে পড়ে গেল। মুকুন্দ দেখলো জায়গাটা একটা কবরস্থান। আগে এখানে ইংরেজ সাহেবেরা থাকতো এটা তাদের কবরস্থান। ভাঙ্গা কবরে হোচট খেয়ে বাচ্চাটা পড়ে গেছে। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে ফেলতেই সে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চমকে উঠলো—বাচ্চাটার শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। বাচ্চাটাকে ঘুরিয়ে মুকুন্দ তার মুখের দিকে তাকালো জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মুখ নেই, চোখের মাঝে দুটো গর্ত—সাদা দাঁত বের হয়ে আছে।

বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা ঠকঠকাস শব্দ করে সে নিচে পড়ল। মুকুন্দ তাকিয়ে দেখলো চারদিকে সাহেবদের কবর—সেই কবরগুলোতে একজন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ পুরুষ কেউ মহিলা। সবাই স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু সেই চোখে কিছু নেই। জোছনার আলোতে দেখা যাচ্ছে কালো কালো দুটো গর্ত।

মুকুন্দ জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে দেখল সাদা কাপড় পরা একটা মহিলা তার কাছে এসে ফিস ফিস করে বলছে, "আমার ছেলেটাকে তুমি খুঁজে পেয়েছ? পেয়েছ খুঁজে।"

ফুলের এক ধরনের বিচিত্র ঘ্রাণ—তারপরে মুকুন্দের আর কিছু মনে নেই।

মুকুন্দের গল্প শেষ হবার পর আব্বু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "অসাধারণ গল্প। তারপর কী হলো।"

"আমার কিছু মনে নেই। বাড়ি যাই নাই দেখে রাত্রি বেলা আমার বউ আরো মানুষজনকে নিয়ে খুঁজতে বের হয়ে এসে দেখে এই কবরস্থানে কবরের ওপর পড়ে আছি। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে।"

"তাই নাকি?"

"জ্বে।"

"অনেকদিন মাথা খারাপের মতো অবস্থা ছিল। আস্তে আস্তে ভালো হয়েছি।"

"গুড।"

লাবু জিজ্ঞেস করল, "এখনো ভূত দেখা যায়?"

"দেখা যায়।" পূর্ণিমার রাতে দেখা যায় কবরস্থানে সাদা কাপড় পরা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েছেলে ব্যাটা ছেলে আর ছোট বাচ্চা।"

"আমরা কী দেখতে পারব?"

মুকুন্দ হাসার চেষ্টা করে বলল, "সেটা তো জানি না। পূর্ণিমার রাতে চেষ্টা করে দেখতে পার।"

"পূর্ণিমা কবে?"

"আগামী কাল।"

লাবু বলল, "আব্বু কালকে আমরা ভূত দেখতে কবরস্থানে যাব।"

আব্বু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখি।"

১০. ম্যানেজার

সকাল বেলা যখন লাবু আর তার আব্বু নাস্তা করছে তখন হাফ প্যান্ট পরা কালো রংয়ের গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ এসে ঢুকল। ডাইনিং টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, "আমি বাগানের ম্যানেজার। আমাদের স্যার আমাকে ফোন করে বলেছিলেন আপনারা আসছেন। আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন আপনাদের যেন দেখে শুনে রাখি—কিন্তু দেখেন খোঁজ নিতেই পারলাম না।"

আব্বু বললেন, "না না, কোনো অসুবিধা হয় নাই। আমাদের আসতে দেরি হয়েছে, রাস্তায় যা ভিড়—"

ম্যানেজার সাহেবের মাথাটা সরাসরি শরীরের ওপর বসানো, দেখে মনে হয় কোনো গলা নেই, মাথা নাড়তে হলে পুরো শরীর নাড়তে হয়, সেই অবস্থায় মাথাটা কয়েকবার নেড়ে বলল, "না, না, না। কাজটা আমার ঠিক হয় নাই। আমার গত রাত্রেই খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। স্যার আমাকে ফোন করে বিশেষভাবে আপনার কথা বলে দিয়েছেন অথচ আমি খোঁজ নিলাম না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—"

আব্বু আবার বললেন, "না, না, কোনো অসুবিধা হয় নাই।"

"আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব?" ম্যানেজার সাহেব ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখিয়ে বলল, "এই এদেরকে আমি চিনি না? এরা ফাঁকিবাজ আর অকর্মার ধাড়ী। পেছনে লেগে না থাকলে একটা কাজও ঠিক করে করতে পারে না। ব্রিটিশ সাহেবেরা এদেরকে ধরে এনেছিল খামাখা—"

কথাটা শুনে আব্বু একটু বিরক্ত হলেন কিন্তু কিছু বললেন না। ম্যানেজার ফোঁস করে বলল, "আমি আসতাম কিন্তু দেরি হয়ে গেল। কুলি কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম, সেখানে মহা ঝামেলা—"

"কী ঝামেলা?"

ম্যানেজার চোখ বাঁকা করে আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখল তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একটা ধমক দিয়ে বলল, "তোরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখিস? যা এখান থেকে—ভাগ—"

মানুষগুলো সাথে সাথে ভয় পেয়ে ভেতরে চলে গেল। ম্যানেজার তখন গলা নামিয়ে বলল, "এই কুলিদের মাঝে একটা নেতা বের হয়েছে—"

আব্বু বাধা দিয়ে বললেন, "আগে এই শ্রমিকদের কুলি বলতো। এখন কিন্তু কুলি বলে না। তাদেরকে বলে চা শ্রমিক।"

ম্যানেজার এক মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেল তারপর হা হা করে হাসতে আরম্ভ করল। মানুষটার শুধু যে গায়ের রং কালো তা না, মাড়িটাও কালো, জিবটা কালচে তার মাঝে কালো কালো ফুটকি। দেখে মনে হয় মানুষের না, যেন একটা গিরগিটির জিব। হাসির সাথে সাথে জিবটা নড়তে থাকে, দেখে বমি এসে যায়। হাসি থামিয়ে ম্যানেজার বলল, "আপনি দেখি এন. জি. ও-দের মতো কথা বলেন!"

"কেন? এখানে এন. জি. ও-দের মতো কথা কোনটা?"

"আমার ক্যারিয়ার চা বাগানে, সারাজীবন কুলি বলে এসেছি এখন শুনি কুলি বলা যাবে না বলতে হবে শ্রমিক। গেন্দা ফুলকে গোলাপ বললে কী সেইটা গোলাপ হয়ে যায়? সেইটা গেন্দাই থাকে না!"

আব্বু মুখ শক্ত করে বললেন, "আপনি পয়েন্টটা মিস করে যাচ্ছেন। যেটাকে আপনি গেন্দা ফুল বলছেন সেটা আসলে গোলাপ ছিল। আপনারা ভুল করে গেন্দা বলতেন, এখন সবাই আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে যে এইটা গোলাপ।"

ম্যানেজার কয়েক সেকেন্ড মুখ হা করে তাকিয়ে রইল তারপর তার কুৎকুতে চোখ দুটি পিট পিট করে বলল, "আপনারা এডুকেটেড মানুষ আপনাদের সাথে তর্ক করে পারব না। আমি ফিল্ডে কাজ করি, প্র্যাকটিকেল জিনিসটা বুঝি।"

আব্বু বললেন, "ও।"

ম্যানেজার বলল, "যেটা বলছিলাম। স্যার বলেছেন আপনাদের খাতির যত্ন করতে, কিন্তু আমি আসতে পারলাম না। কুলি আই মিন শ্রমিকদের কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। সেখানে মহা যন্ত্রণা—নূতন একটা নেতা বের হয়েছে।"

"নেতা?"

"জ্বী। বয়স বেশি না কিন্তু তার তেজ দেখলে আপনার মেজাজ গরম হয়ে যাবে।"

"কেন কী করছে?"

"সবাইকে নিয়ে জোট পাকাচ্ছে।

"কেন জোট পাকাচ্ছে?"

ম্যানেজার হাত নেড়ে বলল, "ঐ পুরানা কাসুন্দী। বেতন বাড়াও, ফেসিলিটিজ বাড়াও, হেনো দাও, তেনো দাও, চাওয়ার কী আর শেষ আছে নাকি এদের?"

"সবাই তো নিজের জন্যে চাইতেই পারে।"

ম্যানেজার বলল, "আমি তো সেটা না করি নাই। যদি কিছু চাও একটা দরখাস্ত দাও। আমরা বিবেচনা করব।"

আব্বু বললেন, "এই দেশে দরখাস্তে কাজ হয় না। চাপ দিতে হয়।"

"কিন্তু আমরা তো একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাই। টি ইন্ডাস্ট্রি। পলিটিক্স করে সেই ইন্ডাস্ট্রির বারোটা বাজালে সমস্যাটা কার আগে হবে? আমার? না কুলিদের—আই মিন শ্রমিকদের?"

আব্বু কিছু বললেন, না। ম্যানেজার বলল, "সেই দুইদিনের নেতার পাখনা গঁজিয়েছে। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। এই নেতা এখন মরবে।"

"কেন মরবে কেন?"

"নিজের দলের লোকই মেরে ফেলবে!"

"কেন মেরে ফেলবে?" আব্বু অবাক হয়ে বললেন, "আমি যতদূর জানি এরা খুব শান্তি প্রিয়, খুব শান্ত জাতি।"

ম্যানেজার বলল, "এরা হচ্ছে মিচকে শয়তান। আপনি জানেন না।"

আব্বু কোনো কথা বললেন না। ম্যানেজার বলল, "গত রাত্রে ওদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অনেক দেরি হলো। ব্যাটা বদমাইশেরা কোনো কথা শুনতে চায় না। আমার সাথে বেয়াদপি করে। টের পায় নাই কতো ধানে কতো চাউল। শুধু চাউল না কতো গমে কতো আটা সেইটাও বুঝায়া দিব—"

আব্বু এবারেও কোনো কথা বললেন না। ম্যানেজার তখন তার কালো মাড়ি আর ফুটকি ফুটকি জিব বের করে হাসতে হাসতে বলল, "স্যার এতো করে বলেছেন আপনাদের যত্ন করতে আমি করতে পারলাম না। খুবই খারাপ লাগছে।"

"না না, কোনো সমস্যা নেই। আমরা খুব ভাল আছি। এখানকার স্টাফ খুব ভাল, খুব যত্ন করছে। কালকে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছি।"

"সর্বনাশ! ঐ কাজটা করবেন না। ব্যাটাদের বেশি লাই দেবেন না। মাথায় চড়ে বসবে। এক নেতারে নিয়েই পারি না যদি আরো নেতা হয় তাহলে যাব কোথায়?"

"আপনার সেই এক নেতার নাম কী?"

"নাম শুনলে কী করবেন?"

"এমনি। কৌতূহল।"

"রতন। রতন কৈরী। মহা ত্যাঁদর।"

ম্যানেজার চলে যাবার পরও আব্বু আর লাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আব্বু বললেন, "কেমন দেখলি?"

"মানুষটা ভাল না। জিবটা দেখেছো?"

"দেখেছি। কিন্তু জিবের জন্যে নয়—এই মানুষটা আসলেই খুব খারাপ মানুষ। ডেঞ্জারাস মানুষ আমি খালি সিনেমায় এরকম ডেঞ্জারাস মানুষ দেখেছি, সত্যি সত্যি কখনো দেখি নাই।"

"মানুষ এতো খারাপ হয় কেন? আব্বু?"

"এইটা হচ্ছে মিলিওন ডলার প্রশ্ন। মানুষ কেন খারাপ হয়। যখন ভাল হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তখন কেন মানুষ খারাপ হয়?"

"একটা যদি মেশিন থাকতো যেটার ভেতরে মাথাটা ঢুকিয়ে সুইচ টিপে দিলেই ব্রেনের ভেতরে ওলট পালট করে সব খারাপ মানুষকে ভাল করে দিতো তাহলে কী মজা হতো, তাই না আব্বু?"

"ঠিকই বলেছিস। তাহলে যা মজা হতো—জর্জ বুশকে ধরে এনে তার মাথাটা আগে ঢোকাতাম তোর মেশিনে। পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যা তাহলে মিটে যেতো একদিনে।" আব্বু চেয়ার থেকে ওঠে বললেন, "আয় বাগানটা একটু ঘুরে দেখি।"

"চলো আব্বু।"

দুজনে গেস্ট হাউজ থেকে বের হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। চার পাশে কী সুন্দর ছিমছাম সুন্দর। চায়ের গাছ একেবারে সমান করে ছেটে রেখেছে, টিলার ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত ঘন সবুজ রং। তার মাঝে দিয়ে মাথায় টুকরি নিয়ে মেয়েরা হেঁটে

যাচ্ছে, বেচারীদের কতো কষ্ট তারপরেও তাদের মুখে হাসি। মানুষের মুখের হাসি যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীটা কতো আগেই মনে হয় অচল হয়ে যেতো।

আব্বুর হাত ধরে লাবু টিলার গা ঘেষে ঘেষে হেঁটে গেল। ছোট একটা খাল সেখানে সাদা বালু চিক চিক করছে কোনো পানি নেই। আব্বু বললেন, এগুলোকে বলে ছড়া, পাহাড়ি খালের মতো এগুলোতে হঠাৎ করে নাকি পানি এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চা বাগানের মাঝে মাঝে গাছ, সেই গাছগুলোতে পাখি কিচমিচ করছে। একটা গাছের ওপর দেখা গেল একটা বানরের মা তার বাচ্চাকে বুকে ঝুলিয়ে নিয়ে গাছের ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে যাচ্ছে, লাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—ছোট বানরের বাচ্চাটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার তার এতো ইচ্ছে করল সেটা আর বলার মতো না, কিন্তু মা বানর তার বাচ্চাটাকে দেবে বলে মনে হলো না।

আব্বু পকেট থেকে তার ক্যামেরাটা বের করে বললেন, "ও মা ক্যামেরার কথা তো ভুলেই গেছি, আয় তোর ছবি তুলে দেই।"

লাবু বলল, "আমার না, আব্বু পারলে এই বানরের বাচ্চার ছবি তুলে দাও।"

"আমি মানুষের ছবিই তুলতে পারি না আর বানরের ছবি!"

নূতন ডিজিটাল ক্যামেরা, কয়দিন আগে কেনা হয়েছে আব্বু এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি কেমন করে ছবি তোলা হয়। লাবুকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে আব্বু মাথা চুলকে বললেন, "বুঝতে পারলাম না! ছবি ওঠেছে নাকি ওঠে নি!"

"দেখি আমাকে দাও।" লাবু ক্যামেরাটা নিয়ে খানিকক্ষণ টেপাটিপি করে হি হি করে হেসে বলল, "আব্বু তুমি ছবি তুলো নি, ভিডিও করে ফেলেছ!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এই দেখো—" বলে লাবু আব্বুকে ভিডিওটা দেখাল।

আব্বু মাথা নেড়ে বললেন, "আমাদের সময় ক্যামেরা কতো সহজ ছিল! টিপি দিলেই ছবি উঠতো। এখন দেখ একটা ক্যামেরা হচ্ছে একটা কম্পিউটার, ছবি তুলতে গেলে পুরা কম্পিউটার চালাতে হয়!"

"তুমি বুঝো না সেটা স্বীকার করে নাও।"

"বুঝি তো নাই-ই! সেটা কী আমি অস্বীকার করছি।"

লাবু আবার টিলার পাশে দাঁড়ালো আব্বু তার ছবি তুললেন। তারপর আব্বু দাঁড়ালেন, লাবু ছবি তুললো। লাবু বানরের মা আর বাচ্চার ছবি তোলার চেষ্টা

কবুল, একটা দূরে যে উঁচু গাছের পাতাকেই দেখা গেল বানরের মা আর বাচ্চা কাউকেই দেখা গেল না।

দুপুরে ফিরে এসে গোসল করে খেয়ে আব্বু বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা বই নিয়ে বসলেন। একটু পরে লাবু এসে দেখল বইটা বুকে রেখে আব্বু ঘুমিয়ে গেছেন।

কী করবে বুঝতে না পেরে লাবু আবার বের হলো। যাবার আগে সে একটা কলা আর ক্যামেরাটা নিয়ে বের হলো, বানরের বাচ্চার একটা ছবি সে তুলবেই।

সকালে যেদিক দিয়ে গিয়েছিল লাবু ঠিক সেদিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায়। অনেকদিন পর সে একা একা নির্জন গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটছে, আবার সে বিড় বিড় করে নিজের সাথে কথা বলতে থাকে, "লাবু! দেখছিস কী সুন্দর! গাছগুলো দেখ গাছের পাতাগুলো দেখ। টসটসে সবুজ। দেখে মনে হয় কচ কচ করে খেয়ে ফেলি!"

একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে গাছটাকে ছুঁয়ে ফিস ফিস করে বলল, "গাছ ভাই কেমন আছ? একা একা দাঁড়িয়ে আছ, মন মেজাজ—ভাল আছে তো? একটা ছোট বানরের বাচ্চাকে খুঁজছি। আছে নাকি এখানে? নাই? ঠিক আছে তাহলে।"

লাবু চা বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিড় বিড় করে বলল, "এই যে চা গাছেরা, ভাল আছো তোমরা। মনে হয় ভালই আছ, কী সুন্দর তোমাদের ছিমছাম করে রেখেছে, পাতাগুলো কী সুন্দর তোমাদের!" তারপর নিজেকে বলল, "লাবু, দেখে নে ভাল করে। যখন ঢাকা যাবি তখন কিন্তু আর এই গাছ পাবি না! ঢাকা শহরটা ভাল না খারাপ বুঝতে পারছি না মাঝে মাঝে মনে হয় খুব ভাল, মাঝে মাঝে মনে হয় খুব খারাপ! তবে মানুষ খুব বেশি। মানুষ আর গাড়ি। গাড়ি আর বাস। বাস আর সি. এন. জি!"

হঠাৎ করে একটা গাছের ওপর সড়াৎ করে একটু শব্দ হলো, লাবু তাকিয়ে দেখে ছোট একটা বানরের বাচ্চা তার মায়ের কোলে বসে জুল জুল করে লাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। লাবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কী খবর বানরের বাচ্চা, ভাল আছ?"

বানরের মা আর বাচ্চা দুইজনেই একটু সন্দেহের চোখে লাবুর দিকে তাকাল। লাবু বলল, "মনে আছে সকালে এসেছিলাম আমার আব্বুকে নিয়ে? একটা ছবি তুলেছিলাম ছবিটা ভাল আসে নাই। আরেকটা ছবি তুলতে এসেছি। আস, একটা পোজ দাও। মুখে হাসি।"

বানরের বাচ্চা কিংবা তার মা কারোরই মুখে হাসি দিয়ে পোজ দেবার কোন নিশানা দেখা গেল না বরং তারা আরও একটু ওপরে উঠে গেল। লাবু বলল,

"দাঁড়াও দাঁড়াও চলে যেও না। এই দেখ তোমাদের জন্যে একটা কলা এনেছি। পাকা কলা, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। দুইজনে ভাগাভাগি করে খেতে হবে কিন্তু।"

এবারে বানরের বাচ্চা আর তার মা দুজনের ভেতরেই একটু উত্তেজনা দেখা গেল। বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা একটু নিচে নেমে আসে। লাবু বলল, "এক কাজ করলে কেমন হয়? তোমরা ওপরেই থাক, আমি তোমাদের কাছে চলে আসি।"

বানর কিংবা তার বাচ্চা কী বুঝল কে জানে কিন্তু দুজনেই গাছের ওপর থেমে গেল। লাবু বলল, "তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি তোমাদের একটুও ডিস্টার্ব করব না। তোমাদের কলাটা দিব তারপর দুটা ছবি তুলব। তারপর যদি সময় থাকে তাহলে একটু গল্পগুজব করব। ঠিক আছে?"

লাবু খুব সাবধানে গাছের গুড়িটা ধরে বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বানরের মা তার বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রথমে একটু সরে গেল, খানিকটা ভয় খানিকটা সন্দেহ আর অনেকখানি কৌতূহল নিয়ে লাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। লাবু তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে জঙ্গলের বন্য জন্তুর সাথে, কীভাবে তাদের শান্ত রাখতে হয় জানে। সে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে বানরের বাচ্চা আর তার মা'টিকে ডাকল, "আস কাছে আস। কোনো ভয় নাই।"

বানরের মা আর বাচ্চা দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লাবু পকেট থেকে কলাটা বের করে এগিয়ে দেয়, বলে, "নাও। খেয়ে দেখ ফার্স্ট ক্লাস কলা।"

বানরের বাচ্চাটাকে বুকে ঝুলিয়ে এবারে তার মা একটু এগিয়ে আসে। লাবু বলল, "কোনো ভয় নেই। আস।"

খুব সাবধানে মা বানর কাছে এসে কলাটি নিয়ে একটু সরে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে কলা খেতে শুরু করে। লাবু বলল, "গুড গার্ল। এইবারে একটা পোজ দাও, ছবি তুলি।"

বানরের বাচ্চা আর তার মা জুল জুল করে লাবুর দিকে তাকিয়ে রইল, লাবু তাদের দুটি ছবি তুললো, ঠিক তখন সে দেখল গাছের নিচে ঠিক তার বয়সী একটা ছেলে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চাটার শার্টের বোতাম খোলা এবং একটা ঝোলা প্যান্ট। রুক্ষ চুল, খালি পা, চোখে কৌতূহল। লাবু তার দিকে তাকাতেই ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "তুমি পাগল?"

লাবু খিক খিক করে হেসে ফেলল, বলল, "কেন পাগল হব কেন?"

"তুমি বান্দরের সাথে কথা বল। গাছের সাথে কথা বল।"

"বান্দরের সাথে কথা বললে মানুষ পাগল হয়?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "হয়।"

লাবু হাসল, বলল, "ঠিক আছে তাহলে আমি পাগল।"

লাবুর কথা শুনে ছেলেটা খুব মজা পেল, হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বলল, "পাগল! তুমি পাগল।"

"তুমি দাঁড়াও গাছের উপর থেকে তোমার একটা ছবি তুলি।"

ছেলেটা খুব একটা ভঙ্গি করে দাঁড়াল আর লাবু গাছের উপর থেকে তার একটা ছবি তুললো। ছবিটা দেখে লাবুর বেশি পছন্দ হল না, মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্! ছবিটা বেশি ভাল হয় নাই। তুমি দাঁড়াও নিচে এসে তুলি।" তারপর বানর আর তার বাচ্চার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজকে তাহলে যাই। কালকে আবার আসব। ঠিক আছে? আমার নাম লাবু মনে থাকবে তো?"

বানরের বাচ্চা আর তার মা কী বুঝলো কে জানে দাঁত বের করে একটু মুখ ভেংচি দিল।

লাবু চোখের পলকে নিচে নেমে আসে। ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি দেখি বান্দরের মতোন গাছে উঠতে পার।"

লাবু মাথা নাড়ল, বলল, "ন্যাহ্! এখনও বান্দরের মতো পারি না, শিখার চেষ্টা করেছিলাম, অনেক কঠিন।"

"আমি কাউরে তোমার মতোন গাছে ওঠতে আর নামতে দেখি নাই।"

"অনেকদিন জঙ্গলে ছিলাম তো তাই শিখেছি।" লাবু ক্যামেরাটা নিয়ে বলল, "তুমি দাঁড়াও। আমি তোমার একটা ছবি তুলি।"

ছবি তোলার পর ছবিটা দেখে লাবু যতটুকু খুশি হল এই ছেলেটা তার থেকে আরও বেশি খুশি হল। সে হাসতে হাসতে বলল, "কী সুন্দর! টেলিভিশনের মতন।"

"হ্যাঁ। আমিও আগে এইরকম ক্যামেরা দেখি নাই। জঙ্গলে ছিলাম তো তাই কিছু দেখি নাই।" লাবু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার নাম লাবু। তোমার নাম কী?"

"শংকর।"

"কোন ক্লাশে পড়?"

"আমি পড়ি না।"

"পড় না?" লাবু অবাক হয়ে বলল, "কেন? পড় না কেন?"

"আমাদের বাগানে কোনো স্কুল নাই।"

"তাহলে অন্য বাগানের স্কুলে যাও।"

"কোনো বাগানে স্কুল নাই।"

লাবু অবাক হয়ে বলল, "তাহলে ছেলেমেয়েরা পড়ে কেমন করে?"

"কেউ পড়ে না।"

"কেউ পড়ে না?"

"নাহ্।"

ছেলেটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "পড়ে কী হবে? আমরা কী জজ বেরিস্টার হমু। আমরা তো বাগানেই কাজ করুম। বাগানের কাজ করতে লেখা পড়া লাগে না।"

অকাট্য যুক্তি, লাবু কী বলবে বুঝতে পারল না। ছেলেটাকে হঠাৎ একটু চিন্তিত দেখায়, সে বলে, "তবে বিপদ মনে হয় আসতে আছে।"

"কী বিপদ।"

"আমাদের গ্রামের একজন আছে, নাম রতন কৈরী। তার মাথার মাঝে মনে হয় দোষ আছে।"

"দোষ আছে? কেন?"

"দিনরাত বলে স্কুল স্কুল স্কুল। গ্রামে একটা স্কুল বসাবেই—ম্যানেজার সাহেব বসাতে দিবেই না। আমরা সব ম্যানেজারের পক্ষে।"

লাবু চোখ কপালে তুলে বলল, "তোমরা ম্যানেজারের পক্ষে? কালো মোটা ম্যানেজার? কালো মাড়ি ফুটকি ফুটকি জিহ্বা?"

শংকর নামের ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"ঐ মানুষ খুব খারাপ।"

"জানি।"

লাবু অবাক হয়ে বলল, "তাহলে তোমরা তার পক্ষে কেন?"

"স্কুল বসালেই স্কুলে যেতে হবে। আমি স্কুলে যেতে চাই না।"

লাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারল, মাথা নেড়ে বলল, "তা ঠিক। স্কুলে কেউ যেতে চায় না। স্কুলে যাওয়া খুব কষ্ট।"

লাবু তার নূতন পাওয়া বন্ধু শংকরের সাথে চায়ের বাগানে ঘুরে বেড়াল। শংকর তাকে টিলার উপরে, শ্মশান ঘাটে, কালী মন্দিরে, পাহাড়ি ঝর্না, পাগলি বাড়ি, বাংলা মদের দোকান এরকম মজার মজার জায়গায় নিয়ে গেল, একা একা হলে সে কোনোদিন এরকম জায়গায় যেতে পারতো না।

যখন সন্ধে হয় হয় তখন হঠাৎ লাবুর কবরস্থানের কথা মনে পড়ল। সে শংকরকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ইংরেজ সাহেবদের কবরস্থান চিনো?"

শংকর বুকে হাত দিয়ে বলল, "সর্বনাশ!"

"কেন?"

"ঐখানে ভূত আছে।"

লাবু বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। পূর্ণিমা রাতে ভূত আসে।"

"আজকেই তো পূর্ণিমা।"

"হ্যাঁ।" শংকর মাথা নাড়ল।

"চল আজকে রাত্রে আমি আর তুমি ভূত দেখতে যাই।"

শংকর মাথা নেড়ে বলল, "সর্বনাশ! কপ করে ভূত খেয়ে ফেলবে।"

"ধুর! ভূত কখনো মানুষকে খায় না। চল যাই।"

শংকর মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"প্লিজ প্লিজ চল যাই! একটা ভূত দেখেই চলে আসব।"

"তোমার ভূতে ভয় লাগে না?"

লাবু বলল, "না।"

"আমার মায়ের একটা কবজ আছে। সেই কবজ পড়লে ভূতের ভয় লাগে না।"

লাবু চোখ বড় বড় করে বলল, "শুভ! তাহলে তুমি ঐ কবজটা নিয়ে রাত্রি বেলা চলে আসো। তাহলে তোমার ভয় লাগবে না।"

শংকর কিছুক্ষণ যেন কী ভাবল, লাবু বলল, "আমি আবার কবে আসব, কবে ভূত দেখব কে জানে। আমার খুব ভূত দেখার ইচ্ছা। ইংরেজ সাহেব ভূত।"

শংকর লাবুর দিকে তাকাল, বলল, "ভূতরে নিয়ে মশকরা করা ঠিক না।"

"আমি মোটেও মশকরা করছি না।" হঠাৎ লাবুর একটা জিনিস মনে পড়ল, সে চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক আছে লটারি করি। আমার কাছে একটা এক টাকার কয়েন আছে। সেইটা টস করব, যদি পরপর তিনবার শাপলা পড়ে তাহলে আমি আর তুমি ভূত দেখতে যাব। ঠিক আছে?"

শংকর বলল, "পরপর তিনবার?"

"হ্যাঁ।"

"কোনোদিন পরপর তিনবার শাপলা পড়বে না।"

"দেখা যাক।"

লাবু গম্ভীর হয়ে তার পকেট থেকে এক টাকার কয়েনটা বের করে টস করল। তিনবারই শাপলা উঠে এলো, তাই শংকরের লাবুর সাথে রাতে কবরস্থানে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকলো না!

এই কয়েনটা না থাকলে লাবুর জীবন কেমন করে চলতো কে জানে?

১১. কবরস্থান

লাবু থাবা দিয়ে একটা মশা মেরে বলল, "ভূত না কচু। তোমার কবরস্থানে খালি মশা।"

শংকর বলল, "এখনো তো রাত গভীর হয় নাই। রাত গভীর হলে ভূতেরা আসবে।"

লাবু আরেকটা মশা মেরে বলল, "আচ্ছা, তুমি একটা জিনিস বোঝাও, মানুষ মরে গেলে যদি ভূত হয় তাহলে মশা মরে গেলে কী হয়? মশারা কী ভূত হতে পারে?"

শংকর, হি হি করে হেসে বলল, "তুমি ভূত নিয়ে খালি মশকরা করো। ভূতরে নিয়ে মশকরা করা ঠিক না।"

"কেন? কী হয় মশকরা করলে?"

"তারা যদি শুনে তোমার উপর রাগ হয় তখন কী হবে? আমারে কিছু করতে পারবে না, আমার কাছে একটা কবজ আছে। তোমার তো কবজ নাই।"

শংকরের গলায় যে কবজটা ঝুলছে সেটা বিশাল বড়, মোটামুটি একটা ঢোলের মতো সাইজ, সেটাতে হাত বুলিয়ে লাবু বলল, "তোমার যত বড় কবজ এইটা দিয়ে দুইজনের কাজ হয়ে যাবে।"

শংকর বলল, "মা বলেছে আমি যদি তোমারে ধরে রাখি তাহলে কবজ তোমার উপরেও কাজ করবে।"

"গুড।" লাবু বলল, "ভূত যদি উনিশ বিশ কিছু করে তাহলে তুমি আমারে ধরো।"

"ধরব।"

লাবু আরেকটা মশা মেরে বলল, "মশা পর্যন্ত ঠিক আছে। এখন যদি সাপ বিছে এগুলো আসে তাহলে কী হবে?"

শংকর বলল, "আমার কবজ ভূত প্রেত সাপ জন্তু জানোয়ার সব কিছু ঠেকায়। কোনো ভয় নাই।"

লাবু বলল, "এর পরের বার মশা ঠেকায় এই রকম একটা কবজ নিয়ে এসো।"

শংকর হি হি করে হেসে বলল, "লাবু, তুমি বড় বেশি মশকরা করো।"

লাবু বলল, "আমি মোটেই মশকরা করছি না, সত্যি সত্যি বলছি।"

শংকর বলল, "তুমি যদি ভূত দেখতে চাও তাহলে বেশি কথা-বার্তা বলো না। হল্লা ফাল্লা হলে ভূত আসে না।"

"ঠিক আছে, এই যে চুপ করলাম।" বলে লাবু চুপ করে গেল।

শংকর ঠিক সময়েই তার গলায় ঢোলের মতো বিশাল একটা কবজ ঝুলিয়ে চলে এসেছে। আব্বুকে বোঝাতে লাবুর একটু সময় লেগেছে। ভূত এসে কিছু একটা করে ফেলবে আব্বু মোটেও সেটা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় কবরস্থানে দুটি বাচ্চা ছেলে রাত জেগে বসে আছে ব্যাপারটা ভাবলে জানি কেমন লাগে। ভূত হয়তো আসবে না, কিন্তু নির্জন জায়গা সেখানে মানুষজন তো আসতে পারে। আব্বু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন, ভূত প্রেত যেটাই আসে রাত বারোটার ভেতরে আসতে হবে। যদি না আসে তাদের চলে আসতে হবে। রাত বারোটার পর তাদের থাকা চলবে না।

লাবু আব্বুর ঘড়িটা নিয়ে এসেছে, সেটাতে সময় দেখল, রাত দশটা দশ বাজে। তাদের হাতে দুই ঘণ্টার মতো সময়, এর মাঝে যদি ভূত না আসে তাহলে ভূত না দেখেই ফিরে যেতে হবে।

কবরস্থানের পাশে একটা ছোট ঘরের মতো আছে তারা সেটাতে বসেছে। ঘরের ভেতর নানা ধরনের জঞ্জাল, সেগুলো সরিয়ে তারা একটু জায়গা করে নিয়েছে। ভাঙ্গা জানালাটা খুলে তারা কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে আছে। জোছনার আলোতে কবরস্থানটা কেমন যেন অন্যরকম দেখায়। সাহেবেরা কবর দেবার সময় খুব যত্ন করে কবর দিয়েছে, কবরগুলো সুন্দর করে বাঁধিয়েছে, শ্বেতপাথর দিয়ে কবরের ফলক তৈরি করেছে। একটা দুটো কবরের ওপর মাদার মেরীর মূর্তি বসানো ছিল, যত্ন করা হয়নি বলে ভেঙ্গেচুরে গেছে। জোছনার আলোতে সেগুলোকে কেমন যেন রহস্যময় দেখায়। সত্যি সত্যি ভূত চলে আসবে সেটা

লাবু একবারও বিশ্বাস করে না কিন্তু গভীর রাতে কবরস্থানের পাশে একটা ভাঙ্গা ঘরে ভূতের জন্যে অপেক্ষা করার অন্য ধরনের একটা মজা আছে।

ওরা কতক্ষণ বসেছিল জানে না, লাবুর সাথে সাথে শংকরও মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে ভূত যদি থেকেও থাকে তারা সম্ভবত আজকে আসবে না। লাবু যখন ফিরে যাবার জন্য মন ঠিক করে ফেলেছে ঠিক তখন একটা শব্দ শুনতে পেল। লাবু আর শংকর দুজনেই তখন ঝপ করে বসে যায়।

তারা একটা গোঙ্গানোর মতো শব্দ শুনতে পেল তার সাথে মানুষের চাপা গলার স্বর। লাবু আর শংকর কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ করে ধড়াম করে ঘরের ভাঙ্গা দরজাটা খুলে গেল, সাথে সাথে ভেতরে কয়েকজন মানুষ এসে ঢুকল। মানুষগুলো ঘরের ভেতরে ভারী কিছু একটা ফেলে দিল এবং সাথে সাথে একজন মানুষের চাপা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল।

হঠাৎ করে একটা টর্চ লাইট জ্বলে ওঠে, লাবু আর শংকর ঘরের ভেতর স্তূপ করে রাখা জঞ্জালের পেছনে লুকিয়ে যায়। বুকের ভেতর ঢাকের মতো শব্দ হচ্ছে, লাবুর মনে হয় সেই শব্দ বুঝি লোকগুলো শুনে ফেলবে।

স্তূপ করে রাখা জঞ্জালের পেছন থেকে লাবু দেখল ঘরের ভেতর দুইজন মানুষ, একজনকে ধরে এনেছে। যে মানুষটাকে ধরে এনেছে তার মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা, হাত আর পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। টর্চ লাইট হাতের মানুষটা ঘরের চারদিক আলো জ্বেলে একবার দেখে নেয়। লাবু আর শংকর যতটুকু পারে নিজেদের লুকিয়ে রাখল—কপাল ভাল, মানুষটা তাদের দেখতে পেল না।

টর্চ লাইট হাতের মানুষটা বলল, "কেউ দেখে নাই তো?"

"না, দেখে নাই।"

"স্যার আসবে কখন?"

"খবর দিয়েছি, এই তো চলে আসবে।"

হাত-পা বাঁধা মানুষটা গোঙ্গানোর মতো একটা শব্দ করে একটু নড়াচড়া করার চেষ্টা করতেই একজন তাকে লাথি মেরে বলল, "চুপ, শূয়োরের বাচ্চা একটু নাড়াচাড়া করবি তো খুন করে ফেলব।"

হাত-পা বাঁধা মানুষটি তখন নিশ্চল হয়ে গেল, আর নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করল না।

একজন বলল, "টর্চ লাইটটা নিভিয়ে রাখ। বাইরে থেকে যেন দেখা না যায়।"

"এই কবরস্থানে কেউ আসবে না। কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে?"

"তবুও সাবধান থাকা ভাল।"

"তা ঠিক।" টর্চ লাইট হাতের মানুষটা তার হাতের টর্চ লাইটটা নিভাতেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে লাবু আর শংকর শুনতে পাচ্ছে মেঝেতে পড়ে থাকা মানুষটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, মানুষটার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

"মজিদ ভাই। আগুন আছে?"

"আছে। নে।"

ফস করে একটা ম্যাচ জ্বলে উঠল, লাবু আর শংকর দেখল নিষ্ঠুর চেহারার দুইজন মানুষ। বিড়ি ধরিয়ে তারা জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। একজন বলে, "স্যার আসতে আবার দেরি না করে। খবর চলে গেলে গোলমাল হতে পারে।"

"তা ঠিক।"

মানুষ দুইজন দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে স্যারের জন্যে অপেক্ষা করে। "স্যার" মানুষটি কে কে জানে। কেমন মানুষ কে জানে। লাবু আর শংকর নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে। তাদের মনে হয় একটা নিঃশ্বাস নিলেই বুঝি ধরা পড়ে যাবে।

মিনিট দশেক পরে আবার তারা বাইরে মানুষের পায়ের শব্দ আর চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পেল। ভেতরের মানুষ দুইজন সাথে সাথে উঠে পড়ে, চাপা গলায় বলে, "স্যার আসছে। স্যার।"

ঘরের দরজায় বড় একটা মানুষের ছায়া পড়ল, সাথে সাথে ভেতরে একটা টর্চ লাইট জ্বলে উঠল। ভারী গলায় কেউ একজন ডাকলো, "মজিদ—"

লাবু গলার স্বরটা চিনে যায় সাথে সাথে। ম্যানেজার সাহেব, যে কালো এবং মোটা, যার মাড়ি কালো এবং যার জিবের সাথে কালো কালো ফুটকি। আব্বু বলেছিলেন মানুষটা ডেঞ্জারাস। আব্বু ঠিকই বলেছিলেন।

ঘরের ভেতর থেকে মজিদ বলল, "স্যার ভেতরে আসেন।"

"কোনো সমস্যা হয় নাই তো?"

"না স্যার, কোনো সমস্যা হয় নাই।"

"কেউ দেখে নাই তো?"

"না স্যার, কাক পক্ষীও দেখে নাই।"

"গুড।" ম্যানেজার জিব দিয়ে একটা শব্দ করে বললেন, "হারামজাদার মুখের গামছা খোল দেখি এখন কী বলে।"

একজন তার মুখের গামছা খুলে দিল, মানুষটা সাথে সাথে খক খক করে কাশতে থাকে।

ম্যানেজার সাহেব পা দিয়ে একটা লাথি মেরে বলল, "কী রতন কৈরী, এখন তোমার নেতাগিরি কই গেল?"

লাবু তার বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস খুব সাবধানে বের করে দেয়। এই তাহলে সেই শ্রমিক নেতা রতন কৈরী।

ম্যানেজার সাহেব আবার একটা লাথি দিয়ে বলল, "হারামজাদা কথা বলিসনা কেন?"

রতন কৈরী বলল, "আমাকে গালি দেবেন না ম্যানেজার সাহেব।"

"হারামজাদার তেজ দেখো, এখনো তড়পায়।"

মজিদ নামের মানুষটা হাত তুলে মারার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন ম্যানেজার সাহেব তাকে থামাল, বলল, "না, না মজিদ, মারিস না। শরীরে যেন মারধোরের চিহ্ন না থাকে।"

লাবু পকেট থেকে তার ক্যামেরা বের করে, ভূতের ভিডিও করার জন্যে এনেছিল, এখন ভূতের বাবার ভিডিও করা যাবে। খুব সাবধানে সে ক্যামেরার ভিডিওটা অন করল।

রতন কৈরী বলল, "আমারে কী করবেন ম্যানেজার সাহেব?"

"তোরে আমি বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম হাজার বিশেক টাকা দেই, ফোরম্যানের চাকরি দেই তুই অফ যা। তুই অফ গেলি না। এখন আমার আর কোনো সুযোগ নাই। তোরে এখন মরতে হবে।"

রতন কৈরী কোনো কথা না বলে, ম্যানেজার সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্যানেজার সাহেব হায়নার মতো হা হা করে হেসে বলল, "তুই মন খারাপ করিস না। তুই একা না। তোদের গোষ্ঠির যত জন তড়পাইছে সব আমার হাতে শেষ হইয়াছে। এই এলাকায় আমার চা বাগানের প্রফিট সবচেয়ে বেশি, সেটা জানিস তো।"

রতন কৈরী কিছু বলল না। ম্যানেজার বলল, "আমার বাগানের প্রফিট সবচেয়ে বেশি তার কারণ এইখানে কোন হ্যাংকি প্যাংকি নাই। বাংলাদেশে দুইশ পঞ্চাশটা চা বাগান তার মাঝে মাত্র চার পাঁচটায় স্কুল, কেন সেটা জানিস?"

"জানি।"

"যদি জানিস তাহলে স্কুলের জন্য এতো ব্যস্ত হইছিলি কেন? লেখাপড়া জানলেই মাথার মাঝে পোকা ঢুকে, প্রশ্ন করে দিনে মাত্র তিরিশ টাকা মজুরি

কোন হিসাবে? চাকরি চলে গেলে বাড়ি কেন ছেড়ে দিতে হবে? ইন্ডিয়া থেকে আনছে—আমরা এখন যাব কোথায়—হাজার প্রশ্ন।"

"আমি জানি।"

"সেজন্যে কোনো বাগানে কোনো স্কুল হবে না। আগেও হয় নাই ভবিষ্যতেও হবে না। কুলি হয়ে জন্ম হয়েছিল তোরা কুলি হয়ে মারা যাবি। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখবি না।"

"ম্যানেজার সাহেব, আপনি সব কিছু করতে পারবেন কিন্তু আমাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে পারবেন না। আমি এক রতন কৈরী মারা যেতে পারি কিন্তু একশ রতন কৈরী জন্ম নেবে। তারা এক হাজার বাচ্চাকে স্বপ্ন দেখাবে।"

ম্যানেজার সাহেব আবার হায়েনার মতো হা হা করে হাসল তারপর বলল, "না রতন কৈরী! আড়ইশ বছর আগে তোদের যেদিন ইন্ডিয়া থেকে ধরে এনেছিল সেদিন তোদের ভাগ্য সিল করা হয়েছে। তোর দাদা কুলি ছিল তোর বাপ কুলি ছিল তুই কুলি থাকবি তোর বউ বাচ্চা কুলি থাকবে, তার বউ বাচ্চা কুলি থাকবে।"

রতন কৈরী চিৎকার করে বলল, "না। আমার বাপ দাদা কষ্ট করেছে আমি কষ্ট করব—কিন্তু আমাদের বাচ্চারা কষ্ট করবে না। করবে না। ম্যানেজার সাহেব আপনি দেখবেন—আমার কথা সত্যি হবে।"

ম্যানেজার সাহেব হিংস্র জন্তুর মতো ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "এই হারামজাদাকে ধরে বাইরে আন।"

মজিদ জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন করে মারবেন?"

"তোরা মুখ হা করে ধরবি, আমি বিষ ঢেলে দিব। শহর থেকে আমি এসিড নিয়ে আসছি। এসিড হচ্ছে বিষের বাবা বিষ। এর মুখ গলা পেট সব জ্বলে যাবে। মরা কতো কষ্ট সে জানবে। এই কবরের উপর ফেলে রাখব, কাল সকালে সবাই এসে দেখবে রতন কৈরীকে কবর স্থানের সাহেব ভূতেরা মেরে ফেলেছে!" ম্যানেজার সাহেব আবার হায়েনার মতো হা হা করে হাসতে শুরু করল।

মানুষগুলো রতন কৈরীকে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। ঘরটা খালি হবার পর শংকর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "এখন কী হবে? রতন কৈরীকে মেরে ফেলবে ম্যানজার সাহেব—সর্বনাশ!"

লাবু বলল, "মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে শংকর। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তুমি এক কাজ কর।"

"কী কাজ?"

"এই ক্যামেরাটা নাও। জানালা দিয়ে আস্তে করে বের হয়ে দৌড়ে যাও আমার আব্বুর কাছে। আব্বুকে সব কিছু বলবে, ক্যামেরার মাঝে সব ভিডিও করা আছে। বলবে লোকজন নিয়ে এক্ষুণি আসতে।"

"আর তুমি?"

"আমি আছি এখানে।"

"কী করবে তুমি?"

"দেখি কি করা যায়।" লাবু মেঝে থেকে নানা আকারের ঢিল নিয়ে পকেটে ভরতে থাকে।

"কী করবে ঢিল দিয়ে?"

"একটা গাছে উঠে ঢিল মারব। তুমি দেরি করো না। যাও।"

শংকর জানালা দিয়ে সাবধানে বের হয়ে, ছুটতে শুরু করল। দশ মিনিটের মাঝে সে পৌঁছে যাবে আব্বুর কাছে। আব্বু আর লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে আরো দশ মিনিট। সব মিলিয়ে বিশ মিনিট সময় আছে। এই বিশ মিনিট সময় কী আটকে রাখতে পারবে লাবু? কাজটা সোজা না কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে।

নিঃশব্দে জানালা দিয়ে বের হয়ে আরো নিঃশব্দে সে একটা গাছের উপর উঠে গেল। এতোটকু শব্দ না করে সে গাছের ডাল বেয়ে এগিয়ে যায়, করবস্থানে যেখানে রতন কৈরীকে ধরে এনেছে তার খুব কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করল লাবু।

রতন কৈরীকে হাটু গেড়ে বসিয়েছে। একজন তার মাথার চুল ধরে মুখটাকে সোজা করে রেখেছে। তার সামনে ম্যানেজার সাহেব, তার হাতে একটা বোতল। জোছনার আলোতে সেটা চক চক করছে। লাবু শুনল ম্যানেজার সাহেব বলছে, "রতন কৈরী তোমার ইচ্ছা কিছু আছে? ভাল মন্দ কিছু খেতে চাও?" কথা শেষ করে খুব একটা মজার কথা বলেছে এরকম ভান করে হায়নার মতো হা হা করে হাসতে থাকে।

রতন কৈরী কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে ম্যানেজার সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্যানেজার সাহেব বলল, "তুই নাকি কয়দিন আগে বিয়ে করেছিস! এখন তোর বৌ কই যাবে? আমি তো তারে ঘাড় ধরে বের করে দিব।"

"পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে ম্যানেজার সাহেব। সেখানে আমার বউয়ের জায়গা হয়ে যাবে।"

"তুই নিশ্চিন্ত থাক রতন কৈরী। জায়গা যেন না হয় আমি সেই ব্যবস্থা করব।" ম্যানেজার সাহেব হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, "দেরি করে কাজ নেই। একজন মাথাটা ধর আরেকজন মুখটা খুলে রাখ, আমি ঢালি।

, নিচে একটা ধস্তাধস্তির মতোন হলো, তারপর মানুষগুলো জোর করে রতন কৈরীর মুখ খুলে ধরল। লাবু বুঝল তার হাতে আর সময় নেই, এখনই কিছু একটা করতে হবে। একটা মাঝারি সাইজের ঢিল নিয়ে সে ছুড়ে মারল, জোছনার আলোতে সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, চেষ্টা করল এসিডের বোতলটাতে লাগাতে।

বোতলটাতে লাগল না, ঢিলটা লাগল মজিদের মুখে, যন্ত্রণার একটা শব্দ করে মুখ চেপে ধরে ধপ করে সে মাটিতে পড়ে গেল। ম্যানেজার লাফিয়ে পিছনে সরে গেল, ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

মজিদ নাক চেপে ধরে বলল, "কে যেন ঘুষি মেরেছে আমাকে। ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে।"

"কে ঘুষি মারবে এখানে?"

যে মানুষটা রতন কৈরীর চুল টেনে ধরে রেখেছিল সে চুল ছেড়ে দিয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, "জায়গাটা ভাল না, এই জায়গাটার অনেক বড় দোষ আছে স্যার।"

লাবু ভাল দেখে আরেকটা ঢিল হাতে তুলে নেয় তারপর এসিডের বোতলটা লক্ষ্য করে আবার ছুড়ে মারল। ঢিলটা এবার কারো গায়ে লাগল না, একটা কবরের নাম ফলকে লেগে বিকট শব্দে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এক সাথে সবাই তখন আঁতকে উঠলো। ম্যানেজার বলল, "ঢিল! ঢিল! মারছে! ঢিল মারছে কেউ।"

"কে ঢিল মারবে? কোথা থেকে ঢিল মারবে?"

লাবু তার তিন নম্বর ঢিলটা হাতে নিল, এখনো সে এসিডের বোতলটা ভাঙতে পারে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত এসিডের বোতলটা ভাঙতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। জোছনার আলোতে যতটুকু পারে নিশানা করে সে তার তিন নম্বর ঢিলটা ছুড়ল। ফটাশ করে একটা শব্দ হল তারপর হঠাৎ করে ম্যানেজার ভয়ংকর চিৎকার করে গগনবিদারী একটা আর্তনাদ করে উঠল। যে মানুষটা রতন কৈরীর চুল ধরে রেখেছিল সে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে স্যার?"

ম্যানেজার চিৎকার করে বলল, "এসিড,! বোতলটা ভেঙে আমার পায়ে এসিড পড়েছে। বাবাগো! মা গো।"

লাবু দেখল ম্যানেজার তার পা ধরে এক পায়ে লাফাচ্ছে। যে এসিড রতন কৈরীর গলা দিয়ে ঢেলে দেবার কথা ছিল সেটা তার পায়ে পড়েছে—এটাকেই নিশ্চয়ই বলে 'বিধাতার নির্মম পরিহাস'। ম্যানেজার চিৎকার করে বলল, "পানি আন, তাড়াতাড়ি পানি আন!"

"পানি কোথায় পাব স্যার?"

ম্যানেজার খেকিয়ে ওঠে বলল, "যেখানে পাস সেখান থেকে নিয়ে আয় বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ।"

লাবুর কাছে এখনো বেশ কয়েকটা ঢিল আছে সেগুলো ছুড়বে না হাতে রাখবে সেটা ঠিক করতে পারছিল না। ঠিক তখন দূর থেকে অনেক মানুষের হৈ চৈ শুনতে পেল। দেখতে দেখতে মশাল হাতে অনেক মানুষ হৈ হৈ করে কবরস্থানটা ঘিরে ফেলল। মানুষগুলোর সামনের দিকে আছে শংকর এবং পিছনের দিকে আব্বু, লাবু বুঝতে পারল এখন আর ভয়ের কিছু নেই। রতন কৈরীর প্রাণ তারা বাঁচিয়ে ফেলেছে।

আব্বু কবরস্থানে ঢোকার আগেই লাবু গাছ থেকে নেমে এল।

সবাই মিলে রতন কৈরীর হাতের বাঁধন খুলে দিল, সেই দড়িগুলো দিয়েই পিঠমোড়া করে বাঁধল মজিদ আর তার সঙ্গী মানুষটাকে। ম্যানেজারকে বাঁধার দরকার হল না। কারণ তার পায়ের চামড়া পুড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে—লম্বা হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, একটু পরে পরে ফিঁক ফিঁক করে কাঁদছে।

আব্বু কয়েকজনকে বলে তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, পুলিশকেও খবর দিলেন সাথে সাথে। আব্বুর যে বন্ধুটি এই চা বাগানের মালিক তাকেও খবর দেয়া হল, সে ঢাকা থেকে সাথে সাথেই চা-বাগানে রওনা দিয়ে দিল।

রতন কৈরী তার হাতের কব্জিতে হাত বুলাতে বুলাতে লাবুর কাছে হাজির হল। লাবুর ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "তুমি আমার জীবনটা বাঁচিয়েছ?"

লাবু বলল, "আমি একা না। আমি আর শংকর। তার সাথে আর সবাই।"

"কিন্তু তুমি আসল কাজটা করেছ—আমি তাই প্রাণে বেঁচে গেছি। তুমি না থাকলে আজকে আমি মরে যেতাম।"

লাবু কী বলবে বুঝতে পারল না। রতন কৈরী তার চোখ মুছে বলল, "তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। দেখো তুমি, আমার গ্রামে আমি একটা স্কুল বানাবোই বানাবো। প্রথম যেদিন স্কুল শুরু হবে আমি তোমাকে দাওয়াত দিব। তুমি হবে আমাদের চিফ গেস্ট। হবে তো?"

চিফ গেস্ট হলে কি করতে হয় সে সম্পর্কে লাবুর কোনো ধারণা নেই তারপরেও সে মাথা নেড়ে চিফ গেস্ট হতে রাজি হয়ে গেল।

১২. শেষ কথা

লাবু ভালই আছে। ঝুম্পা খালা সত্যি সত্যি তাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিয়েছে, অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফটের চোরাই উইন্ডোজ নয় রীতিমতো খাঁটি অপেন সোর্সের সফটওয়্যার, নাম উবান্টু। কী মজার নাম, উবান্টু! ইন্টারনেটের কানেকশন এখনো পায় নাই সেটা পেলে প্রথমেই খুঁজে বের করবে লেকের নিচে থেকে ভেসে আসা দালানের ছাদ থেকে পাওয়া সেই মূর্তিটা কোথাকার।

স্কুলের ক্লাশ ভালই হচ্ছে। ক্লাশের মাঝে মাঝে হঠাৎ করে সেই মা পাখিটা একেবারে ক্লাসের ভেতরে এসে হাজির হয়, কিচির মিচির করে অনেক কিছু লাবুর কাছে নালিশ করে আবার উড়ে চলে যায়। তার বাচ্চা দুটির পাখায় পালক গজিয়েছে—স্বাধীনভাবে উড়তে পারে তারা।

লাবু দুই দিকেই শাপলাওয়ালা সেই কয়েনটাকে এখনো হাতছাড়া করেনি। অনেকেই এটার কথা জেনে গেছে তাই সে আজকাল এটা সেরকম ব্যবহার করতে পারে না। বল্টু খবর এনেছে এরকম কয়েন পকেটে রাখা বেআইনি তাই লাবু একটু ভয়ে ভয়ে আছে, কোনদিন না পুলিশ কিংবা বি.ডি.আর তাকে ধরে নিয়ে যায়।

কয়দিন আগে রতন কৈরীর চিঠি এসেছে। ম্যানেজার আর তার দুই সঙ্গী এখনো জেলে। জামিন হয় নাই, কয়দিন পরেই কোর্টে কেস উঠবে। ক্যামেরার

ভিডিওটা খুব বড় প্রমাণ, ম্যানেজারের লম্বা সময়ের জন্যে জেল হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে কারো সন্দেহ নাই। এটা ছোট খবর, বড় খবর হচ্ছে রতন কৈরীর স্কুলের কাজ আগামী মাসে শুরু হবে। লাবুকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে তাকে চিফ গেস্ট হিসেবে যেতে। লাবু চিঠি লিখে জানিয়েছে যে ব্যাপারটা তার মনে রয়েছে। চিফ গেস্ট হলে কী করতে হয় সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে লাবু আবিষ্কার করেছে যে তার একটা বড় বক্তৃতা দিতে হয়। লাবু আগে কখনোই বক্তৃতা দেয় নাই, মিলিকে নানাভাবে নরম করার চেষ্টা করছে একটা বক্তৃতা লিখে দেবার জন্যে। মিলি নানারকম ভড়ং চড়ং করে দাম বাড়াচ্ছে তবে শেষে মনে হয় লিখে দেবে। মিলির মনটা বেশ নরম।

আগে যেরকম ঝুম্পা খালার সাথে প্রায় প্রত্যেকদিন দেখা হতো এখন আর সেরকম প্রত্যেকদিন দেখা হয় না। মাঝে মাঝে দেখা হয়। সময়ে অসময়ে তাকে চশমা পরা একটা হাবা-গোবা-টাইপের ছেলের সাথে দেখা যায়। ঝুম্পা খালা তাকে বিয়ে করবে কী না সেটা জিজ্ঞেস করেছিল লাবু। ঝুম্পা খালা সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে উল্টো লাবুকে জিজ্ঞেস করেছে, "তুই কাকে বিয়ে করবি?" লাবু বুকে থাবা দিয়ে বলেছে সে কখনো বিয়ে করবে না। মরে গেলেও বিয়ে করবে না। ঝুম্পা খালা বাঁকা করে হেসে বলেছে আর কদিন যাক তারপর দেখবেন লাবু কী বলে। ঝুম্পা খালার ধারণা লাবু বড় হলে বিয়ে-শাদি করবে। কক্ষনো করবে না।

মিলি আর লাবু সেই মুক্তিযোদ্ধাকে আরো অনেকবার খুঁজেছিল, পায়নি। এখনো তারা মনে মনে মানুষটাকে খুঁজে। কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা।

সব মিলিয়ে লাবু ভালই আছে। তবে ঢাকা শহরটা ভাল লেগেছে না খারাপ লেগেছে লাবু এখনো সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারে না। কয়দিন পরে পরেই তার কেমন জানি দম বন্ধ হয়ে যায়, তখন কয়েকদিনের জন্যে তাকে কোনো একটা জঙ্গলে নিতে হয়। নিবিড় জঙ্গলে—একটা বানরের বাচ্চা খুঁজে বের করে তার সাথে দুই-চারটা কথা না বলা পর্যন্ত তার অস্থিরতা কমে না। লাবুর এই অবস্থাটাকে ঝুম্পা খালা নাম দিয়েছেন উল্টো বিবর্তন, মানুষ থেকে ধীরে ধীরে বানর হয়ে যাওয়া।

লাবু অবশ্যি ঝুম্পা খালার এই থিওরীকে মোটেও বিশ্বাস করে না! ঝুম্পা খালার অনেক উল্টাপাল্টা থিওরি আছে, সেগুলো মোটেও বিশ্বাসযোগ্য না!